কামিনী-কলঙ্ক।

শ্রীমতী নবীনকালী দেবী
প্রণীত।

(গরাণহাটা হইতে)
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬৬ নং শিমুলিয়া ষ্ট্রীট—রামায়ণ
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বা
মুদ্রিত।

১৮[illegible]৬

আশীর্ব্বাদ।

পরম-করুণাবতী দানকল্পলতিকা

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া

পরমমঙ্গলালয়াসু।

মা! অনাথিনী জন্মদুঃখিনী বিপ্ররমণীর এমন কি ধন আছে যে, আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মহোদয়াকে সমর্পণ করিব, অতএব মৎপ্রণীত "কামিনী-কলঙ্ক" খানি আপনার পবিত্র করকমলে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। অভাগিনী-দত্ত আশীর্ব্বাদ সাদরে গৃহীত হইলে পরম সুখানুভব করিব কিমধিকমিতি।

আশীর্ব্বাদিকা

শ্রীমতী নবীনকালী দেবী।

কামিনী-কলঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত বঙ্গদেশে একটী জনপদ আছে। তাহার অনতিদূরে ভাগীরথী নদী প্রবলবেগে নিরন্তর প্রবাহিতা হইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ নগরীর অতুল সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত আবাল-বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেরই কৌতূহল জন্মিত; অদ্যাবধিও তাহার নিদর্শন স্বরূপ বিচিত্র দেবালয়, সুরম্য হর্ম্ম্য, সুচারু রাজভবন, বিস্তীর্ণ দুর্গ, বিদ্যালয়, আপণ ও ভৈষজ্যালয় প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ স্থানে স্থানে পান্থগণের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তথায় সুশীলতা, সৌজন্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মপরায়ণতা ও পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণগ্রামের আকর-স্বরূপ এবং ন্যায়, নীতি, নিগম ও বেদচতুষ্টয়ে বিশেষ পারদর্শী এক জন নবধাকুললক্ষণাক্রান্ত সুশীল কুলতিলক ত্রৈবিদ্য বিপ্রতনয় অবস্থিতি করিতেন।

যদিও তিনি প্রথম অবস্থায় কোন অপ্রতিহত দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ পুত্ররত্নলাভে বঞ্চিত ছিলেন বটে, কিন্তু সেই অপ্রজাবস্থায় কোন ক্রমে নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া দুস্তর পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে দেবারাধনা, হোম, যোগ ও নক্তব্রত প্রভৃতি নানাপ্রকার কঠোর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে শরৎকালের পৌর্ণমাসীর সুধাকর সদৃশ একটী পুত্রসন্তান লাভ করিলেন।

পুত্রার্থী বিপ্রবর সেই অসামান্যরূপ-নিধান নব-প্রসূত

সকাতরে কহে ওরে, শুন বাছাধন ॥
কেমনে দারুণ বাক্য, বলিলি মায়েরে।
ধরিব কেমনে প্রাণ, ও মুখ না হেরে ॥
তুমি রে নয়ন তারা, দুখিনীর ধন।
কেমনে বধিতে চাহ, মায়ের জীবন ॥
কেন রে ঘটাস্ এবে, হরিষে বিষাদ।
অকস্মাৎ বল একি, হলো পরমাদ ॥
এ নয় তোমার বাছা, ভ্রমণ সময়।
বিদেশে বিপদ নানা, হয় রে উদয় ॥
ক্ষুধায় যখন তুমি, হইবে কাতর।
কে বল খাইতে দিবে, করি সমাদর ॥
আতপে অধর শশী, হইলে মলিন।
কে বল করিবে স্নিগ্ধ, হেরিয়ে শ্রীহীন ॥
হয়েছে দশম দশা, উপস্থিত মোর।
এই কি উচিত এবে, বিবেচনা তোর ॥
মিছে কেন বাপ ধন, ঘটাও ব্যাঘাত।
এ যে দেখি বিনা মেঘে, হয় বজ্রাঘাত ॥
সংসারের সার রত্ন, তোমা হেন ধনে।
বিদেশে পাঠায়ে বল, কি ফল জীবনে ॥
সুস্থিরা কেমনে রব, থাকিয়ে সংসারে।
লোকে জিজ্ঞাসিলে আমি, কি বলিব কারে
যা হক্ তা হক্ তোরে, দিব না বিদায়।
বিদেশে বিপদ সদা, ফিরে পায় পায় ॥
ওই দেখ তব পিতা, সদা তোর তরে।
ক্ষণ্ অদর্শন হলে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥

ওই দেখ একবার, আঁখি উন্মীলিয়ে।
কেমনে যাইতে চাহ, দেখিয়ে শুনিয়ে॥
মীন কি জীবন ছাড়ি, ধরে রে জীবন।
ফণি মণিহারা হয়ে, থাকে কতক্ষণ॥
তোমা হারা হয়ে বাছা, কি বলিব আর।
ছাড়িব এছার প্রাণ, করি হা হা কার॥
বহু ক্লেশে করি কত, কঠোর সাধন।
পেয়েছি রে তোমা হেন, অমূল্য রতন॥
দারুণ বাক্যেতে মোর জ্বলয়ে অন্তর।
কেমনে করিব তোরে, নয়ন অন্তর॥
এ যে অসম্ভব কথা, মোর মনে লয়।
থর থর কাঁপে হৃদি, শুনে লাগে ভয়॥
ক্ষান্ত হও তোবে বলি, অরে বাছাধন।
কেমনে যাইতে চাও, করিয়া নিধন॥
না হেরে পলকে যারে, হয় রে প্রলয়।
পাঠাতে কি দেশে তারে, সম্ভব না হয়॥
জননীর চিতে যেবা, শুভ নাহি লয়।
অঘটন ঘটে তাহে, শুনি শাস্ত্রে কয়॥
এত যদি মন তব, হয় উচাটন।
ধৈর্য্য গুণে তাহে তুমি, করহ বন্ধন॥
জননীরে নানা মতে, বুঝায় বিনোদ।
কোন মতে তাঁর মনে, না মানে প্রবোধ॥
সজল নয়নে পরে, বিনোদেরে কয়।
একান্ত বিদেশে যদি, যাইবে নিশ্চয়॥
রহ অগ্রে ছার প্রাণ, করি সমাধান।

বা পঞ্চজন একতন্ত্র হইয়া বিচারপতির আদেশ প্রতি-পোষণ করিতেছেন এবং কোথায় বা মধ্যবৃত্তি-জীবী ব্যক্তি-সমূহ পরিমিত পরিশ্রম দ্বারা স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ করিতেছে। তিনি এই সমস্ত অবিতৃপ্ত-নয়নে সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ; এ রাজ্যে প্রজাগণ এক প্রকার রামরাজ্যের ন্যায় সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে।

অনন্তর বিপ্রতনয় ঊর্দ্ধনেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, নভোমণি যেন দিবা-বিয়োগ-বিধুরা ললনার লাঞ্ছনা-ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্তে অস্তাচল-প্রদেশে গমনোন্মুখ হইতেছেন। আহা! বর্ষাঋতুর কি অনির্ব্বচনীয় ভাব! দেখিতে দেখিতে বিবিধ-রঙ্গে বারিদ-রাশি একেবারে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এতদ্দর্শনে অনুভব হইল যেন, মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড-রশ্মি-জালে রসারাণীর বিরসাস্য সন্দর্শন করিয়া দেব-রাজ বিবিধ বর্ণালী-রঞ্জীকৃত চন্দ্রাতপে তপনতাপ অব-রোধ করিয়া দিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী স্বর্ণলতার ন্যায় ঘন ঘন প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। শিখিকুল সানন্দ-মনে নিজ নিজ বিচিত্র-রঙ্গে রঞ্জীকৃত পুচ্ছ প্রসারণ পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিল। চাতক-কুল বারি-বিন্দু আশে ক্রমশঃ আকাশমার্গে ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কমলিনী প্রাণকান্ত দিনমণিকে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী দেখিয়া তদীয় বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রমশঃ অবনতমুখে বিষাদ-সলিলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন।

এ দিকে কুমুদিনী ঈষদ্বিকশিতা হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, রজনীকান্তের আশা-পথ অপাঙ্গে নিরীক্ষণ

করিতেছে। সংযোগিনী কামিনীগণ বেশ ভূষা ও অঙ্গরাগ প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্য স্ব স্ব কোমলাঙ্গে মার্জ্জন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে নানারঙ্গে অনঙ্গ-প্রসঙ্গে রহস্য-পরিহাস করিতে লাগিল। প্রোষিত-ভর্তৃকা প্রমদাগণ ক্ষুব্ধ-চিত্তে কেহ বা প্রাসাদোপরি কেহ বা গবাক্ষ-দ্বারদেশে প্রাণনাথের আসার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে; কেহ বা হৃদয়রাজকে অনতিদূরে দৃষ্টিগোচর করিয়া অমনি দিক্‌পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রিয়সহচরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিতেছে, সখি রে! অদ্য রজনী কি সুপ্রভাতা! আমার প্রাণবল্লভ আসিতেছেন!!

এ দিকে বিহঙ্গমকুল নিজ নিজ নীড়ে কোলাহলধ্বনি করিয়া প্রবেশ করিতেছে। পুষ্পোদ্যানে কুসুম-কলিকা-সমূহ বিকসিতা হইয়া মনোহর সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে লাগিল।

আহা! এইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বিপ্রতনয় প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সন্ধ্যা-সতী ভগবান্ ভাস্করকে তিরোহিত হইতে দেখিয়া যেন পুরন্দরাশাচলকন্দর হইতে নিষ্ক্রান্তা হওত ক্রমে ক্রমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন; স্থানে স্থানে দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের ঘোর ঘটাধ্বনি উঠিল।

রজনী সমাগতা দেখিয়া দ্বিজনন্দন অমনি ব্যস্ত-সমস্ত-চিত্তে আবাস-গৃহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অনতিদূরে একটী সুচারু ভবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। বিনোদ ঐ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক

গৃহপতির আদেশানুসারে তথায় যামিনী যাপন করিলেন। পরদিনও সেই নগরীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ স্থানে স্থানে সন্দর্শন করিয়া বিপ্রতনয়ের চিত্তের কৌতূহল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদনন্তর তিনি তত্রত্য সুখ-সেব্য জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদায়ক অনুভব করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই নগরীতে রাজবংশোদ্ভব ভীমপরাক্রম, দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিত-বাহু এবং দীর্ঘকেশধারী এক জন পরমরূপবান্ পুরুষ অবস্থিতি করিতেন। তদীয় প্রতাপাদি সন্দর্শনমাত্রেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় অনুভব হইত, সেই ওজস্বী বীরপুরুষ ক্রোধান্বিত হইলে পুরবাসী আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা প্রায় সকলেরই হৃৎকম্প সমুপস্থিত হইত। এমন কি, অদ্যাবধিও তাঁহার নামোল্লেখে পৌরগণের অঙ্গ স্পন্দিত ও লোমাঞ্চিত হয়। সেই দুর্দ্দান্ত বিবেক-শূন্য দীর্ঘসূত্রী প্রতাপান্বিত নররায় কিছুদিন এইরূপে নানাবিধ লৌকিক সুখসম্ভোগে অনুরক্ত ছিলেন। পরিশেষে সহসা তাঁহার মনোমধ্যে কথঞ্চিৎ আত্মবিবেকের উদয় হওয়াতে তিনি সংসারের প্রতি একপ্রকার ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া গয়া, পুরুষোত্তম প্রভৃতি

বিবিধ তীর্থ পর্য্যটনানন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহারই অনতিবিলম্বে একটী পুত্র সন্তান ও কন্যা-চতুষ্টয় রাখিয়া অকালে উদর-রোগে পৌরুষলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার লোকান্তরগমনের অব্যবহিত পরে ঐ নররায়ের একমাত্র সন্তান ও দুহিতাত্রয় ক্রমে ক্রমে কৃতান্তের ক্রোড়শায়ী হইল। ঐ নররায়ের নব-দূর্ব্বাদল-বিনিন্দিত উজ্জ্বল-শ্যামাঙ্গিনী মেদিনী-সদৃশ ধীরা প্রিয়বাদিনী ধীমতী সীমন্তিনী সতী একান্ত পতিব্রতা ছিলেন। পতিপ্রাণা সতী একে ত পতিবিয়োগে নিতান্ত অধীরা, তাহাতে আবার তদীয় কন্দর্পের ন্যায় অসামান্য-রূপবান্ পুত্র ও সৌদামিনী-সদৃশী দুহিতাত্রয় অল্পদিন মধ্যে গতাসু হওয়াতে তিনি একেবারে শোকে উন্মাদিনীপ্রায় হইলেন। পরিশেষে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা বিনোদিনী-নাম্নী ভুবনমোহিনী দুহিতাকে জীবনের জীবনস্বরূপ অবলম্বন করিয়া দুস্তর শোকাবেগ কিঞ্চিন্মাত্র সংবরণ করিলেন এবং অতি শৈশবাবস্থায় বিনোদিনীর উদ্বাহ-সংস্কার সমাধা করণানন্তর তাহাকে আপন সন্নিধানে রাখিয়াছিলেন।

সেই জন্মদুঃখিনী পতি-পুত্র-বিহীনা সতী যখন শোকে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন, তখন বিনোদিনী সকাতরে তাঁহার অশ্রুজল আপন অঞ্চল দ্বারা মার্জ্জন করিয়া "মা, মা," বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন।

সেই শোকান্বিতা জননীর প্রজ্বলিত দুঃখানল বিনোদিনীর সুমধুর স্বর-রসামৃত ভিন্ন আর অন্য কিছুতেই নির্ব্বাণ হইত না। এই অনুরোধে তিনি দুহিতাকে কখন স্বামিভবনেও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না।

তদীয় নয়ন-তারা-স্বরূপিণী বিনোদিনী যদি কখন তাঁহার নয়নের অন্তরাল হইত, তাহা হইলে জননী অমনি ধরাশায়িনী হইয়া চারিদিক্ শূন্য ও অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতেন এবং "অয়ি বিনোদিনি!" বলিয়া খেদাশ্রুধারে ধরা আর্দ্রা করিয়া ফেলিতেন। জননী যেমন বিনোদিনী-প্রাণা ছিলেন, বিনোদিনীও তেমনি শৈশবাবস্থায় জননী-প্রিয়া ছিলেন।

বাল্যাবস্থাবধি বিনোদিনী স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ চঞ্চলা ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার শোকাতুরা জননী এক দিন মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিনোদিনীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এক জন সহচরী নিয়োজিত করা আবশ্যক।

অনন্তর বিনোদিনীর জননী এইরূপ স্থির করিয়া জ্ঞানদা-নাম্নী এক জন সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিলেন এবং আপন তনয়াকে তাহার নিকট সমর্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

দেখমা জ্ঞানদায়িনী, প্রাণাধিকা বিনোদিনী,
সঁপিলাম আজি তব করে।
সতত তোমার সনে, রেখ এরে সযতনে,
কভু যেন না যায় অন্তরে ॥
আমার নয়ন-তারা, তিলেক হইলে হারা,
অমনি মরিব আমি প্রাণে
কি বলিব তোরে আর, চিতে জ্বলন্ত আঙ্গার,
অনিবার শেল সম হানে ॥
বিধি মোর হয়ে শত্রু, হরে নিল পতি পুত্র,
দুঃখিনীরে ভাসায়ে আমায়।

কি কাজ সংসারে আর, সব হেরি গো আঁধার,
প্রাণ আর দেহে রাখা দায় ॥
হৃদে মোর শোকানল, যখন হয় প্রবল,
কিছুতে প্রবোধ নাহি মানে।
হেরে এই বিধুমুখ, পাসরি সে সব দুখ,
কেবল মাত্র বেঁচে আছি প্রাণে ॥
বাঁচিয়ে কি প্রয়োজন, বাঁচি হইলে মরণ,
এ জীবনে নাহি আর ফল।
হৃদি হলো জর জর, আঁখিঝোরে নিরন্তর,
অঙ্গে নাহি কিছুমাত্র বল ॥
কঠিন মম জীবন, সবে দিয়ে বিসর্জ্জন,
অভাগিনী রহিনু বাঁচিয়ে।
ধিক্ রে আমার ভালে, কি আর কহিব কালে,
গেল কেন আমারে রাখিয়ে ॥
প্রবোধ না মানে চিত, হিতে হয় বিপরীত,
তাই মনে সন্দ সদা গণি।
সবে মাত্র মম ধন, তোরে করি সমর্পণ,
এই লও ফণি-শিরোমণি ॥
কাঁন্দি রামা ঘন ঘন, চুম্বে সেই চন্দ্রানন,
সমর্পিল দুহিতা রতনে।
দেবী কহে ঠাকুরাণি, ধীমতী হয়ে আপনি,
হেন কাজ কর কি কারণে ॥
শুনি, দুষ্ট সহবাসে, লোকে দুখ নীরে ভাসে,
অহি হতে সে জন প্রবল।

মুখে এক হৃদে আর, এই তার ব্যবহার,
পরে মাগো জানিবে সকল ॥

জ্ঞানদার উক্তি

জ্ঞানদা সে কয়, কর নাক ভয়,
নিবেদি চরণে তব।
সদা সযতনে, রাখিব সদনে,
অমিয় বচনে কব ॥
ক্ষুধা যবে পাবে, দিব যাহা খাবে,
অভাব কি বল তার।
আহা মরি মরি, বিনোদ-সুন্দরী,
অর্দ্ধ অঙ্গ এ আমার ॥
বিনোদেরে ছাড়ি, কভু কার বাড়ী.
আমি না যাব জননি।
সোদরা সমান, সদা করি জ্ঞান,
রাখিব ফণির মণি ॥
সদা হিত জ্ঞান, করিব প্রদান,
নানা নীতি শিখাইব।
বসন ভূষণে. সদা সযতনে,
অঙ্গ সাজাইয়া দিব ॥
চিন্তা কি জননি, তব বিনোদিনী,
আমার যেমন আঁখি।

হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিব গো এরে,
করিয়া পরাণ পাখী ॥
সবে মাত্র ধনে, আমি অযতনে,
বল কেমনে রাখিব।
মা বলিতে আর, কে আছে তোমার,
কি বলে প্রবোধ দিব ॥
হৃদে শোকানল, যখন প্রবল,
হয় গো জননি তব।
বুক ফেটে যায়, খেদে হায়! হায়!,
আ-মরি কতই সব ॥
প্রাণে ব্যথা দিল, সব হরে নিল,
পোড়া বিধিরে কি কব ॥
তব দুঃখ হেরে, পাষাণ বিদরে,
হায় কি করিলে ভব ॥
এবে হলো সার, বিনোদী তোমার,
সাদরে এবে তুষিব।
শয়নে গমনে, রব প্রাণপণে,
আঁখি আড় না করিব ॥
ধনী কহে ধনি, জ্ঞানদা সজনি,
কহিলে যতেক বাণী।
কথামাত্র সার, হবে লো তোমার,
আমি মনে ভাল জানি ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর বিনোদিনী প্রসূতা কর্ত্তৃক জ্ঞানদার নিকট এইরূপে সমর্পিতা হইয়া অহর্নিশি তাহার সহিত বাল্যকালোপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকে কালযাপন করিতেন। যেরূপ লতামণ্ডলী তরুবর আশ্রয় করিয়া দিন দিন উন্নত হইতে থাকে, সেইরূপ বিনোদিনীও প্রিয়সহচরীর সেবা-শুশ্রূষায় ও অনির্ব্বচনীয় স্নেহে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। অনন্তর বিনোদিনী শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে যৌবনপদে পদার্পণ করিলেন। দিন দিন তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবে ও লাবণ্যচ্ছটায় কষিত-কাঞ্চনবৎ কমনীয় কান্তি লক্ষিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তদীয় আন্তরিক ভাব-সমূহ-সম্বলিত কটাক্ষ-ব্রীড়িত স্বভাব-পরম্পরা, মদ, চতুরালি, হাব, ভাব এবং অলসতা প্রভৃতি যৌবন-সহজ আভরণনিকর এককালীন নয়নগোচর হইতে লাগিল। বোধ হয়, ঈদৃশী অসামান্যরূপ-লাবণ্যবতী কোমলাঙ্গী নবীনা কামিনীর বিমল মনোহর সৌকুমার্য্য বিলোকন করিয়া কমল, কুমুদ ও শশিকলা প্রভৃতি লজ্জায় কেহ বা যাবজ্জীবন জীবনে বাস কেহ বা প্রায় মধ্যে মধ্যে রাহুগ্রাস-নিপতিতা হন। অধিক কি, তাহাকে সন্দর্শনমাত্রেই মনে মনে অনুভব হয়, বুঝি, সৌদামিনী দেবরাজ সহস্রলোচনের উত্তেজন-ভয়ে মর্ত্ত্যলোকে

জন্মপরিগ্রহণ পূর্ব্বক কামিনীকুল সমুজ্জ্বল করিয়া থাকিবেন, নতুবা এতাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্য, সম্মোহন রূপ, উজ্জ্বল-কান্তি ও সুধাময় সুললিত বাব্যকৌশল কথন একত্র সমাবেশিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসন্ত সমাগত হইলে যেরূপ নিকুঞ্জ-কাননে তরুগণ অভিনব-পল্লব-রাজিতে সুশোভিত হইয়া বিশুদ্ধ রমণীয় শোভা সম্পাদন করে, বিনোদিনীরও তৎকাল-সম্ভূত যৌবন-কোরক-নিকর সেইরূপ কলেবরের বাহ্যাভ্যন্তরে যুগপৎ বিকসিত হওয়াতে তদীয় যৌবনরূপ কুসুমকাননে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন হইতে লাগিল। এমন কি, সেই রমণী-কদম্ব-কুলোজ্জ্বল রমণীয় শ্রীসন্দর্শন করিতে করিতে প্রতিপলক-জনিত বিরহ কাতর হইয়া নয়নের পক্ষ্মকারী বিধাতাকে তিরস্কার করিতে হয়।

সেই অসুলভ-রূপ-নিধান অপ্রগল্‌ভ-স্বভাবা ও অনাঘ্রাত বিকসিত পুষ্পস্বরূপ বিধাতৃ-কল্পিত অপূর্ব্ব স্ত্রী-রত্নকে সকৃন্মাত্র অপাঙ্গে ঈক্ষণ করিলে পাষাণময় প্রেম-শূন্য দেহও নিষ্পীড়িত হইয়া দ্রবীভূত হয় এবং যার পর নাই জগদুন্মাদক দর্পবিমোচন কন্দর্পেরও চিত্ত-বিকার সমুপস্থিত হইয়া রতি, মতি উভয়েরই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। অনন্তর যাবতীয় রূপবতী কামিনীকুল-পরাজয়াস্পদ "বিনোদিনী" নানামতে আপন কেশবিন্যাস ও বিচিত্র বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক অহর্নিশি প্রীতি-বিকসিত-হৃদয়ে জ্ঞানদার সহিত রহস্য-পরিহাসে কালাতিবাহিত করিতেন।

ইত্যবসরে যুবাজন-চিত্ত-রঞ্জন এবং বিরহিণী কামিনীর

পরম অরাতিস্বরূপ ঋতুপতি বসন্তের সমাগম হওয়াতে প্রকৃতি সুন্দরী প্রকৃত ঋতুমতী যুবতীর ন্যায় পুষ্পবতী হইয়া বিলাসিগণের নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। একদা বিনোদিনী নানাবিধ বসন্ত-কৌতুক সন্দর্শন করতঃ জ্ঞানদার সহিত রজনীযোগে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যাশায়িনী হইয়া সেই সমস্ত ব্যাপার মনে মনে আন্দোলন পূর্ব্বক একেবারে নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শনপ্রভাবে নিদ্রা হইতে বিরতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তদৌর্ব্বল্য সমুপস্থিত হওয়াতে তিনি বারম্বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে এবম্বিধ অনির্ব্বচনীয় স্বপ্নজনিত ঔদাস্য-চিন্তায় আকুলা হইয়া ঈষন্নিমীলিত নয়নে বিয়োগবিধুরা কামিনীর ন্যায় সন্তাপ-সলিলে নিমগ্না হইলেন। জ্ঞানদা তাঁহার এইরূপ বিষাদলক্ষণ দৃষ্টি করতঃ প্রয়োজনশুশ্রূষু হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমে প্রত্যুত্তর না পাইয়া পরিশেষে বারম্বার তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিনোদিনী অমনি সহসা আপন আন্তরিক ভাব সংগোপন করিয়া সহচরীকে কহিলেন, সখি! বিহঙ্গম-কুল-কলরবে অনুভব হইতেছে, বুঝি বা শর্ব্বরী অবসানা হইয়াছে; এক্ষণে চল, আমরা স্নানার্থ গমন করি। এইরূপ বলিয়া বিনোদিনী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জ্ঞানদার সমভিব্যাহারে এক সন্নিহিত সরোবরে গমন করিলেন। এ দিকে প্রমদাগণের চিত্ত-বিকারকারী বিপ্রনন্দনও, সেই দিন বিহঙ্গম-কুল-কলরবে বীতনিদ্র হইয়া অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে এবং মলয়মারুতের মন্দীভূত সঞ্চার দ্বারা বৃক্ষস্থিত অভিনব পল্লব-রাজি মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হওয়াতে পরম মনোহর শোভা সম্পাদিত ও সৌগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছে। এতৎ সন্দর্শন ও সেবনেচ্ছু হইয়া বিপ্রতনয় কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে মুখপ্রক্ষালন প্রভৃতি প্রাতঃক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করণানন্তর রাজ-পথে পদব্রজে ধীরে ধীরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, কোন স্থানে বিলাসবিভোর নলিনী অল্প অল্প হাস্যমুখী হইতেছে, কুমুদিনী যেন ভগবান্ রজনীকান্তের বিরহে কাতরা হইয়া নীহার-চ্ছলে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে, চন্দ্রমার সহিত রোহিণীর রহস্য-কেলি-কলাপ এই পর্য্যন্ত শেষ হইল দেখিয়াই বুঝি ঋতুপতি বসন্তরাজের প্রধান সেনাপতি পিকবর বৃক্ষ-শাখা হইতে বারম্বার কুহুরবে যেন জগতে উভয়ের বিরহ প্রচার করিতেছে। পূর্ব্বদিক্ ক্রমশঃ অরুণবর্ণ দেখিয়া ভ্রমর-কুল গম্ভীর ঝঙ্কারে ভগবান্ সহস্র-রশ্মির আগমন-বার্ত্তা প্রহরী স্বরূপে ঘোষণা করিতেছে। কোথায় বা যুবা ও বৃদ্ধ নর নারীগণ স্ব স্ব পবিত্র বস্ত্র ও পুষ্পাদি লইয়া সরোবরে প্রাতঃস্নানার্থ গমন করিতেছে, কোথায় বা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ আচার্য্যগণ নিজ নিজ ললাটদেশে মৃত্তিকা-ত্রিপুণ্ড-বিভূষিত হইয়া দেবার্চ্চনা নিমিত্ত কুসুম-কাননে পুষ্প-রাশি চয়ন করিতেছেন এবং পক্ষিগণ কলরবধ্বনি করত নিজ নিজ নীড় হইতে আহার অন্বেষণে গমন করিতেছে।

অনন্তর কমলিনী পাছে রজনী-সঞ্চিত-বিরহে সন্তাপিতা হইয়া বিষাদ-সলিলে প্রাণ পরিহার করেন, ইহা ভাবিয়াই বুঝি ভগবান্ সহস্র-রশ্মি রক্তোৎপলের ন্যায় পরম-রমণীয় শোভা ধারণ পূর্ব্বক কর প্রসারণ দ্বারা পঙ্কজিনীকে দুঃখ-বেগ সম্বরণ করিতে ইঙ্গিত করিতে করিতে ক্রমশঃ দ্রুত বেগে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে গোপাল-গণ গবাদির পাল লইয়া গোষ্ঠে গোচারণোপলক্ষে গমন করিতেছে। শিশুগণ বিষণ্ণ-মনে নিজ নিজ পুস্তকাবলী কর-কলিত করত বিদ্যালয়ে গমন করিতেছে। কোন স্থানে সারস-হংস-মালা ও খঞ্জন প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের জল-কেলিপ্রভাবে জলাশয়ে হিল্লোল উঠিয়া কমলদল অল্প অল্প সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন ঈষদ্বিকসিত-কমলিনী অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হৃদয়-বল্লভকে হাস্য—মুখে আহ্বান করিতেছে। কাননে তরুগণ অভিনব পল্লব ও মুকুলভরে অবনত রহিয়াছে। পুষ্পোদ্যানে, গোলাপ, মল্লিকা, যাতী, যূথী প্রভৃতি নানাজাতি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধে দিক্—চতুষ্টয় আমোদিত করিতেছে। অলিকুল মধুলোলুপ হইয়া গুণ্ গুণ্ রবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। (কোন স্থানে অপরাজিতা কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, যুবতী কামিনীকুল পতিসহ কলহ করিয়া অভিমানচ্ছলে আপনার মুখকমল নীলাম্বরে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ; অনুভব হয়, তৎসন্দর্শনেই বুঝি পাপিয়া সন্নিহিত তমালাদি তরুশাখা হইতে মানভঞ্জনচ্ছলে “কথা কও” “কথা কও” রবে বারম্বার মানিনীকে মহাসমাদরে সম্ভাষণ করিতেছে।) আহা! কোন স্থানে বা সূর্য্যমণি যেন কান্ত-বিরহে আকুলা

হইয়া মনোদুঃখে অধোমুখী হইয়া রহিয়াছে। সরোবরে পদ্মিনী দলপ্রসারণ পূর্ব্বক অলিকে মধুদান করিতেছে এবং কোন স্থানে শুক-শারিকাগণ বিশুদ্ধ তানমান-লয়ে ঋতুপতি বসন্ত-রাজের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছে।

বিপ্রতনয় এই সমস্ত অবিতৃপ্ত-চিত্তে শ্রবণ ও নির্নিমেষ-নয়নে সন্দর্শন করিতে করিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! পরম-করুণাময় পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কি দুরবগাহ প্রকৃতি-মাধুর্য্য!

অনন্তর তিনি এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে গমন করিতে করিতে এক মনোহর উদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য সরোবরতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঐ সরোবরে বিনোদিনী সহাস্য বদনে প্রিয়সহচরী জ্ঞানদার সহিত অনন্য-মনে জলকেলি-রসে নিমগ্না ছিলেন। বিপ্রতনয় সেই কন্দর্প-দর্পহারিণী, রূপবতী, নবীনা, যুবতীকে নয়ন-গোচর করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! বিধাতার কি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল! কি অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্য!! এমন অদ্ভুত রূপলাবণ্য, এরূপ সহাস্য বদনকমল ও এতাদৃশ নয়ন-ভঙ্গী কখন ত দৃষ্টিগোচর করি নাই। এ কি মানবী? না কোন দেবী শাপ-ভ্রষ্টা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন? কি? কিছুই যে অনুভব করিতে পারিতেছি না। হায়! এ আবার কি হইল? যতই দেখিতেছি; ততই যে দর্শন-স্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদিগের স্বভাব-পরম্পরা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে,

এরা বুঝি দুইটি অবশ্যই কুল-কামিনী হইবেন। যাহা হউক, আমিই বা কি প্রকারে জানিব? আমার এস্থানে আর থাকাও ত কর্ত্তব্য নহে। কি জানি, পাছে কোনরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। যাহা হউক, মুখপ্রক্ষালনচ্ছলে একবারমাত্র ইহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি, পরে যদি কিছু জিজ্ঞাসাই করে, না হয় নিয়মিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া গমন করিব। এই ভাবিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেহইতে আপনার নয়নদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, নয়ন! এইবার সন্দর্শন করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ কর। হৃদয়! ধৈর্য্য হও, এত চঞ্চল হইও না, তোমার এরূপ দুরাসদ আশাগ্নিতে বিদগ্ধ হওয়া কখনও উচিত নহে। বিপ্রনন্দন এইরূপ চিন্তাকুল অন্তঃকরণে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাণ্ডয়মান হইয়া নির্নিমেষ-লোচনে দৃষ্টিগোচর করিতেছিলেন, এমন সময় সলিলমধ্যে বিনোদিনীর প্রতিবিম্বে কুচ-পট্টিকোপরি হিরণ্ময়দাম সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কামিনীর অনঙ্ক মুখেন্দু-সৌন্দর্য্য বিলোকন করিয়া বুঝি সশঙ্ক শশাঙ্ক লজ্জিত হইয়া হেমময় রজ্জুতে সৌবর্ণ কুম্ভদ্বয় উদ্বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন।

অনন্তর বিনোদিনী জলকেলিপ্রসঙ্গে হঠাৎ এক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে লোচনগোচর করিয়া লজ্জায় অঙ্গে বসন বিন্যাস করত ব্যস্তসমস্তা হইয়া প্রিয়সহচরীকে কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, কে এক জন অপরিচিত পরমরূপবান্ যুবা পুরুষ সরোবরতীরে দণ্ডয়মান হইয়া আমাদিগকে

একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে, আহা! সখি! এমন অপরূপ রূপ ত কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। সখি! ঐ রূপ-নিধান পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল হইতেছে কেন? সখি! ঐ নবজলধররূপ দেখিয়া অনুভব হইতেছে বুঝি, ইনিই সেই মহাপুরুষ হইবেন, নতুবা গত রজনীর স্বপ্ন জনিত বিয়োগাগ্নি আমার অন্তঃকরণে দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইবারই বা কারণ কি? আহা! ইহাঁর কাটাক্ষশরসন্ধানে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে। সখি! ঐ আগন্তুক ব্যক্তিকে বড়ই নিষ্ঠুর দেখিতেছি। হায়! ইনি বুঝি কামিনীরূপ মৃগী বধিবার অভিলাষে প্রণয়কাননে ভ্রমণ করিয়া থাকেন? নতুবা আমাকে কটাক্ষবাণনিক্ষেপে এরূপ অধীরা করিতেছেন কেন? সখি! আমার শরীরে ত অক্ষয় কবজ নাই। তবে কি প্রকারে জীবন রক্ষা করিব? যেরূপ হরনেত্রানলে কমল-সুকোমলাঙ্গ কাম অনঙ্গ হইয়াছিল, দেখ, সখি! আমাকেও বুঝি অদ্য তদবস্থায় পড়িতে হইবে। আহা! অন্তঃকরণের কি বিচিত্র গতি! এই চিত্তচোরকে অভূতপূর্ব্ব সন্দর্শন করিবা যে আমার প্রতিপলকেই প্রলয় জ্ঞান হইতেছে। সখি! বুঝি অদ্য লজ্জা, ভয়, কুল ও মান প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া উহার চরণে শরণাপন্না হইতে হইল, নতুবা আমার এ চিত্ত-বিকারের আর কোন মহৌষধি দেখিতেছি না। সখি! আমার প্রাণ যায়। এই ঘোরতর আসন্ন বিপদহইতে আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর।

বিনোদিনীর মুখে সহসা এবম্বিধ বিলাপসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ও তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্যলক্ষণ দেখিয়া

"জ্ঞানদা" অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা ও চমৎকৃতা হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ ও সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন! কি আশ্চর্য্য! সখি বিনোদিনি! এ কি? তুমি একেবারে এত চঞ্চলা হইলে কেন? এই যে আমার সহিত আমোদ-প্রমোদে জলকেলি করিতেছিলে। এ আবার কি হইল? তোমার সে সহাস্য বদন-কমল ও সুবিমল রূপ-লাবণ্য যে দেখিতে দেখিতে একেবারেই মলিন হইল! তুমি যে ঐ অপরিচিত যুবা পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইলে। শুনিয়াছি, যে নারী আপন প্রাণবল্লভকে পরিহার করিয়া পরপুরুষে অনুরক্তা হয়, তাহাকে পরিণামে অনন্তকালব্যাপিনী দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়া থাকে; পতিপরায়ণতা অপেক্ষা ইহলোকে কামিনীগণের আর শুভাচার নাই। ছি! ছি! লোকে শুনিলে কি বলিবে? তুমি জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী ও চতুরা হইয়া সহসা এরূপ অধীরা হইলে কেন? বিশেষতঃ ঐ দেখ, সম্মুখে রাজপথ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। এরূপ লোকাপবাদ-সূচক লজ্জাস্পদ বিষয় কখন গোপনে থাকিবার নহে। জনসমাজে জানিতে পারিলে তোমাদিগের নিষ্কলঙ্ক কুলে লোকব্যাপী কলঙ্কের ধ্বজা উঠিবে। তুমি যে ঐ আগন্তুক যুবা পুরুষের রূপ-স্বরূপ অপার নীরে নিমগ্না হইতে উদ্যতা হইয়াছ! এরূপ স্বেচ্ছা-চারিণী ও উদ্ধত-স্বভাব-সম্পন্না হইলে পরিশেষে অপার যন্ত্রণারাশিতে আকুলা হইতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! এই কেবল তোমার যৌবনের অঙ্কুরমাত্র নয়নগোচর হইতেছে, অদ্যা-বধি ত্রিবলিরেখাও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। কি

প্রকারে তোমার অন্তঃকরণে এখনি এরূপ প্রণয়রসের আবির্ভাব হইল? আহা সখি! আমার নিকটে এরূপ ব্যাপকতা প্রকাশ করিতে কি তোমার কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জানুভব হইল না? সখি! তোমার ত কোন বিষয়ে অপ্রতুল নাই; তবে কেন অনর্থক এরূপ অপ্রতিকার্য্য দুরাশয় সিন্ধু-সলিলে নিমগ্না হইতে উদ্যতা হইয়াছ? এরূপ প্রতিষ্ঠাহীন অনিষ্টাচারানুবর্ত্তী হওয়া কুলবালার পক্ষে নিতান্ত অবিধেয়। যাহা হউক, আর এস্থানে বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার জননী এ কথা জানিতে পারিলে অতিশয় প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা স্নানার্থ অধিকক্ষণ আসিয়াছি। না জানি, আমাদিগের বিলম্ব দেখিয়া তিনি এতক্ষণ কতই ভাবিতেছেন। এক্ষণে চল আমরা শীঘ্র গৃহে প্রতিগমন করি। ছি, ছি! পরপুরুষকে সন্দর্শন করিয়া এত ব্যাকুলা হইতেছ কেন? চল গৃহে যাই, জননীকে কহিয়া ত্বরায় তোমার হৃদয়বল্লভ আনয়ন করাইয়া দিব। কুলবালার স্বামী-রত্ন অপেক্ষা আর অন্য ধন কি আছে? বিনোদিনী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়সহচরীকে কহিলেন, সখি জ্ঞানদে! তুমি আর আমাকে গৃহে যাইতে বৃথা অনুরোধ করিও না; আমার আশা পরিত্যাগ কর। সখি! ঐ হৃদয়েশ্বর ব্যতীত আমার আশু মরণই মঙ্গল। ঐ যুবা পুরুষের অধর-সুধা ভিন্ন আমার চিত্ত-চকোর অন্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। উহার হৃদয়-সরোবর ব্যতিরেকে আমার জীবন-মীনের আর প্রাণ রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই। ঐ রূপসলিল বিনা আমার মনোজ্ঞাগ্নি আর কিছুতেই নির্ব্বাণ

হইবার নহে। এ জ্বালা জলে নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতই হইতে লাগিল। সখি! যশঃ অপযশ আমার সকলই জ্ঞান আছে, কিন্তু কি করি? মন যে কোন মতে প্রবোধ মানে না। সখি! যাহাতে আমার প্রাণরক্ষা হয়, তুমি তাহার উপায় কর, তাহা হইলে আমি জাবজ্জীবন তোমার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধা থাকিব। সখি! আর সহ্য হয় না। অদ্যই বুঝি আমার জীবনাবসান হইল। প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছে। এক্ষণে আমি তোমার চরণে প্রপন্না হইলাম। তুমি উঁহার নাম, ধাম, জাতি ও ব্যবসায়ের বিষয় বিশেষরূপে অবগতা হইয়া আমার মানসদৈন্য দূরীকরণ কর, নতুবা এই দণ্ডে জীবনে জীবনান্ত করিয়া এ জ্বালা নিবারণ করিব।

বলিতে বলিতে ধনী উন্মাদিনী প্রায়।
সরোবর-নীরে প্রাণ ত্যজিবারে যায়॥
জ্ঞানদা হেরিয়া ভাবে হল কি আশ্চর্য্য।
দেখামাত্র কেন এত হইল অধৈর্য্য॥
কখন যাহার সনে নাহি আলাপন।
হেরে তারে কেন এত হলো উচাটন॥
বিশেষতঃ প্রেমরস-মর্ম্ম নাহি জ্ঞান।
তবে কেন একেবারে হইল অজ্ঞান॥
কটাক্ষেতে যুবরায় কি শর হেনেছে।
মুখশশী একবারে মলিন হয়েছে॥
স্বর্ণবর্ণ জিনি বর্ণ লুকায় কোথায়।
শরাঘাতে প্রিয়সখী জীর্ণ হয় কায়॥
স্তম্ভন, শোষণ, মোহ, কিম্বা অগ্নিবাণ।

অবশ্য ইহার এক করেছে সন্ধান ॥
নচেৎ কেন হল ধনী অবোধের প্রায়।
প্রবোধ নাহিক মানে কি করি উপায় ॥
দেহমধ্যে যদি হয় দুর্ব্ব্যাধি বিষম।
মহৌষধি ব্যবহারে হয় উপশম ॥
বিষধর দংশে যদি কালান্তের প্রায়।
তন্ত্র মন্ত্রে তাহে লোক প্রাণ দান পায় ॥
ব্যাধি অনুরূপ যদি মহৌষধি হয়।
সে ব্যাধি শরীরে কভু না রহে নিশ্চয় ॥
কাম-সিন্ধু উথলিয়া উঠয়ে যখন।
মন প্রাণ একেবারে করে উচাটন ॥
রোগের ব্যবস্থা কত আছয়ে নিদানে।
এ ব্যাধির বিধি শুদ্ধ প্রেমাধীনে জানে ॥
এই কামে তত্ত্বহীন মত্ত ত্রিলোচন।
কত কাণ্ড করেছেন কে করে বর্ণন ॥
যে ভাব ধরেন তিনি মোহিনীর তরে।
কহিতে লাজের কথা বাণী নাহি সরে ॥
শর্ম্মিষ্ঠার তরে দেখ নহুষ নন্দন।
জরারোগে সারা হয়ে ছিল সেই জন ॥
রোহিণীর প্রেমেতে মজিয়ে সুধাকর।
অশেষ দুর্গতি তাঁর হইল বিস্তর ॥
অন্য দারা প্রতি তাঁর না থাকায় মন।
কুপিত হইল তাহে দক্ষ মহাজন ॥
ক্ষয়রোগ হোক বলে অভিশাপ করে।

সেই হেতু শশধরে হ্রাস বৃদ্ধি ধরে॥
এই কামে শচীপতি দেব পুরন্দর।
দিবসে কাটিল সিঁধ গৌতমের ঘর॥
দুর্দ্দশার শেষ তাঁরে করে তপোধন।
ক্ষিতিতে রহিল খ্যাতি সহস্রলোচন।
কি বলিব কাম তোরে বলিহারি যাই।
অনন্ত মহিমা তব অন্ত নাহি পাই॥
এই কামে পরাশর হয়ে হারা তত্ত্ব।
মৎসাগন্ধারূপ হেরি হইল উন্মত্ত॥
তাহে করি অমল কমল গন্ধবতী।
দিবসে বাসনা করে ভুঞ্জিবারে রতি॥
আলোক হেরিয়ে ধনী লাজে শিহরিল।
কু আশায় মুনিবর কু—আসা সৃজিল॥
আন্ধার দেখিয়া ধনী দিল আলিঙ্গন।
মুনির কৃপায় হল গর্ব্ভের লক্ষণ॥
মদনের পঞ্চশরে পীড়িত যে জন।
দুর্ব্বার বারণ সম না মানে বারণ।
এমন মোহিনী শক্তি কার বল আছে।
ত্রিভুবন পরাজয় হয় যার কাছে॥
বিশ্বামিত্র নামে এক ছিল তপোধন।
ইষ্টনিষ্ঠ যোগাচারী ব্রহ্মপরায়ণ॥
মেনকার রূপ হেরি তাপসপ্রবর।
অনঙ্গের পঞ্চশরে হল জর জর॥
পরে যেবা কীর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন বনে।

অদ্যাপি স্মরণে বাঁচে কত অভাজনে ॥
কামে কিমিন্দন মুনি মৃগরূপ ধরে।
জায়ারে হরিণী করি সুখেতে বিহরে ॥
হেনকালে পাণ্ডুরাজ অজ্ঞাত কারণ।
তীক্ষ্ণশর মুনিবরে হানিল তখন ॥
রতিতে পাইয়ে অন্ত সেই তপোধন।
মৃত্যুকালে পাণ্ডুরাজে বলিল সে জন ॥
আমারে যেমন সুখে করিলি বঞ্চিত।
রমণী-রমণে তুই মরিবি নিশ্চিত ॥
বলিহারি কাম হৃদে হইলে উদয়।
মুনির টলয়ে মন ধ্যানভঙ্গ হয় ॥
কামভরে শূর্পণখা শ্রীরামের আগে।
না বুঝে যাইয়ে ধনী দুঃখ-নীরে ভাসে ॥
নাসাচ্ছেদ হৈল যেই লক্ষ্মণের করে।
কিঁ হোঁলোঁ কিঁ হোঁলোঁ বলে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
একে ত মদন-জ্বালা নাসার দ্বিগুণ।
ত্রিগুণ হইয়ে উঠে অন্তর আগুন ॥
আশায় পড়িল ছাই নাক নিয়ে দায়।
কাটা নাক হাতে ঢেকে গুটী গুটী যায় ॥
প্রেম লাগি রুক্মিণীরে হরিলেন হরি।
প্রেমলাগি কুবুজায় করেন সুন্দরী ॥
এই প্রেম শ্যামরায় শিখাবার তরে।
স্বেচ্ছায় জনম নিয়ে দেবকী উদরে ॥
নন্দালয়ে দিবানিশি লয়ে ব্রজনারী।

ভুলায় মোহনরূপে মোহন-মুরারি ॥
গোপীগণ সেই প্রেমে হয় হারা জ্ঞান।
আর কত শত আছে পুরাণে প্রমাণ ॥
এই প্রেমে নারায়ণ লক্ষ্মীগতপ্রাণ।
মনুষ্য কিরূপে তবে পারে পরিত্রাণ ॥
প্রেম লাগি বংশীধারী ধরে যোগিবেশ।
বনমালী হন কালী দেখ অবশেষ ॥
হংসমুখে দময়ন্তী শুনি নলরূপ।
অমনি উথলি উঠে তার প্রেমকূপ ॥
প্রেম লাগি সুন্দরের সুড়ঙ্গখনন।
প্রেমেতে লয়লামজনু ত্যজয়ে জীবন ॥
প্রেমের ধাঁদায় পড়ে হয় চক্ষু স্থির।
আমীর হইয়া কত হয়েছে ফকির ॥
কেহ বা কামের লাগি ত্যজে কুলমানে।
শ্রীহীন মলিন তবু ক্ষান্ত নাহি মানে ॥
কেহ আশে কেহ শেষে কত রূপী হয়।
কেহ খর হয়ে রহে কেহ হয় হয় ॥
দেবতায় এই কীর্ত্তি মানব কি ছার।
পাপ দেহে পাপ কিবা অসম্ভব তার ॥
এই প্রেম হৃদয়ে উদয় যার হয়।
প্রেমাধীন হয়ে সেই চিরদিন রয় ॥
কি আশ্চর্য্য মায়াময় সকলি অলীক।
ধিক্ ধিক্ কাম তোরে ধিক্ শত ধিক্ ॥
কখন প্রেমের ফাঁদে পদ নাহি দিব।

শ্রবণেও পাপ কথা কভু না শুনিব ॥
প্রেমের অপার লীলা খেলা বোঝা ভার।
নমস্কার করি প্রেম চরণে তোমার ॥
হায়! বুঝি বিনোদায় ঘরে সেই কাল।
কেমনে যাইব ঘরে ঘটিল জঞ্জাল ॥
অকস্মাৎ কেন হেন করি দরশন।
বিষম প্রমাদ ধনি করিল এখন ॥
জিজ্ঞাসিলে মাতা এঁর কি বুলি বুঝাই।
একথা শুনিলে মোর মুখে দিবে ছাই ॥
কুটনী বলিয়া মোরে গালি দিবে কত।
শুনিলে লাজের কথা শির হবে নত ॥
বড় মুখ করেছিনু সঁপিবার কালে।
হায়! বুঝি এবে পড়ে চুন কালি গালে ॥
মরণ হইলে মোর যুড়ায় যন্ত্রণা।
মিছে কেন ভেবে মরি পরের ভাবনা ॥
অকলঙ্ক রায়-কুলে দিয়ে বুঝি কালি।
আপনি লইবে মাথে কলঙ্কের ডালি ॥
হায়! হায়! কি করিব না দেখি উপায়।
শাঁখের করাতে পড়ে বুঝি প্রাণ যায় ॥
যেরূপ সখীর মন হয়েছে চঞ্চল।
প্রবল হয়েছে হৃদে অনঙ্গ অনল ॥
বুঝাইলে নাহি মানে আমার বচন।
করি কি উপায় ভেবে না পাই এখন ॥
আমি যদি বলি হিত একে হয় আর।

ধরায় লুটায়ে ধরে চরণে আমার॥
করিলে যাচিয়ে প্রেম কতক্ষণ রয়।
দিনেক দুদিনে হয় বিচ্ছেদ উদয়॥
পরিচয় জিজ্ঞাসিতে কহিছে আমায়।
কেমনে জিজ্ঞাসি আমি হোল একি দায়॥
শিহরি উঠয়ে অঙ্গ লাজের কথায়।
সকলি স্বীকারে লোক পেটের জ্বালায়॥
বিধাতা করেছে মোরে চির-বিরহিণী।
আজন্ম হইতে হোলে পরের অধীনী॥
আমার মনের দুঃখ বিধি সব জানে।
অন্যে কি জানিবে যেবা নাহি জানে জানে॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোর বৃথা এ জীবন।
গরল ভক্ষণ করি উচিত মরণ॥
কিম্বা যদি বিষধর করয়ে দংশন।
দূরে যায় সব জ্বালা জুড়ায় জীবন॥
হেরিয়ে ব্যাকুলা সখী হারায়েছে জ্ঞান।
ইহার কারণে বুঝি যায় মোর প্রাণ।
পতি-পুত্র-হীনা হয়ে ইহার জননী।
আঁখি-নীরধারে ভাসে দিবস রজনী॥
সে দুস্তর শোকনীরে বিনোদিনী যান।
সখী ধ্যান সখী জ্ঞান সখী তাঁর জ্ঞান॥
যেরূপ প্রান্তরে পান্থ আতপে আতুর।
তরুচ্ছায়াতলে আসি শ্রান্তি করে দূর॥
তেমনি সখিরে এবে করিয়ে আশ্রয়।

ঠাকুরাণী কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে রয় ॥
মৌন ভাবে মনশ্চিতে করেন শোচন।
অবাকের-প্রায় প্রায় না কহে বচন ॥
শীর্ণ জীর্ণ কলেবর মলিন বদন।
পাষাণ হেরিলে তাঁরে হয় বিদারণ ॥
যদ্যপি শাণিত শস্ত্র সম্মুখেতে পান।
অমনি শরীরে মারি শোণিতে ভাসান ॥
উদরে হয়েছে গুল্ম ভাবিয়ে ভাবিয়ে।
ললাট হয়েছে কটু ধরায় কুটিয়ে ॥
একান্তে বসিয়া তিনি থাকেন যখন।
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকারে করেন রোদন ॥
কখন মোহ প্রভাবে পড়ি ধরাসনে।
ঊর্দ্ধনেত্রে লেগে যায় নয়ন নয়নে ॥
অনুভব নাহি হয় নিশ্বাস প্রশ্বাস।
একেবারে দূরে যায় জীবনের আশ ॥
তখন বিনোদী গিয়ে সজল নয়নে।
দিয়ে বারি স্নিগ্ধ করে বিষণ্ণ বদনে ॥
সখীমাত্র আছে তাঁর জীবন আঁধার।
ক্ষণ অদর্শনে দহে হৃদয় তাঁহার ॥
আছেন নিশ্চিন্ত সঁপি আমার সদনে।
বিশ্বাসঘাতকি কর্ম্ম করিব কেমনে ॥
প্রভূত সম্ভ্রান্ত তাঁরা সর্ব্বজনে জানে।
এ কথা শুনিলে তিনি মরিবেন প্রাণে ॥
একেত বিধাতা তাঁরে সাধিয়াছে বাদ।

এ বাদে না মানি বাধা বাধাবে প্রমাদ ॥
এ কথা থাকিবে গুপ্ত সম্ভব না হয়।
অনল অঞ্চল চাপা কতক্ষণ রয় ॥
দুষ্কর্ম্ম করিয়ে কার বেড়েছে সম্মান।
হিতাহিত নাহি বুঝে মান অপমান ॥
এই কথা দেশে দেশে হইবে প্রকাশ।
করিবে যতেক লোক হাস্য পরিহাস ॥
উচ্চশির একেবারে হইবেক নত।
কলঙ্কে পূরিবে ক্ষিতি জনমের মত ॥
যতেক বিপক্ষ—পক্ষ হাঁসিবে নাচিবে!
হেন বাক্য—বাণে প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ॥
এ দিকে সখীর দুঃখে মনোদুঃখে মরি।
দুঃসাহসী কর্ম্ম এবে কেমনে বা করি ॥
যা থাকে আমার ভাগ্যে হবে অতঃপর।
কোন মতে প্রবোধিয়া লয়ে যাই ঘর ॥
কি কাল করিনু আমি আনি সরোবরে।
আপনার মৃত্যুবাণ লইলাম করে ॥
একে মরি মনোদুঃখে দিবস যামিনী।
দ্বিগুণ আগুন তাহে জ্বালে বিনোদিনী ॥
করেছিনু কত পাপ সঙ্খ্যা নাহি তার।
তাই চিত চিতাসম জ্বলে অনিবার ॥
ভাল নাহি হয় জ্ঞান সখীর বচন।
কেমনে সাধিব আমি অসাধ্য সাধন ॥
নাহি জানি কোন্ ছলে আইল নাগর।

জিজ্ঞাসিতে গেলে পাছে না দেয় উত্তর ॥
অনুভাব বুঝি হবে কোন মহাজন।
অকস্মাৎ কি কারণে আইল এখন ॥
উহার মনের ভাব ভাবে বোঝা ভার।
হেরিয়ে সখীর হৈল মানসবিকার ॥
এ কর্ম্ম করিতে যুবা যদি না স্বীকারে।
তবেত লজ্জিতা হতে হইবে আমারে ॥
না শুনি আমার বাক্য চলে যায় পাছে।
কত মনে সন্দ হয় কব কার কাছে ॥
যা হক্ জিজ্ঞাসি কোথা ধাম কিবা নাম।
ইহাতে সখীর যদি পূরে মনস্কাম ॥
আর কেন ভেবে সারা হই আমি মিছে।
অজ্ঞান ত নয় যেবা বলি জুজু বিছে ॥
লজ্জায় কি হবে যদি সখী প্রাণে মরে।
কোন মতে ঘটে যদি দেখি চেষ্টা করে ॥
না জানি কি অদৃষ্টেতে আছে গো আমার।
জিজ্ঞাসিতে গেলে পাছে একে হয় আর ॥
সাধ্যমত প্রতিকার করি ত এখন।
শয্যাভাবে ধরা সার আছে নিরূপণ্ ॥
আমারে যে কথা বলে সে ত কথা নয়।
সেই হেতু মনে হয় সংশয় উদয় ॥
সখীরে কহিনু যত প্রবোধ বচন।
সে সব হইল মোর অরণ্যে রোদন ॥
দর্পণের কিবা গুণ অন্ধ নাহি জানে।

তেমতি অবোধে বোধ কিছুতে না মানে॥
প্রমত্ত বারণ প্রায় না মানে বারণ।
পরেতে এ সব কথা হইবে স্মরণ॥
এতভাবি বিনোদায় কহিছে সত্বর।
স্থিরা হও যাই তবে নাগর গোচর॥
শুনি দেবী কয় ভাল ঘটিল জঞ্জাল।
দুদ্ কলা দিয়ে তোরে পুষেছিল কাল॥
তুমিত কাজের গুরু কিবা নাহি জান।
তবে কেন ধান্‌ভান্তে শিবগীত আন॥

জ্ঞানদা এতেক বলি, ধীরে ধীরে যায় চলি,
সঙ্কুচিতা হইয়া হৃদয়।
চরণে চরণ বাজে, জড় সড় হয়ে লাজে,
অগ্রে নাহি সরে পদদ্বয়॥
কি করিবে নিরুপায়, সখীরে ঘটেছে দায়,
লোক লাজ ভয়ে বা কি করে।
ধনী যত অগ্রে যায়, চারি দিক পানে চায়,
পরে আসি নাগর গোচরে॥
সম্মুখেতে দাঁড়াইয়া, সাষ্টাঙ্গেতে প্রণমিয়া,
যোড়করে করে নিবেদন।
কে তুমি হে মহাশয়, দেহ তব পরিচয়,
এ দাসীর এই আকিঞ্চন॥
কি জন্য এখানে আশা, কোথায় করেছ বাসা,
বল প্রভু সদয়হৃদয়।

আমরা অবলা নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
মনে বড় পাইয়াছি ভয়॥
বল প্রভু বল বল, কোন কুল মুখোজ্জ্বল,
হইয়াছে তব আগমনে।
এ স্থান পবিত্র হল, জনম হল সফল,
আজি প্রভু তব দরশনে॥
কাতরায় কৃপা করি, প্রবঞ্চনা পরিহরি,
ঘুচাও কৌতুক গুণময়।
ভাস্করের ক্রমে কর, হয়ে উঠিল প্রখর,
গৃহে যাই বিলম্ব না সয়॥
শুনি সুমধুর উক্তি, অন্তরে করিয়ে যুক্তি,
সুচতুর নাগর তখন।
প্রিয়বাক্যে সম্ভাষিয়া, পরিচয় বিশেষিয়া,
দিয়ে কহে করহ শ্রবণ॥
পিতা মাতা পরিজন, সবে রাখিয়ে ভবন,
আসিয়াছি ভ্রমণ লাগিয়ে।
তোমাদের দরশনে, সার্থক মানি জীবনে,
ভাগ্যক্রমে সুধালে আসিয়ে॥
কৌতুক দেখিতে আসা, আসায় বাড়িল আশা,
বাসা মোর মতীন্দ্র ভবনে।
সেজন অতি সুজন, পেয়ে মোর দরশন,
রাখিয়াছে বহুল যতনে॥
তাঁহার সদ্‌গুণ যত, একাননে কব কত,
প্রাণান্তেও ভুলিবার নয়।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর, মদ্যপায়ী দুরাচার,
কুলাঙ্গার অতি দুরাশয় ॥
অবিদ্যায় অনুরক্ত, নহে পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত,
পাপাসক্ত কুকর্ম্মে মনন।
সাধিতে তাহার হিত, মোরে যত্ন সমুচিত,
করে সেই দ্বিজের নন্দন ॥
পুনরপি বায়ু জল, এ স্থানে অতি নির্ম্মল,
তাই করি অধুনা নিবাস।
রাজনীতি শিক্ষা তরে, ভ্রমি দেশদেশান্তরে,
গৃহে যাব পূর্ণ করি আশ ॥
যা হোক কি শুভক্ষণে, তোমাদের দরশনে,
সার্থক হল পাপ নয়ন।
এবে হইয়ে সদয়, তোমাদের পরিচয়,
সবিশেষ করহ বর্ণন ॥
শুনি কহে সহচরী, শুন প্রভু কৃপা করি,
বিবরিয়া বলিব বিশেষ।
পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে, মহামান্য সবে জানে,
নামে খ্যাত মহীন্দ্র নরেশ।
ছিল ভূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ, নগেন্দ্র-দেব-কনিষ্ঠ,
ভুরশুটে হয় আদি ধাম ॥
জ্যেষ্ঠ বল বুদ্ধে দড়, পুরী পার্শ্বে কাটি গড়,
দিলেন ভবানীপুর নাম।
অতুল সম্পদ তার, করি ভূপ অধিকার,
কালবলে হলেন নিধন।

তাঁহার সম্পত্তি হারী, হয় যেই দুরাচারী,
নামে তার নাহি প্রয়োজন ॥
তাঁর বংশ যশঃমানে, ভারতে ভারতে জানে,
কীর্ত্তি তাঁর অপূর্ব্ব রচন।
অদ্যাপি সদৃশ তাঁর, হয় হেন সাধ্য কার,
নাহি হেরি ভারত ভুবন ॥
এত দিয়ে পরিচয়, জ্ঞানদা পরেতে কয়,
বিপ্রসুত প্রণিধান কর।
কনিষ্ঠ মহীন্দ্র সম, বীর্য্যবান পরাক্রম,
নাহি ছিল অন্য নরেশ্বর ॥
তাঁর যশঃ সুবিস্তর, অকলঙ্ক সুধাকর,
মহাবল পুরুষ প্রধান।
প্রতাপেতে কেবা আঁটে, পরশে মেদিনী ফাটে,
কীর্ত্তি তাঁর দেখ বর্ত্তমান ॥
নৃপ নিজ বাহুবলে, লয়ে চতুরঙ্গ দলে,
নানাদেশ করিয়ে বিজয়।
আসি বারাসৎ গ্রাম, গাড়ি বিজয়ী নিশান,
দ্বিজরাজ নির্ব্বিঘ্নেতে রয় ॥
বুদ্ধে রাজা বৃহস্পতি, রূপে বিজে তারাপতি,
মহামতি সুশীল সুধীর।
দুর্জ্জন দলন-কারী, ইষ্ট নিষ্ঠ শিষ্টাচারী,
পরাক্রমে ভীমসম বীর ॥
সভার অপূর্ব্ব শোভা, হেরে মুগ্ধ মনো লোভা,
নানারঙ্গ রত্নেতে খচিত।

যে ছিল রাণীর রূপ, নাহি দেখি অনুরূপ,
লাজ পেত গগন-তড়িত ॥
দাস দাসী নানামত, পুরীতে শোভিত কত,
আড়ানি নিশানী চোপদার।
পণ্ডিত মৌলবি কাজী, রহে কত করী বাজী,
সংখ্যা করে হেন সাধ্য কার ॥
দেযান নবত খানা, নাজির কোতালি থানা,
মধ্যে পুরী সুরম্য ভবন।
প্রহরী দ্বারী কোটাল, চারি দিকে হামেহাল,
কালসম ছিল অগণন ॥
পুরী-পার্শ্বে সারি সারি, দেবালয় মনোহারী,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে অবিরত।
পসারী পসার তরে, আপন নির্ণীত দরে,
দ্রব্য সব বেচে নানামত ॥
ভূপতি কি ভাগ্যধর, নাহি আর যার পর,
গোবিন্দ দেবের অধিষ্ঠান।
স্মরিলে যাঁহার পদ, জীবে পায় মোক্ষ পদ,
সেই দেব সদা বিদ্যমান ॥
তাঁহার সেবায় রত, ছিল নৃপ অবিরত,
শেষে হল অপূর্ব্ব ঘটন।
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডাতে কে পারে তাহা,
শুন প্রভু তার বিবরণ ॥
এক দিন নরপতি, হয়ে অতি হৃষ্টমতি,
মন্ত্রিসহ করেন বিচার।

হেনকালে কালসম, দূত আসে নিরুপম,
হেরে ভূপ ভাবে কি ব্যাপার।
আসি দূত সম্মুখেতে, নৃপে জোর প্রতাপেতে,
বলে চল বাদসাভবন।
এই বিজ্ঞাপন লও, শীঘ্র সুসজ্জিত হও,
বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন ॥
শুনি রাজা চিন্তান্বিত, নাহি জ্ঞান হিতাহিত,
ভাবে একি হল আচম্বিত।
রাজ্যমধ্যে হুলস্থূল, প্রজাগণ ভয়াকুল,
পাত্র মিত্র সকলে কম্পিত ॥
পত্র দিয়ে সে রাজায়, লয়ে যায় হস্তিনায়,
যথা ছিল বাদসা বন্দর।
হেরে সেই নৃপবরে, দিল্লীশ্বর ক্রোধভরে,
বলে শুন শুন নরেশ্বর ॥
এই দণ্ডে মোর কর, হুজুরে হাজির কর,
নতুবা করিব নিধন।
ভাবি নৃপ নিরুপায়, নিবেদয় বাদসায়,
রাখ প্রভু দীনের বচন ॥
কৃপা করি ক্ষমা কর, এক পক্ষেরি ভিতর,
কর আনি করিব হাজির।
শুন প্রভো কৃপাধার, তুমি না রাখিলে আর,
এ দাসের কে রাখিবে শির ॥
স্তব স্তুতি এইরূপ, কতই করিল ভূপ,
নাহি শুনে বাদসা শ্রবণে।

ক্রমে হয়ে ক্রোধ অন্ধ, নৃপে কৈল কারাবন্ধ,
গালি দিল কত দুর্ব্বচনে ॥
মূঢ় যেই এ সংসারে, [illegible] হয়ে অহঙ্কারে,
হিতে বিপরীত করে [illegible] ।
অবোধে বলিলে হিত, ফল ফলে বিপরীত,
কহিছেন পণ্ডিত সুধীর ॥
দুর্জ্জয় দারুণ দুষ্ট, হিতবাক্যে হবে কষ্ট
দিন তাকে গভীর ধিক্কারে ।
এত যে বলিল ভূপ, না শুনিয়া কোনরূপ,
আজ্ঞা দিল তাহে বধিবারে ॥
আদেশ পাইয়া দূত, আসি যেন রবিসুত,
সজোরে ধরিল নরেশ্বরে ।
রক্তবর্ণ দুনয়ন, ঘুরাইয়ে ঘন ঘন,
বলে ভূপে চল শীঘ্র করে ॥
আগে যায় নৃপবর, ভয়ে কাঁপে থর থর,
দর দর আঁখিধারা ঝরে ।
নিকট হেরিয়া কাল, খেদে কহে মহীপাল,
রে অদৃষ্ট কি দুষিব তোরে ॥
যে ছিল করম ফল, আজি তার প্রতিফল,
হল ভাল যবনের হাতে ।
আছিল অতুল গর্ব্ব, সকলি হইল খর্ব্ব,
আহা ! দুখ নাহি করি তাতে ॥
শুনি সবে এই কয়, প্রজা পুত্র সম হয়,
এ যে দেখি বড় অসম্ভব ।

লঘু দোষে গুরু দণ্ড. করি করে প্রাণদণ্ড,
হেন দুখ কারে আর কব ॥
এবে বুঝিলাম সার, কাল হল রাজ্যভার,
নচেৎ কেন ঘটিবে জঞ্জাল।
অভিশাপ এতকালে, ফলিল আমার ভালে,
রাজকর হল মোর কাল ॥
পড়ে কলি-কোপানলে, যে দুর্দ্দশা হয় নলে,
মম ভাগ্যে ঘটিল তেমন।
ভেবে সারা মহীপাল, কিসে রবে পরকাল.
নাহি হেরি মোক্ষের লক্ষণ ॥
জন্মান্তরার্জ্জিত পাপে, প্রাণ যায় মনস্তাপে.
এই বড় মনে রৈল খেদ।
বংশে বাতি দিতে আর, কেহ নাহিক আমার,
আমাতেই হইল উচ্ছেদ ॥
ঘরে রাণী গর্ভবতী, সাধ্বী সতী পতিমতি.
তার ভাগ্যে কি আছে এখন।
একদিল পীর বর, ছল করে অতঃপর,
ধনে প্রাণে করিল নিধন ॥
হইয়ে বিপদাপন্ন, মৃত্যু হেরিয়ে আসন্ন,
বিষাদিত হইল রাজন।
ধনী কহে দুখভরে, যে দুর্দ্দশা নরেশ্বরে,
করে যুবা কর আ[illegible] ॥

রাজা মহীন্দ্র প্রাণ-বিনাশাশঙ্কায় এবম্ভূত নানাবিধ আধি-ভৌতিক চিন্তায় আকুল হইয়া বাষ্পাকুলিত নয়নে মনে

মনে আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিতে করিতে গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দূতগণ তাঁহার করাকর্ষণ পূর্ব্বক এক অদূরবর্ত্তী ভূধরের ভীষণ উপত্যকা ভূভাগে লইয়া গমন করিতে লাগিল। অদ্যাবধিও সেই স্থান বধ্যক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ আছে। এতৎ-সন্দর্শনে রাজা ভাবিলেন, আর অনর্থক কালাতিপাত করা উচিত নহে। ইহা স্থির করিয়া তিনি সাত্ত্বিকভাবে ভগবানের স্তবারম্ভ করিলেন।

নমঃ নিত্য নিরঞ্জন সত্য গুণায়।
দেহি পাদযুগ গতিহীন জনায়॥
নমঃ নির্গুণ বিজ্ঞান ব্রহ্মরূপায়।
হব মনঃ দুখ হরি ধরি ও পায়॥
নমঃ অচ্যুত সচ্চিদানন্দ হরায়।
ভবঘোরে পড়ে মরি জীবন যায়॥
নমঃ বিরিঞ্চি সেবিত পদ কমলায়।
মম মানস বাঞ্ছিত চরণে ধায়॥
নমঃ দুর্জ্জন দৈত্য হর কেশবায়।
হেরে নিকট শমন কম্পিত কায়॥
নমঃ ভক্তজন প্রতি মোক্ষ দাতায়।
তার ভক্তিহীন জনে শক্তিরূপায়॥
নমঃ দৈত্যহারী বিভু বাসুদেবায়।
আছে মোহিত জগৎ, তব মায়ায়॥
নমঃ অব্যয় নিষ্কল সূক্ষ্মরূপায়।
ছার সংসার সম্পদে, ঘটিল দায়॥

নমঃ শঙ্খ-গদাম্বুজ-চক্রধরায়।
তব পাদ বিনা নাহি, হেরি উপায়॥
নমঃ কৌস্তুভ ভৃগুপদভূষিতায়।
আমি মূঢ়মতি নাহি জানি তোমায়॥
নমঃ অস্ত হীনজ্যোতি, শান্তরূপায়।
মিছে দিন গেল ঘুরে, ভবমায়ালায়॥
নমঃ পাণ্ডববান্ধব, নন্দসুতায়।
আর তোমা বিনা দুখ, জানাব কায়॥
নমঃ ভক্তাধীন হরি, দামোদর রায়।
এবে সঙ্কটে পড়িয়ে স্মরি তোমায়॥
নমঃ গোলকপালক দীনদাতায়।
তার সাধনবিহীন অভাজনায়॥
নমঃ শ্রীরাধারঞ্জন, বংশীধরায়।
প্রাণ ভয়ে ডাকে দ্বিজ, মহীন্দ্ররায়॥
নমঃ গোপাল গোবিন্দ হৃষীকেশায়।
নিজ দাসে জনম তরে, দেহ বিদায়॥

রাজা মহীন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের বিলাপ।

কোথা হে দীনের হরি নিদানসময়।
রক্ষা কর ত্রাণনাথ অনাথ-আশ্রয়॥
তোমার কিঙ্করে যদি এতেক দুর্গতি।
কে বল করিবে নাথ তোমারে ভকতি॥

অহে দেব শ্রীগোবিন্দ সদানন্দময়।
দেখ প্রভো একি দশা তব দাসে হয়॥
প্রাণ যায় হায়! হায়! নাহি খেদ তাতে।
অপমৃত্যু হল নাথ যবনের হাতে॥
কি ছার সম্পদ ভার করিলে হে দান।
বিপদে ফেলিয়ে প্রভো নাহি কর ত্রাণ॥
এহতে সুদীনসম যেত যদি কাল।
তবেত এ রাজকর নাহি হত কাল॥
অহে দেব সনাতন জগত-কারণ।
তব নামে দূরে যায় শমনশাসন॥
অহে দেব বহুরূপী কত রূপ ধরে।
আসিতেছ ভক্ত-জন-বাঞ্ছা পূর্ণ করে॥
সে হেতু সঙ্কটে পড়ে ডাকি ঘন ঘন।
কেন নাহি কর মোরে কৃপাবরিষণ॥
কি দোষে দাসের প্রতি হলে এত ক্রুদ্ধ।
করিলে করুণাদ্বার মোর প্রতি রুদ্ধ॥
বাঞ্ছা কল্পতরু নাম জগতে প্রচার।
শরণ লয়েছি তাই চরণে তোমার॥
তোমার অসাধ্য প্রভো কিবা আছে বল।
বলিরাজে করি ছল দিলে রসাতল॥
ব্রহ্ম নির্ব্বিকার দেহি দাসে পদাশ্রয়।
বিপাকে ঠেকিয়া প্রভো যাই যমালয়॥
ওহে দেব নিরঞ্জন ভকত-বৎসল।
কি পাপের তরে হেন শাস্তি দিলে বল॥

কি ছার সম্পদ-পদ ভাবি তব পদ।
যে পদ স্মরিলে জীবে পায় মোক্ষপদ॥
দাসের বিপদ কালে রহিলে কোথায়।
দেখা দেও দীনবন্ধু মরি হায়! হায়!॥
হায়! কোথা আছ মোর প্রাণের প্রেয়সী।
বাসনা হেরিতে তব সুরূপ সরসী॥
অপূর্ব্ব সরোজকান্তি অতি সুললিত।
মম হৃদি সরোবরে সতত শোভিত॥
সুলচন জিনি তব যুগল লোচন।
শশাঙ্ক সশঙ্ক ছিল হেরিয়ে বদন॥
সুলোলিত কর পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়ে।
কুতূহলে নিদ্রা যেতে স্বর্ণলতা—প্রিয়ে॥
এখন বিপদে পড়ে হারাই জীবন।
তথাপি সে ভাব তব ভাবি অনুক্ষণ॥
এমন সময় প্রিয়ে রহিলে কোথায়।
জনমের তরে আমি হইনু বিদায়॥
যে ছিল মনের সাধ ফুরাইল সব।
মরি প্রিয়ে সে যাতনা বল কত সব॥
ক্ষণ অদর্শনে যার হেরিতে আঁধার।
বারেকের তরে তাহে না হেরিবে আর॥
কি দশা হইবে হায়! প্রেয়সি তোমার।
কে দিবে তোমায় হেন দুখ সমাচার॥
যে দেখি যবন বেটা নৃশংস সমান।
কেমনে থাকিবে তব জাতি কুল মান॥

এতেক দুর্গতি ছিল আমার ললাটে।
কহিতে দুখের কথা খেদে বুক ফাটে॥
ওহে দেব শ্রীগোবিন্দ করুণা-নিধান।
দয়া করি এই ভিক্ষা দেহি ভগবান॥
আমার অদৃষ্টে যেবা লিখেছিলে দুখ।
সহিতে সে সব আমি নহি পরাঙ্মুখ॥
কিন্তু এই নিবেদন অহে দয়াময়।
মম প্রেয়সীর যেন কুলমান রয়॥
তুমি না রাখিলে প্রভো সাধ্য আছে কার
তব কটাক্ষেতে আছে এ তিন সংসার॥
অগতির গতি তুমি শমন বারণ।
অন্তে দাসে পদাশ্রয় দিও নারায়ণ॥

এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে, ভূপতি বিলাপ করে,
খেদে অশ্রু হয় বরিষণ।
হেন কালে দূত চয়, পরস্পর প্রতি কয়,
হাসি হাসি করি সম্ভাষণ॥
বলে সবে শুন ভাই, বিলম্বেতে কার্য নাই,
এ বেটারে করহ সংহার।
এই যুক্তি করি স্থির, হইয়ে সবে অধীর,
উচ্চৈঃস্বরে বলে মার মার॥
পদাঘাতে কাঁপে ধরা, ধরা যেন দেখে শরা,
দম্ফে লম্ফ করে ঘন ঘন।

বিষ হেন বাক্যবাণ, করিয়ে ভূপে সন্ধান,
চারিপার্শ্বে করিল বেষ্টন ॥
পরে বান্ধিয়ে শৃঙ্খলে, ফেলে করিপদতলে,
করী দলি করিল বিনাশ।
হেথা রাণী কুলভয়ে, গোবিন্দ দেবেরে লয়ে,
পলাইল শুনি সর্ব্বনাশ ॥
একে রাণী গর্ভবতী, স্বভাবতঃ ভীরু অতি,
ভাবে রাজ্য গেল ছারে খার।
ছিলাম রাজগৃহিণী, হইলাম কাঙ্গালিনী,
দুর্গতির বাকি কিবা আর ॥
আর কে রাখিবে মান, ওরে ও দারুণ প্রাণ
তোরে আর নাহি প্রয়োজন।
যে স্থানেতে নাথ আছে, তুমি যাও তার কাছে,
বলে রাজ্ঞী করেন রোদন ॥
মুখে হা! হা! কার রব, শূন্যময় হেরে সব,
শোকে হল উন্মাদিনী প্রায়।
যত দূরে যায় রাণী, ভালে ঘন কর হানি,
বলে নাথ রহিলে কোথায় ॥
হায়! কোথা গেলে নাথ, দাসীরে করে অনাথ,
তোমা বিনে নিরখি আঁধার।
হৃদাসন শূন্য করি, কোথা গেলে পরিহরি,
এ দাসীর কেহ নাহি আর ॥
দিল্লীশ্বর দুরাশয়, ঘটাইল কি প্রলয়,
জাতি কুল রহিবে কেমনে।

যেবা ক্রোধানল তার, নিস্তার না দেখি আর,
পলালেম লয়ে সখীগণে ॥
তোমার চরণ ধ্যায়ে, ছিনু আশা পথ-চায়ে,
তাঁহে দুষ্ট করিল নৈরাশ।
সব হেরি নিরুপায়, মান রক্ষা করা দায়,
হায়! বিধি একি সর্ব্বনাশ ॥
দিয়ে কত কষ্ট হায়!, প্রাণে বধেছে তোমায়,
মনে হলে ফেটে যায় বুক।
নিত যদি রাজ্য ভার, পরিহরি এ সংসার,
বনবাসে মনে হতো সুখ ॥
পাষণ্ডের একশেষ, নাহিক দয়ার লেশ,
কেমনে করিল হেন কর্ম্ম।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি জ্ঞান, হেন পাপ অনুষ্ঠান,
কভু নাহি সহিবেন ধর্ম্ম ॥
পতিশোকে সন্তাপিনী, হইয়ে নৃপ অঙ্গিনী,
সে গঙ্গায় গিয়ে উত্তরিল।
দাঁড়াইয়ে তার তীরে, দেবে রাণী কহে ধীরে,
হের প্রভো কি দশা হইল ॥
সেবিয়ে তোমার পদে, পড়িলাম এ বিপদে
আর বল জীবনে কি সুখ।
আজি প্রভো তব সনে, ঝাঁপ দিয়ে এ জীবনে,
নিবারিব মম মনোদুখ ॥
তব নামে দয়াময়, বিপদ ভঞ্জন কয়,
মোরে কেন করিলে দুর্গতি।

পড়িয়ে পতি বিপদে, প্রাণ দিল করিপদে,
এই বলি কান্দে সেই সতী ॥
এইরূপ হাহাকার, করে রাণী অনিবার,
অকস্মাৎ শুনি সমাচার।
সখী সঙ্গে ছিল যারা, রাণীরে বুঝায়ে তারা,
মুছাইয়ে নিল আঁখিধার ॥
সেই স্থান সন্নিহিত, আছিল নৃপনির্ম্মিত,
বিরামের নিমিত্ত আলয়।
দুরন্ত বাদশা ভয়ে সখীচয় তাঁরে লয়ে,
সেই গৃহে লুকাইয়ে রয় ॥
জ্ঞানদা যে অতঃপর, কহে শুন দ্বিজবর,
পরে হয় যেরূপ ঘটন।
মন্ত্রির প্রেরিত কর, প্রাপ্ত হয়ে দিল্লীশ্বর.
দুখ নীরে ভাসিল সেজন ॥
বলে আল্লা কি করিলে, কি হেতু দুর্ম্মতি দিলে,
অকারণে ভূপে কৈনু নষ্ট।
শুনেছি কোরাণে কয়, প্রজা পুত্র সম হয়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব হয় ভ্রষ্ট ॥
সামান্য অর্থের লাগি, হলেম পাপের ভাগী,
এ পাপের না দেখি নিস্তার।
কি করিনু অকস্মাৎ, ঘটালেম কি প্রমাদ,
ক্রোধ কাল হোল যে আমার ॥
কেমনে মক্কা পাইব, কি বলে জবাব দিব,
কি কহিব খোদার দরবারে।

আকুল হলে পরাণি, নাহি রুচে দানা পানি,
না জানি কি হইবে আমার ॥
এত ভাবি সেইক্ষণে, আজ্ঞাদিল দূত গণে,
মন্ত্রী সহ করহ গমন।
সে রাজার যেবা আছে, আন তারে মোর কাছে,
নচেৎ স্থির নাহি মানে মন ॥
আজ্ঞা পায়ে দূত গণে, নানা স্থানে অন্বেষণে,
পরে গেল যথা রাজ্ঞী ছিল।
পাত্র মিত্র ছিল যারা, শুনি ভয়ে হয়ে সারা,
রাজ্য ছাড়ি সবে পলাইল ॥
রাণী হেরে কাঁপে কায়, ভাবে একি হলো দায়,
অবশেষে জাতি কুল গেল।
যাহারে করিয়ে ত্রাস, ত্যজিলাম গৃহ বাস,
সেই দস্যু হেতা বুঝি এল ॥
কিম্বা নারী নষ্ট পণ, করে বুঝি সেই জন,
পাঠায়েছে অনুচর পুন।
আমার দুখের বাকি, আর বাকি আছে বাকি,
আর কি করিবে নিদারুণ ॥
অহে দেব গুণসিন্ধু, প্রকাশি করুণা-বিন্দু,
এ দাসীরে করহ নিপাত।
যাতনা সহে না আর, নাহি দেখি হে নিস্তার,
রক্ষা কর ত্রাহি দীননাথ ॥
পতি-শোকে জর জর, হতেছে কলেবর,
নিরন্তর ব্যথিত হৃদয়।

সে জ্বালা উপর পুন, জ্বালাইতে চতুর্গুণ,
ক্ষান্ত নাহি হল দুরাশয়॥
এরূপ বিলাপ—বাণী, কহে কত রাজরাণী,
মন্ত্রী সব শুনিয়া শ্রবণে।
সম্মুখে আসিয়ে পরে, নিবেদয় যুগ্মকরে,
শঙ্কা কিছু নাহি কর মনে॥
মোরে পুত্র সম গণি, রোদন ত্যজ আপনি,
বলি যেবা কর অবধান।
তোমার রক্ষণ তরে, আঁমাদের দিল্লীশ্বরে,
পাঠালেন শুন এই স্থান॥
তব পতি অকারণ, বধি সেই মহাজন,
চিন্তানীরে হইয়ে মগন।
আমাদের সবাকারে, আশ্বাসিতে মা তোমারে,
করিলেন ত্বরিতে প্রেরণ।
ভ্রমি মোরা নানা দেশে, সন্ধান পাইয়ে শেষে,
তব পাশে এসেছি জননি।
আমাদের সন্নিধানে, থাক মাতা এই স্থানে,
চিন্তা কিছু না কর আপনি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডাতে কে পারে তাহা,
অনর্থক দুঃখিতা হও না।
ধর মাতা মোর বাক্য, ধর্ম্ম করিলাম সাক্ষ্য,
ইথে মনে অন্যথা ভেবো না॥
এই মতে মন্ত্রিবর, প্রবোধিয়ে বহুতর,
হস্তিনায় দেন সমাচার।

নানামতে লিখি পাঠ, গর্ব্বের করিয়ে সাট,
নামাঙ্কিত করি দিল তার ॥
পত্র পায়ে করি দৃষ্ট, দিল্লীশ্বর হয়ে হৃষ্ট,
মসী লয়ে লিখিল আপনি।
কর মন্ত্রি অবধান, হয়ে অতি সাবধান,
রক্ষা করো নৃপের ঘরণী॥
আপনি লইয়ে রাজ্য, সুবিচারে রাজকার্য্য,
করি করো প্রজার পালন।
সেই নৃপ সম খ্যাতি, রেখ তার যশঃ ভাতি,
শম-গুণে করিহ শাসন ॥
এই মম আজ্ঞা ধর, সঙ্ক্ষেপে কহি বিস্তর,
অবধান কর সাবধানে।
মহিষী প্রসব হলে, ধাত্রী সহ সু-কৌশলে,
নৃপাত্মজে আনিবে এথানে ॥
ইহা বিনা মম মন, নাহি মানে নিবারণ,
হুতাশন সম সদা জ্বলে।
খেদে নাহি রহে প্রাণ, বুঝি হয় অবসান,
সদা ভাসি দুনয়ন জলে॥
ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণে, নিষেধ নাহিক মানে,
উপায় না হেরি অন্য আর।
তুমি সাবধান থেক, এই মম আজ্ঞা রেখ,
সংক্ষেপেতে লিখিলাম সার ॥
প্রভুর পায়ে আদেশ, মন্ত্রিবর অবশেষ,
সুখে রাজ্য পালিতে লাগিল।

এক দিন সু-লগণে, শুভাদৃষ্ট শুভক্ষণে,
মহিলা কুমার প্রসবিল ॥
শঙ্খ ঘণ্টা নহবত, চারিদিকে অবিরত,
বাজে কত কেবা করে শেষ।
পুরিতে প্রমদাগণে, পরম প্রফুল্ল মনে,
সন্দেশেতে বিলায় সন্দেস ॥
পায়ে মন্ত্রী সমাচার, খুলিয়া দ্রবিণাগার.
বহু অর্থ করে দীনে দান।
বন্দী ভাবে ছিল যত, মুক্ত করি সে তাবত,
সীমাতীত গৌরব বাড়ান ॥
ভূপ শোকে শোকাকুল, অনুচর প্রজাকুল,
হর্ষান্বিত সকলে হইল।
শিশু ষণ্মাসের হোলে, দিয়ে মন্ত্রী ধাত্রী কোলে,
সযতনে দিল্লী পাঠাইল ॥
রাণী বলে মোরে বিধি, দিল যদি হেন নিধি,
দিল্লীশ্বরে না সহিল প্রাণে।
তাই লয়ে গিয়ে পুন, দয়াহীন নিদারুণ,
বুঝি মোর নাশিবে সন্তানে ॥
এই বলে উচ্চৈঃস্বরে, পূর্ব্বশোক মনে করে,
নৃপাঙ্গনা কান্দিতে লাগিল।
সব কথা বিশেষিয়ে, নানামত প্রবোধিয়ে,
মন্ত্রীবর তারে বুঝাইল ॥
এ দিকে কুমারে লয়ে, অতি সাবধান হয়ে,
হস্তিনায় উত্তরিল গিয়ে।

বাদসা হেরি কুমার, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরাকার,
মহানন্দে কোলেতে লইয়ে ॥
ডাকিয়ে আচার্য্যগণে, শুভদিন সু-লগণে,
সুখে মুখে অন্ন দিতে দিল।
আপন মুকুট নিয়ে, নৃপসুত–শিরে দিয়ে,
যৌতুকের ব্যাপার সারিল ॥
উৎসব করিল বিরাম, মটুক্ রাখিয়া নাম,
রাজপদে অভিষেক করে।
সঙ্গে দিয়া সারি সারি, প্রহরি কোটাল দ্বারী,
কুমারেরে পাঠাইল ঘরে ॥
দেশে এলো রাজসুত, শুনি প্রজা হর্ষযুত,
মহানন্দে দেখিবারে আসে।
মন্ত্রিবরে সযতনে, বসাইয়ে সিংহাসনে,
অপার আনন্দনীরে ভাসে ॥
হারা ধনে হেরে রাণী, জনম সফল মানি,
কোলে করি লইয়ে সন্তান।
ঘন স্তন দিয়ে মুখে, অধর চুম্বে কৌতুকে,
যুড়ালেন সন্তাপিত প্রাণ ॥
পাইয়ে জীবন ধন, হয়ে রাজ্ঞী হৃষ্ট মন,
সযতনে লাগিল পালিতে।
বাল্যকালে রাজ–সুত, হয়ে বিদ্যা-গুণযুত,
রাজনীতি লাগিল শিখিতে ॥
মন্ত্রী মতে হয়ে দীক্ষা, শাস্ত্র শস্ত্র করি শিক্ষা
অদ্বিতীয় হল যুবরায়।

রাজসুতে বিচক্ষণ, মন্ত্রী করি নিরীক্ষণ,
রাজ্য দিয়া গেল হস্তিনায়॥
প্রাপ্ত হয়ে রাজ্য ভার, যুবরাজ অনিবার,
সুখে প্রজা করেন পালন।
গুণের মহিমা তাঁর, বর্ণিবারে সাধ্য কার,
সংক্ষেপেতে না হয় বর্ণন॥
জ্ঞান বুদ্ধে অদ্বিতীয়, পিত্রাধিক প্রজাপ্রিয়,
জিতেন্দ্রিয় করুণা-নিধান।
নিকটেতে লোক যত, অবিরত অনুগত,
পিতা সম তাঁহে করি জ্ঞান॥
মুক্ত হস্তে দীনে দান, সদা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
শান্তমূর্ত্তি সুশীল সুজন।
সতত পণ্ডিত সনে, বসি রাজ-সিংহাসনে
করিতেন শাস্ত্র আলাপন॥
যুদ্ধে ধনঞ্জয় সম, পরাক্রমে নিরুপম,
ভয়ে যত নৃপতি কম্পিত।
আপনার ভুজবলে, কটাক্ষে বিপক্ষ দলে,
করিতেন যুদ্ধে পরাজিত॥
সম্মুখে বিক্রম তাঁর, করে হেন সাধ্য কার,
দৃষ্টিমাত্র উপজিত ভয়।
অধীনেরে অনুকুল, শত্রু প্রতি প্রতিকূল,
ভয়াকুল সামন্ত নিচয়॥
রূপে গুণে অসামান্য, স্বদেশ বিদেশ মান্য,
সবে তুষ্ট সেই যুবরাজে।

তুলনা দিতে গো তার, অন্যে নাহি হেরি আর,
মেলা ভার ভূমণ্ডল মাঝে ॥
সেই নৃপ মহাশয়, করে নানা দিগ্বিজয়,
করিতেন প্রজার পালন।
এই রূপে কিছু কাল, কাটাইয়ে মহীপাল,
লোকান্তরে করেন গমন ॥
পুত্র চতুষ্টয় তার, নিতে পিতৃ রাজ্যভার,
উপযুক্ত কেহ নাহি ছিল।
রাজ্য লাগি বাধে দ্বন্দ্ব, প্রজাগণ নিরানন্দ,
রাজলক্ষ্মী ছাড়ি পলাইল ॥
বিধি বাম হলে পরে, কেবা বল রক্ষা করে,
ছার খারে গেল সিংহাসন।
ছিল যত পূর্ব্ব মান, সব হল সমাধান,
হরে জ্ঞান করে নিরীক্ষণ ॥
কহিতে দুখের কথা, মরমেতে পাই ব্যথা,
এবে হয় স্বপ্ন প্রায় জ্ঞান।
বংশশ্রেষ্ঠ নাহি আর, অনিবার হাহাকার,
চিহ্নমাত্র আছে এই স্থান ॥
বিস্তারিয়া কত কব, সেই বংশেতে উদ্ভব,
আছিলেন রায় মহাশয়।
তাঁহার তনয়া ইনি, নাম এঁর বিনোদিনী,
শুন প্রভু এই পরিচয় ॥
ইহাঁর জননী সতী, সাধ্বী অতি শুদ্ধমতি,
রক্ষণার্থে রেখেছেন মোরে।

আমি ওঁর সহচরী, ও চরণ সেবা করি,
সদা রই ওঁহার গোচরে।
কহিলাম সব সার, বিলম্ব সহে না আর,
চলিলাম এবে নিজালয়।
বহুক্ষণ সরোবরে, আসিয়াছি স্নান তরে,
মনে বড় হইতেছে ভয়॥
সখীর পুরাতে আশ, আসি প্রভু তব পাশ,
সার্থ হল মম মনঃ প্রাণ।
পরিচয়ে পরিচয়, হইল হে বিনিময়,
কৃত পাপে পেনু পরিত্রাণ॥
এই তবে প্রণিপাত, কর প্রভো আশীর্ব্বাদ,
মনোবাঞ্ছা করো হে পূরণ।
দেখ প্রভো দেখ দেখ, দাসী বলে মনে রেখ,
পুন যদি হয় দরশন॥
সখী মুখে পরিচয়ে, যুবা অতি তুষ্ট হয়ে,
বিনাইয়ে কহিছে তখন।
পরিচয় সহচরি, দিলা যদি কৃপা করি,
গৃহে তবে করহ গমন॥
যে দেখি প্রখর রবি, তাহে ম্লান মুখচ্ছবি,
বিলম্বেতে প্রয়োজন নাই।
কিন্তু করি আবেদন, পুন হলে দরশন,
মনে রেখ এই ভিক্ষা চাই॥
আমি তবে যাই বাস, বাঞ্ছিয়া মনের আশ,
দিও কুল এ ঘোর অপারে।

এ যাতনা তোমা বই, কে জানিবে কারে কই,
মরি ঐ কটাক্ষ প্রহারে ॥
যে ছিল মনের সাধ, সে সাধে হইল বাদ,
কি প্রমাদ ঘটিল আমায়।
কি ক্ষণে বাড়ায়ে পদে, ডুবিনু বিরহ হ্রদে,
আতঙ্ক তরঙ্গে প্রাণ যায় ॥
যে দিকে নয়ন চায়, মন তাহে নাহি চায়,
হায়! হায়! কি দায় হইল।
না পাইনু ফলস্বাদ, নয়ন ঘটালে বাদ,
জন্ম আগে মরণ ঘটিল ॥
এ কথা বা কারে বলি, কে ভাবে আপন বলি,
ঘোর কাল অবিচারে ভরা।
নারীর সরল চিত, প্রাণপণে সাধে হিত,
পর-দুখে সদাই কাতরা ॥
এ দুখ সহিতে নারি, কুটিতে নাহিক পারি,
মরি মরি হই অবসান।
পলকে প্রলয় হয়, দহে অনঙ্গে হৃদয়,
চিত হয় চিতাসম জ্ঞান ॥
উহার কটাক্ষ বাণ, যেন বাণ পঞ্চবাণ,
বিন্ধিয়াছে না হেরি নিস্তার।
তুমি যদি কৃপাকণ, কর মোরে বিতরণ,
নচেৎ দেখি প্রাণে বাঁচা ভার ॥
ধনি কহে বিপ্রসুত, হয়ে এত গুণযুত,
অধৈর্য্য হইলে কি কারণ।

জান না কি সবে বলে, সবুরেতে ম্যায়া ফলে,
ধৈর্য্যপাশে বান্ধ তব মন ॥

বিপ্রতনয় সহচরীমুখে অভূত-পূর্ব্ব বিনোদিনীর কুল-পরিচয় আনুপূর্ব্বিক পরিজ্ঞাত হইয়া সাতিশয় চিন্তা-তরঙ্গ-নীরে নিমগ্ন হইলেন এবং কোন ক্রমে আপন আন্তরিক বেগরাশি সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইলেন; সুতরাং কি করেন; ঈদৃশ মনোজাগ্নি সহচরী দ্বারা নির্ব্বাণ করণাভি-প্রায়ানুবন্ধে তাহাকে ভূয়সীমিনতি করিয়া পরিশেষে বিদায়ানু-মতি প্রদান করিলেন। সখীও আপন শ্রমের সার্থকতা লাভ জ্ঞান করত প্রিয়-সখীর প্রিয়কার্য্য সুসিদ্ধ বিষয়ে এক প্রকার কৃতনিশ্চয়া হইয়া নানামত প্রবোধ প্রবন্ধে বিপ্রতনয়ের সান্ত্বনা সম্পাদন পুরঃসর স্বীয় সখীর সন্নিধানে গমন করিলেন।

তখন দ্বিজাত্মজ হতবুদ্ধি হইয়া যেন পাষাণনির্ম্মিত পুত্তলি-কার ন্যায় নিমেষশূন্য লোচনে সেই দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদনন্তর জ্ঞানদা প্রিয় সখীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখি বিনোদিনি! তুমি আমার নিকট আর অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করিও না। আমি তোমার সন্নিধানে প্রতিশ্রুত হইলাম, যে প্রকারে তোমা-দের মিলন হয়, এরূপ সদুপায় অনুধাবন করিব। অধুনা তোমার হৃদয়স্থিত অকিঞ্চিৎ কর প্রজ্জলিত বিরহাগ্নি আশা সলিলে নির্ব্বাণ করিয়া ভবনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন কর। জ্ঞানদা এবম্বিধ নানামত সান্ত্বনা বাক্যে প্রিয় সখিকে লইয়া গমন করিলেন।

বিপ্রতনয়ও তদ্দর্শনে আপন আবাসভবনে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু যাইবেন কি, উভয়েই উভয়ের রূপ সন্দর্শন করিয়া একেবারে বিমোহিত ও হতজ্ঞান হইয়াছেন ; সুতরাং প্রতিপদেই পরস্পরের পদস্খলন হইতে লাগিল।

বিপ্রতনয় এবম্বিধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকায় যেন কত উদাসীন-ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল।

এইরূপে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ উভয়ের ব্যবধান অনুস্থচন হওয়ায় বিনোদিনী ভাবী বিরহ অকুলা হইয়া নিস্তেজ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রমশঃ অবসন্না হইয়া সরোবর-সন্নিহিত তরুতলে অভিনব তৃণোপরি হেমলতার ন্যায় ক্রমে শয়না হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সুবিমল অঙ্গসৌষ্ঠব বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর তদবস্থায় নিপতিতা হইয়া তিনি অঙ্গাভরণ নিকর আপন শরীর হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক অদূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জ্ঞানদা পুনরায় সেই শরীরভূষণ সকল একত্রিত করিয়া একে একে তাঁহার অঙ্গে পরিধান করাইবার উদ্যোগ করাতে বিনোদিনী আপন ভুজলতায় সহচরীর গলদেশে ধারণপূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "আ! কি কর। সখি জ্ঞানদে" তুমি আর অনর্থক আমাকে কণ্টকাবলিতে আবদ্ধা করিও না। তুমি কি দেখিতেছ না ঐ অঙ্গাভরণ এতক্ষণ আমাকে প্রবিদ্ধ-শরীর কণ্টকের ন্যায় গাত্রজ্বালা সম্পাদন করিতেছিল? ঐ সমস্ত আর আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আপনার নিকট রক্ষণ কর। এক্ষণে পিপাসায় আমার কণ্ঠ একেবারে পরিশুষ্ক হইয়া যাই-

তেছে। তুমি ত্বরায় সরোবর হইতে আমার নিমিত্ত অঞ্জলিপূর্ণ বারি আনয়ন কর। আমি পান করিয়া অসহ্য তৃষ্ণা শান্তি করি।

জ্ঞানদা এইরূপ পাইয়ে আদেশ।
ত্বরা করি সরোবরে গিয়ে অবশেষ॥
অঞ্জলি পূরিয়ে বারি মুখে আনি দিল।
তাহা পানে তৃষ্ণা তার বাড়িয়ে উঠিল।
বিরহ-পিপাসা কভু বারিতে না যায়।
মনোমত রূপ-নীর হইলে নিবারে॥
অতঃপর বিনোদিনী বুঝায়ে সখীরে।
ধরা হতে ধোরে তারে তোলে ধীরে ধীরে॥
নানামত বুঝাইয়া সখীরে তখন।
বলে ক্ষান্তা হও ধনী করো না এমন॥
বদন সরোজ তব জিনিয়ে কমল।
মলিন হয়েছে তাহে পড়েছে কুন্তল॥
আমার বচন শুন না করিও খেদ।
তোমার মনের দুঃখ হইবে উচ্ছেদ॥
ক্ষণকাল তরে সখি থাক সহ্য করে।
দুখ অন্তে সুখ হয় জানে পরাপরে॥
আশ্বাস পাইয়ে ধনী মনেতে সহসা।
ধরাশয্যা পরিহরে পাইয়ে ভরসা॥
অমিয় বচনে পরে সখীরে কহিল।
তব বাক্যে মনে সখি প্রবোধ মানিল।

তুমি যদি ঘটাইতে পার ঐ জনে।
চিরদিন কেনা রব তোমার সদনে ॥
মনঃপ্রাণ ওই জনে সঁপেছি নিশ্চয়।
করোগো উচিত বিধি বিহিত যা হয় ॥
জ্ঞানদা শুনিয়া বলে এ নয় আশ্চর্য্য।
চল চল গৃহে চল ধর ধর ধৈর্য্য ॥
এত বলি সখীসহ চলে যায় ঘর।
নাগর হেরিয়ে হয় ব্যথিত অন্তর ॥
পথিমধ্যে জ্ঞানদা করে দরশন।
দুজনে দোঁহার রূপ করে বিলোকন ॥
দোঁহার কটাক্ষবাণে মোহিত দুজনে।
জ্বর জ্বর হইতেছে অন্তর দহনে ॥
হেন কালে ঈষদ্বেগে পবন উঠিল।
অঙ্গে নাহি রহে বস্ত্র প্রমাদ ঘটিল ॥
এক করে ধরে ধনী অঙ্গের বসন।
আর করে পয়োধরে চাপে ঘন ঘন ॥
অধোমুখী মৌন মনে ফিরিয়ে না চায়।
পলকে পলকে যেন মারেরে নাচায় ॥
যে টাট ঠমকে ধনী করিল গমন।
সে গমনে লজ্জা পায় মরাল বারণ।
অপাঙ্গেতে যুবা প্রতি করে দরশন।
নয়নে নয়ন হলে ফিরায় বদন ॥
এই রূপে সখীসহ গেল নিজবাসে।
যুবা যেন ব্যাধ সম ভ্রমে মৃগী আশে ॥

থাইয়ে আপন বাসে ভাবে মনে মন।
কি রূপে তাহার সনে হইবে মিলন॥
সেই রূপ সমরূপ না হেরি নয়নে।
দরশনে দহে হৃদি যাহার কারণে॥
যেইক্ষণে তার সনে হলো দরশন।
সে অবধি মন প্রাণ হলো উচাটন॥
রয়ে যায় বৃথা হায়! বুঝি তার আশ।
বিলম্বেতে পাছে রাহু করে তারে গ্রাস॥
কিম্বা যদি ফণী তাহে করে দরশন।
মণি ভ্রমে লয়ে তায় করিবে গমন॥
হায়! হায়! প্রাণ যায় কি করি উপায়।
কেমনে ধরিব প্রাণ না হেরে তাহায়॥
অসম্ভব কোন্ ভাবে হবে সংঘটন।
কেমনে গগনে শশী করিব ধারণ॥
যাহারে বরেছে ধনী ভাগ্য মানি তার।
তুলনা নাহিক যার রমণী মাঝার॥
পরাভব মার যার কটাক্ষের শরে।
কেমনে তাহারে হেরে নরে ধৈর্য্য ধরে॥
বিমল লাবণ্য ছটা জিনি চারু শশী।
হেরে যারে মন নাহি মানে জ্ঞান অসি॥
ভ্রূব ভাব ভঙ্গী হেরি জ্ঞান হরে যায়।
লুকায়ে রেখেছে ধনী কামধেনু প্রায়॥
ভাবিয়া তাহার রূপ তনু হল ক্ষীণ।
গৃহে নাহি যাব আর হব উদাসীন॥

সেই ধনী বিনে প্রাণে নাহি প্রয়োজন।
প্রবাসে তাহার আশে ত্যজিব জীবন॥
দাস বলে কালি যদি কৃপা নেত্রে চান।
তবেত আশার পাশে বান্ধিব পরাণ॥
শুনিয়া "নবীন" কহে শুন রস রায়।
কালিনাম সিদ্ধ কাম আগমেতে গায়॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপ্রতনয় এইরূপ বিরহাকুল হইয়া সেই প্রতাপহারিণী অসুলভ-রূপ-লাবণ্যবতী চিত্রাঙ্গিণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপন চিত্ত-পটে বিচিত্রিত করিয়া তদ্‌গতচিত্তে যেন'কোন পরমারাধ্য দেবতার প্রীতিপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষী ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় আত্মপ্রপঞ্চ হইয়া তাহারই সুললিত প্রতিমা-শশী একান্ত মনে অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তদীয় বহিরিন্দ্রিয়-নিকর বিরহ-প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক স্বভাব-সিদ্ধ নিয়ম-নিচয় দিন দিন উল্লং-ঘিত হইয়া একবারে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এমন কি, কোন দিবস তন্নামামৃত মাত্র পানেই তাঁহার দিনাতিবাহিত হইয়া যাইত। বিনোদ এইরূপে বিয়োগপ্রভাবে ক্রমশঃ বিবোধ ও বিহ্বল হইয়া সেই বিপ্রোষিত স্বজন-বান্ধব-বিহীন স্থানে জাগ্রভাবস্থায় মধ্যে মধ্যে স্বপ্নোত্থিত দর্শনের

ন্যায় বিবিধ ভয়াবহ বিপ্রালাপ দ্বারা চমকিত ও চপলচিত্ত হইতে লাগিলেন এবং কখন বা বিবেকের উদয় হওয়াতে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন যে, না জানি জনক জননী প্রভৃতি পরমপূজ্য আত্মতন্ত্রের প্রবন্ধ নিবন্ধনে ভূয়সী নীতি গর্ভ বাক্য উপেক্ষা করণ জন্যই বুঝি আমাকে প্রধূপিত হইতে হইতেছে। সে যাহা হউক. এক্ষণে হৃদয়স্থিত অভি-লাষে নিরাশ হইলে এই অকিঞ্চিৎকর ক্লেদপূর্ণ ভারাক্রান্ত প্রপঞ্চিত কলেবর বস্তুতঃ অনশনেই পরিশেষ করিব।

বিপ্রতনয় এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সেই অনিবার্য্য বিরহাগ্নি মিলন-সলিলে নির্ব্বাণ করিবার কোন উপায়ান্তর উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া পরি-শেষে প্রতিকারসাধ্য দেব-সাধনায় কায়মনে অনুরক্ত হইলেন।

এ দিকে বিনোদিনীও বিরহ-বেদনায় নিতান্ত অধীরা হইয়া অহর্নিশি বিনোদের মোহন মূর্ত্তি স্মরণ করত ক্রমশঃ শীর্ণকলেবরা হইতে লাগিলেন। একদা প্রদোষ সমুপস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। পরি-শেষে কোন ক্রমে আপনার আন্তরিক বেগরাশি সম্বরণ করিতে না পারিয়া দ্রুতবেগে আপন প্রিয় সহচরী জ্ঞানদার নিকট-বর্ত্তিনী হইলেন এবং সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিয়া মনোবেদনা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সখি! বুঝি সর্ব্বনাশী শর্ব্বরী আমার প্রাণানিল ভক্ষণ করিবার অভি[illegible] [illegible]স্থক ভুজ-ঙ্গিনীর রূপ ধারণ করিয়া সমাগমন [illegible] ই. কথা বলিয়া পূর্ণচন্দ্রের প্রতি আপন অঙ্গুলি [illegible] হইলেন,

সখি! উনিই বুঝি সেই ভুজঙ্গিনীর শিরোরত্ন হইবেন।আহা! সখিরে! তুমিও কি আমায় বিশুদ্ধ বাক্যশ্লেষে বিমুগ্ধা করিয়া রাখিলে? আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখ দেখি; সেই যুবা পুরুষের বিরহানল মদীয় হৃদয়-কাননে ভূভৃদের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্তঃকরণকে অহর্নিশি বিদগ্ধ করিতেছে। সখি! এই অনিবার্য্য মনোবেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার অন্য কোন সদুপায় লক্ষিত হইতেছে না। এই অন্তক-রূপী অন্ত-র্জ্বালা বুঝি অন্ততঃ অন্তর্জ্জলিতেই অবসান প্রাপ্ত হয়। হায়! এক্ষণে আমার জীবনসত্ত্বে কোনরূপ উপায় অনুধাবন করিতেছ না; পরিশেষে ঈদৃশী মনোবেদনায় প্রাণান্ত হইলে আর উপায়ান্তরে কি ফল দর্শিবে, শুষ্ক তরু কি কখন বারিদানে মুঞ্জরিত হয়? না তৃষিত চাতকিনী পিপাসাপ্রভাবে বিগতপ্রাণ হইলে মেঘমালার উদয় দেখিয়া নীরাশায় পুনর্জ্জীবিতা হইয়া আকাশমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে? না কি অকালের বর্ষণে কোন ফলোদয় হয়? আহা সখি! তোমার অন্তঃকরণে কি করুণার লেশমাত্র নাই? তুমি কি আমাকে ঈদৃশী দুঃসহ যন্ত্রণাভোগিনী করিবে বলিয়াই ইতিপূর্ব্বে সান্ত্বনা বাক্যে প্রতি-নিবৃত্তা করিয়াছিলে? নতুবা আমার এরূপ অবসেয় অবস্থা বিলোকন করিয়া কি প্রকারে এখনও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? তুমিত আমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধা আছ। এক্ষণে তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া একপ্রকার ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ। যাহা হউক, এক্ষণে মদীয় হৃদযব্রণ দূরীভূত করিতে আশু প্রযত্ন-শীলা হও, নতুবা আমার প্রাণরক্ষার আর উপায়ান্তর দেখি-তেছি না। তুমিত তাঁহার নাম ধাম প্রভৃতি সকলই বিদিত

আছ। এক্ষণে যাহা বলি শ্রবণ কর। আমি সেই যুবা পুরুষের নিকট প্রেরণ জন্য একখানি অভিলেখন সুসম্পন্ন করিয়াছি। তুমি ত্বরায় পত্রিকা খানি লইয়া তৎসন্নিধানে গমন কর। দেখ দেখি, ইহাতেই বা তিনি কি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এতচ্ছ্রবণে জ্ঞানদা অতিশয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে আপন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করণজন্য কহিলেন, সখি! দেখ, সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া একপ্রকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যাহা হউক তুমি কিরূপ প্রণালী প্রবন্ধে লিপি প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে।

ইহা শুনিয়া "বিনোদিনী কহিলেন" সহচরি! তবে শ্রবণ কর।

শু—ন ওহে গুণসিন্ধো কবি নিবেদন।
ন—ব ঘন রূপে মম ভুলেছে নয়ন॥
ও—হে প্রাণ কর ত্রাণ না পারি সহিতে।
হে—নেছ কটাক্ষ বাণ অবলা বধিতে॥
কৃ— পা করি প্রাণেশ্বর দেহ প্রাণ দান।
পা—ব কর প্রেম নীরে যায় প্রাণ প্রাণ॥
ধা—রণ করিতে প্রাণ হয়েছি অক্ষম।
(১) ম—নাগুণে সদা চিত জ্বলে চিতা সম॥
বি—ন্দু মাত্রাধর-সুধা দিয়া হর জ্বালা।
নো—পস্থাতা থাকিলে হে মরিবেক বালা॥
দি—ন দিন তনু ক্ষীণ বিরহে তোমার।
নী— রহীন হয়ে মীনে প্রাণেবাঁচা ভার॥

ম—ন প্রাণ অবলার করিলে হরণ।
ম—রি হায়! প্রাণ যায় দেহ দরশন॥
না—রী হে সহিতে নারি দহিছে অনঙ্গ।
(২) ম—রি হে দংশেছে হৃদে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ॥
ভ—ব প্রেম-সিন্ধু-নীরে না জানি সাতার।
প—ল নাথ তোমা বিনে কে করিবে পার॥
আ— কুল হতেছে প্রাণ ঝোরে দুনয়ন।
শে—ষ হোলে প্রাণানিল দেবে কি দর্শন॥
আ—মারে বিপক্ষ পিক আর পোড়া শশী।
ছে—দ করে প্রেমাঙ্কুর হুতাশেরে অসি॥
প্রা—ণেশ্বর তব রূপে নাহি পাই সীমা॥
(৩) ণ—কার অতীত তব গুণের গরিমা॥
দে—খ প্রাণ রেখ মান ঠেলনা চরণে।
থা—ক্ হলো মম হৃদি বিরহ বেদনে॥
দি—বা নিশি স্মরি তব চরণ যুগল।
লে—খনী না সরে আর বর্ণিতে সকল॥
পা—ব কর হৃদীশ্বর যৌবন সঙ্কটে।
ই—চ্ছা বটে মনে কিন্তু যদি ঘটে ঘটে॥
ত্রা—হি নাথ মোর কিরা আসিবে সত্বরে।
ণ—স্বরূপা সরি পাতি পাঠাই গোচরে॥

শুন ওহে রসময়, এ দাসীর পরিচয়,
আদ্যক্ষরে লিখিনু বিশেষ।
নাশিতে দাসীর প্রাণ. করেছ কি অনুমান,
নাহি তব দয়া ধর্ম্ম লেশ॥

অবলা পাইয়ে মোরে, বান্ধি অনুরাগ ডোরে,
মন চুরি করি পলাইলে।
একি দেখি অবিচার, নাহি কর প্রতিকার,
পুন আর দেখা নাহি দিলে॥
জ্বলে চিতে হুতাশন, নাহি হয় নিবারণ,
প্রাণধন এখন কি করি?।
নাহি বল কটিতটে, বল যুক্তি যেবা ঘটে,
অহে নাথ নৈলে প্রাণে মরি॥
বুঝিলাম গুণনিধি, তোমারে গড়িল বিধি,
নিদারুণ পাষাণ সমান।
আমি হে অবলা নারী, এ দুখ সহিতে নারি,
তব লাগি হই সমাধান॥
দুস্তর প্রেম পাথার, কেমনে হইব পার,
অনিবার আঁখিনীরে ভাসি।
ভাঙ্গিল আশার হাল, ছিঁড়িল লজ্জার পাল,
হুতাশ পবন রূপে আসি॥
সাগরে তুফান উঠে, হৃদয় তরণী টুটে,
আকুলায় কূল মেলা দায়।
কাণ্ডারী বিহনে তরী, কি প্রকারে রক্ষা করি,
জীবনে জীবন বুঝি যায়॥
তুমি হে রসিক রাজ, হৃদয়ে করি বিরাজ,
পার কর প্রেমের তরঙ্গে।
পড়েছি হে ঘোর দায়, সব হেরি নিরুপায়,
কুলবালা মরি হে অ.....ঙ্গে॥

ভাসায়ে দুখের জলে, অনায়াসে গেলে চলে
অবলারে অনাথি করিয়ে।
নাথ বিরহে তোমার, জ্বলে চিত অনিবার,
আছে প্রাণ তোমারে স্মরিয়ে॥
হয়ে সখা কর্ণধার, বিরহ সলিলে পার,
পার প্রাণ অনাসে করিতে।
লইতে নারীর ভার, কি ভার বলো তোমার,
নারি আঁর এ দুখ সহিতে॥
ওহে নাথ দয়া করে, দেখা দিও হে সত্বরে
অবলারে বঞ্চনা করো না।
বাঞ্ছা অধীনীর মনে, তব সহ সংগোপনে,
পূরাইব মনের বাসনা॥
তব আশাপাশে প্রাণ, বাঁন্ধিয়াছি প্রাণ প্রাণ,
নতুবা হইত অবসান।
বিরহে হল বিকার, ঝোরে আঁখি নীর ধার,
নাশিবারে এ দাসীর প্রাণ॥
না হেরিয়ে দুখ যত, লিখিয়ে জানাব কত,
অনুভবে যেন মহাশয়।
শুন ওহে প্রাণেশ্বর, অধীনীরে কৃপা কর,
নিবেদন এই রসময়॥
বলিছে নবীন কালী, করিলি লো হাড় কালী,
ছি! ছি! ম্যানে অবাক হইনু।
ভাল লোক চলাইলি, নারী কুলে লজ্জা দিলি,
বিপরীত তোর যে হেরিনু॥

অকপটহৃদয়া জ্ঞানদা স্থিরচিত্তে এই সমস্ত বিয়োগসূচক প্রণালী প্রণিধান পুরঃসর শ্রবণ-গোচর করিয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! এরূপ কদর্য্য ও বিগর্হিত বর্ম্মের অনুগামিনী হওয়া কুলবালার পক্ষে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; অতএব এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যদৃচ্ছা কদাচার-সঞ্জাত অকিঞ্চিৎকর সুখ-সম্ভোগ-লালসা হইতে বিরতা হও। জ্ঞানজাত সলিলাভিষেক দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত ভ্রম-রূপী মৃগতৃষ্ণিকার শান্তি কর; মনু প্রভৃতি সুবিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন, স্ত্রীজাতির পতি অপেক্ষা মহাগুরু সংসারে আর কেহই নাই। যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া ইহলোকে সারপদার্থ স্বামী-রত্নকে উপেক্ষা করে, তাহাকে পরিণামে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়। যাবতীয় বহুমূল্য রত্ন অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতি-রত্নই অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। পতিপরায়ণা স্ত্রী সকলপ্রকার আয়াসসাধ্য কঠোর সাধনাকারিণী নারী অপেক্ষা অধিক ফল-ভোগে কৃতকার্য্যা হন; পরন্তু তোমার সম্যক্ অভিজ্ঞান সত্ত্বে ঈদৃশী ব্যভিচাররূপ বৈপরীত্যাচরণে অনুরক্তি প্রকাশ করা নিতান্ত অপকৃষ্ট-প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জনসমাজে অবজ্ঞাস্পদ ও বিনিন্দিতা হইয়া জীবন ধারণ করা বিফল। আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি তোমার পরিচারিকা। যখন যেরূপ আদেশ করিবে, আমাকে তাহাই প্রতিপালন করিতে হইবে; কিন্তু কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক। আর দেখ, তোমার জননী একে ত সাতিশয় শোকাতুরা, তদুপরি

তাহাকে কোনপ্রকার মনোবেদনা দেওয়া উচিত হয় না। বিনোদিনী সখীমুখে এই সমস্ত বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক অধীরা হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, সখি! তুমি যেরূপ বারম্বার আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ, তাহাতে আমি এই দণ্ডে তোমার সমীপে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

অনন্তর জ্ঞানদা উভয় সঙ্কট বিবেচনা করিয়া অগত্যা বলিলেন, সখি! তবে পত্রিকাখানি আমার হস্তে প্রদান কর। আমি এই দণ্ডে সেই স্থানে গমন করিব। এই বলিয়া জ্ঞানদা আপন প্রিয়সখীর হস্তস্থিত পত্রিকাখানি লইয়া দ্বিজাত্মজের নির্দ্দিষ্ট আবাসভবনে সমুপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন, তিনি তদীয় আবাসগৃহের অলিন্দসন্নিহিত একটি তরুতলে অভিনব তৃণশয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক আপনার কপোলপ্রদেশে কর সংস্থাপন করিয়া কোন নিগূঢ়চিন্তায় আসক্ত আছেন। তদ্দর্শনে জ্ঞানদা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা রহিলেন। অনতিবিলম্বে বিপ্রতনয় ঈষদুন্মীলিত নয়নে সহসা জ্ঞানদাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ কি? আমার ভ্রম হইল নাকি? হায়! সহসা ভ্রম হইবারই বা কারণ কি? এ যে সেই বিনোদিনীর সহচরীকেই ত সম্মুখে দেখিতেছি। যাহা হউক, বুঝি কৃপালু বিধাতার অনুকম্পায় এত দিনে অভাজনের আশালতা সুফলপ্রদায়িনী হইবে সন্দেহ নাই।

বিপ্রতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যগ্রচিত্তে বারম্বার সেই সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখি জ্ঞানদে! এই রজনীতে এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিযাছ; আমি এতক্ষণ তোমাদিগের চিন্তাতেই অনন্যমনা ছিলাম। তোমার প্রিয়সখী বিনোদিনী ত ভাল আছেন? ইহা শ্রবণমাত্র জ্ঞানদা দ্বিজাত্মজের হস্তে বিনোদিনীপ্রদত্ত পত্রিকা খানি সমর্পণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার ভর্ত্রীদুহিতা শারীরিক ভাল আছেন বটে, কিন্তু যে নিমিত্ত এই নিশিভাগে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, পত্রিকা দৃষ্টে তৎসমস্তই অব গত হইতে পারিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বিপ্রতনয় ব্যস্তচিত্তে তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকাখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একবারে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এব পরিশেষে কহিলেন, সখি জ্ঞানদে! তুমি যে নিমিত্ত আমা নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা তোমার প্রিয়সখী বিনোদিনীর কোমল হস্তাক্ষর দৃষ্টি-গোচর করিয়া সুচারু রূপে বিদিত হইলাম যাহা হউক, পুনরায় যে তোমাদিগের সন্দর্শন লাভ করিব এব তোমরা যে আবার অনুসন্ধান করিবে, ইহার আর কিঞ্চিন্মাত্র ভরসা ছিল না। জগদীশ্বর যে এই অভাজনের প্রতি প্রসন্না হইয়া পুনরপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন, ইহাতেই পরম চরিতার্থতা লাভ করিলাম, অতএব সহচরি! তুমি কিঞ্চিৎ কাল এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি অবিলম্বে তোমার প্রিয়সখী বিনোদিনীর পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি। এতচ্ছ্রবণান্তর জ্ঞানদা তথায় কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে বিনোদ আপন আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত

প্রবন্ধে বিনোদিনী প্রদত্ত পত্রিকার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

শুন ধনী চন্দ্রাননি দীনের বচন।
বিনোদ আমার নাম দ্বিজের নন্দন ॥
তব রূপ সরোবরে করি দরশন।
বড়বৈর প্রায় চিত্ত জ্বালায় মদন ॥
তব আশা-নীরে প্রাণ দেহ-রূপ তরী।
অকূলে ভাসিছে কূল দেহলো সুন্দরি ॥
নিরাশ তরঙ্গে হয় আতঙ্গ উদয়।
বিচ্ছেদ চড়ায় হৃদি বিদরণ হয় ॥
বিনা মূলে তব পদে বিক্রীত যে রয়।
তাহারে ভর্ৎসিতে প্রিয়ে উচিত না হয় ॥
তব প্রেমে সাক্ষী প্রাণ এই বিভাবরী।
ধর্ম্ম জানে তোমা বিনে অন্য নাহি স্মরি ॥
বিনা দোষে অনুযোগ কেন কর প্রাণ।
ভাবিযে তোমার ভাব হই অবসান ॥
নবীনা যুবতী প্রিয়ে তুমি বিনোদিনী।
তব রূপ হেরে সদা চঞ্চলা দামিনী ॥
লীলাবতী সমা তুমি সুপণ্ডিতা ধনী।
প্রাণের ঈশ্বরী তুমি রসিক রঞ্জনী ॥
নয়নে না হেরি হেন, সুরসিকা আর।
আহা! মরি মরি তুমি, প্রেমের আগার ॥

মানব কি ছার যত দেবতা কিন্নরে।
অচেতন হয় তব সুমধুর স্বরে॥
হেরে প্রাণ লিপি তব মনে বাড়ে প্রীত।
ললিত লাবণ্যে তব, আছিহে মোহিত॥
লইয়ে শরণ তব, ত্যজি পরিজনে।
দাস হয়ে রহি সদা, তোমার চরণে॥
আর যেবা বাঞ্ছা মনে শুন লো যুবতি।
তব সনে একাসনে, পূজি রতিপতি॥
তব প্রেম-তরু-ছায়া, তলে গিয়ে প্রাণ।
দারুণ বিরহ তাপে, পাব পরিত্রাণ॥
কেমনে সম্ভবে ধনি, তুমি কুলবালা।
পরেতে জানিলে পরে, দিবে কত জ্বালা॥
বিপক্ষ হে প্রতিবাসী, সাধিবেক বাদ।
অমূল্য প্রণয় ধনে ঘটাবে প্রমাদ॥
কি রূপে পাইব প্রিয়ে, তব দরশন।
তব মুখ সুধা পানে, যুড়াব জীবন॥
চঞ্চল হতেছে চিত, স্থির নাহি মানে।
কেমনে যাইব প্রিয়ে তব সন্নিধানে॥
বিচারিয়া দেখ মনে, সুচতুরা ধনি।
বিদেশী বলিয়া আমি, মনে সন্দ গণি॥
আর কি লিখিব প্রিয়ে, লেখনী না সরে।
বিরহ অনলে হৃদি জ্বর জ্বর করে॥
বিষাদ সরসী নীরে ভাসি অনিবার।
তোমা বিনা কার সাধ্য, কে করে নিস্তার॥

তোমার স্বরূপ-শশী, ভাবি নিশি দিন
সার করে তব নাম, তনু হল ক্ষীণ॥
দারুণ সন্তাপ-তাপে, তাপিত জীবন।
অনুগত জনে কর, কৃপা বরিষণ॥
শুন প্রাণাধিকা মম, এই নিবেদন।
দাস বলে রেখ মনে, করি আকিঞ্চন॥

বিপ্রতনয় উল্লিখিত ছন্দপ্রবন্ধে লিপি সমাপনানন্তর পত্রোপরি ভূয়সী কাকুতি পুরঃসর বিনোদিনীর নামাঙ্কিত করিয়া দিলেন, পরিশেষে সেই পত্রিকা খানি জ্ঞানদার হস্তে বিন্যস্তা করিয়া কহিলেন, সখি জ্ঞানদে! তোমার প্রিয়সখী বিনোদিনী ত অদ্যই আমাকে সত্বরে সাক্ষাৎ করিতে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু কি করি, এখন ত রজনী অধিক হয় নাই। তোমারও আর এ স্থানে অপেক্ষা করা উচিত নহে। কেন না তাহা হইলে তোমার প্রিয়সখী বিনোদিনী অতিশয় চিন্তিতা হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু আমিই বা কি প্রকারে তোমার প্রিয়সখীর সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইব, তাহাও বলিতে পারি না; অতএব এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি? সখি! এ বিষয়ের কোনরূপ সদভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া প্রার্থিতের মনোভিলাষ সুসম্পন্ন কর। বিনোদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে জ্ঞানদা যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর আবেদন করিলেন, মহাশয়! ঐ দেখুন, অদূরে রাজপথ দৃষ্টিগোচর হইতেছে; এক্ষণে তথায় নানারঙ্গে লোক বিচরণ করিতেছে

এবং দিক্‌চতুষ্টয় হইতে জনরবও শ্রবণগোচর হইতেছে। অনতি-বিলম্বে প্রায় লোকসমূহ সকলেই সুনিদ্রিত হইবে। এক্ষণে তথায় গমন করিতে গেলে যদি কোনরূপ অত্যাহিতই ঘটে; অতএব অদ্য আপনি নিশীথসময়ে ঐ সুপ্রশস্ত পথাবলম্বন পূর্ব্বক একেবারে আমাদিগের প্রিয়সখীর ভবনাভিমুখে গমন করিবেন।

অনন্তর তথায় উপস্থিত হইলেই তদ্‌গৃহের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী একটী সঙ্কীর্ণ পথ আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবে। সেই সুসঙ্কীর্ণ পথের আদিভাগের অব্যবহিত পরে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট দ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়া আমি তাহারই অন্তরালে অবস্থিতি করিব। আপনি মৃদুমন্দ পদসঞ্চারে তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার সাক্ষাৎ পাইবেন। পরিশেষে আমি মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়সখী বিনোদিনীর সন্নিধানে গমন করিব। বিনোদ জ্ঞানদার মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া পরম পুলকিতচিত্তে তাঁহাকে বিদায়-প্রদান করিলেন। জ্ঞানদা বিপ্রতনয়-প্রদত্ত স্বীয় প্রিয়সখীর পত্রিকার প্রত্যুত্তর লইয়া দ্রুতবেগে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে বিনোদিনী মধ্যে মধ্যে সন্নিহিত রাজপথে অন্যান্য পান্থগণের পদসঞ্চারধ্বনিতে জ্ঞানদাভ্রমে বারম্বার বাহিরে আগমন করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সখীর দর্শন না পাইয়া পুনরপি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পুরসরঃ কখন ধরায় কখন শয্যা-শায়িনী হইতে লাগিলেন। অধুনা তদীয় অন্তঃকরণ হইতে বিপ্রতনয়ের ভাবপরম্পরা অন্তরাল হওয়াতে কেবল জ্ঞানদা-রূপ মৃগতৃষ্ণিকায় অনুক্ষণ ভগ্নোৎসাহিনী হইতে লাগিলেন।

বিয়োগবিধুরা বিনোদিনী ক্রমে ক্রমে বিন্দুলুব্ধ চাতকিনীর ন্যায় প্রতিপলকেই আপনার প্রিয়সহচরীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; ইত্যবসরে জ্ঞানদাকে সম্মুখে নয়নগোচর করিয়া একেবারে উন্মাদিনীপ্রায় সহসা সখীকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন।

কি হলো কি হলো সখি, কি হলো কি হলো?।
কি বলিল সে নাগর, কেবলি তা বল॥
অন্য কথা প্রসঙ্গেতে, নাহি প্রয়োজন।
কেবলি বলহ কিবা, বলিল সে জন॥
প্রাণ যায় হায়! হায়,! যাহার কারণে।
কেমনে রহিব গৃহে, সে জন বিহনে॥
অবলার প্রাণে আর, জ্বালা কত সয়।
না জানি সে জন হবে, কতই নিদয়॥
আর কি দেখ গো সখি, হইল প্রাণান্ত।
সে জন বিহনে প্রাণে, নাহি মানে শান্ত॥
শুনিয়া জ্ঞানদা তাহা কহিছে তখন।
ক্ষান্ত হও বিনোদিনী করো না রোদন॥
বেশ ভূষা অঙ্গে তব কর পরিধান।
আজি হবে তব মন-দুখ অবসান।
এই লও প্রিয়সখি, লিপির উত্তর।
ক্ষণেক ধৈরয ধর, আসিবে নাগর॥
এত শুনি হয়ে ধনী, হরষিতমন।
বিনাইয়ে বিনোদিনী কহিছে তখন॥

কামিনী-কুমার।

আমার মাথার কিরে, কুরোনা বঞ্চনা।
কেমনে আসিবে নাথ, বলনা বলনা॥
লিপির উত্তর হেরি, হইল ব্যাকুল।
বিকসিত হল তার, প্রেমের মুকুল॥
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, যেন বরিষণে।
আনন্দসলিল-পূর্ণ, হল দুনয়নে॥
অতঃপর বিনোদিনী, সখীরে কহিল।
পত্রপাঠে মনে মম, প্রতীতি হইল॥
মোর লাগি প্রাণনাথ, দহে অবিরত।
বিনা দোষে অনুযোগ, করেছিনু কত॥
অপরাধ প্রচুর হয়েছে, পদে পদে।
জ্ঞানশূন্য হয় লোকে, আসন্ন বিপদে॥
অকপট প্রেম তুমি, সাক্ষ্য তারাপতি।
সে জন বিহনে মোর, নাহি অন্য গতি॥
ইথে যদি ছার কুলে, ছাই দিতে হয়।
দিবানিশি হেরে তাহে, যুড়াব হৃদয়॥
সত্য বটে যে কথা, লিখেছে রসময়।
পাছে কোন পোড়া লোকে, ব্যাঘাত ঘটায়॥
সে যাহক্ সহচরি, বলি গো তোমায়।
এ কথা গোপনে রেখ প্রচার না হয়॥
জ্ঞানদা বলিল সখি বলিও না আর।
তোমার অধিক জেন, সংশয় আমার॥
ব্যাপিকা হইতে বাকি, রাখিলে কি ধনি।
মিছে আর কেন ভয়, কর গো সজনি॥

তব প্রেম দায় মোর, সমুচিত দায়।
বিধি জানে সত্য মিথ্যা, অন্য কব কায়॥
কহিয়া এসেছি তারে, যতেক সঙ্কেত।
শুন ধনি " বিনোদিনি " না করিহ খেদ॥
তোর বিরহে তার, ব্যথিত অন্তর।
বিস্তর কহিল রায, আমার গোচর॥
তব প্রেমে অনুরাগী, হয়ে সেই জন।
তোমার ধ্যানেতে রত, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সকলে নিদ্রিত হলে, নিশীথ সময়।
আসিবেন পূর্ব্বদ্বারে, জেনহ নিশ্চয়॥
থাকিতে সে দ্বারদেশে, কহিল আমায়।
গোপনেতে তব পাশে, আনিব তাঁহায়॥
এত শুনি জ্ঞানদায, কহে বিনোদিনী।
মন ভাগ্যদোষে যদি, ফিরে যান তিনি॥
কৃপা করি মোরে যদি, মিলাইল বিধি।
বিলম্ব হইলে পাছে, হারাই সে নিধি॥
সাধনের ধনে পাছে, হই গো বঞ্চিত।
সেই ভয়ে তনু মোর, হতেছে কম্পিত॥
যেরূপ সঙ্কেতে সখি, হইবে সাক্ষাত।
দেখ যেন কোন মতে, না হয় ব্যাঘাত॥
বিলম্ব করো না সখি যাহ শীঘ্র করে।
প্রাণেশ্বরে আনি দেহ, ধরি তব করে॥
এইরূপেতে জ্ঞানদা আদেশ পাইয়া।
দ্বারদেশে আশাপথ, রহেন চাহিয়া॥

ধনী কহে বিনোদিনী, ব্যস্ত কি কারণ।
ঐ দেখ আসিতেছে, তব প্রাণধন॥

যথাকালে দ্বিজাত্মজ জ্ঞানদাবিনির্দ্দিষ্ট দ্বারপ্রদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে তদন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে জ্ঞানদা তদানীন্তনকালোপযোগী সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, আসুন্ মহাশয়! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হউন্। এই যে অধীনী ভবদীয় আগমনপ্রত্যাশাপঙ্ক নিরীক্ষণক্রিয়া এই দ্বার-দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু প্রিয়-সখী ভবদীয় বিরহে ঈদৃশী ব্যাকুলা যে, অহর্নিশি আপনার নাম প্রভৃতি নিখিল গুণকীর্ত্তনই অধুনা তাঁহার জীবনস্বরূপ হইয়াছে; অতএব মহাশয় আসুন্, এক্ষণে আমরা তাঁহার সন্নিধানে গমন করি। আপনি আমার অনুবর্ত্তী হউন্ এই বলিয়া জ্ঞানদা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিপ্রতনয়ের অগ্র-বর্ত্তিনী হইয়া বিনোদিনীর শয়নমন্দিরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে বিয়োগবিধুরা বিনোদিনী একান্তমনে প্রতিপলকেই প্রাণকান্তের আগমনপথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পঙ্কজনী যেরূপ প্রভাকরবিরহে ক্রমশঃ নিষ্প্রভা ও অবসন্না হইতে থাকে, সেইরূপ কান্তাকাঙ্ক্ষিণী বিনোদিনীর নয়ননলিনসঙ্কোচন-সুকোমল বদন সুধাংশু দ্বিজাত্মজের বিরহে ক্রমশঃ মলিন হইয়া আসিতেছিল। ইত্যবসরে জ্ঞানদা বিপ্রসুত সমভিব্যাহারে তদগৃহে প্রবিষ্টা হইবামাত্র শরৎসুধাকর সদৃশ সহসা বিনো-দিনীর অধর-অন্তরীক্ষে হর্ষজনিত সমুজ্জ্বলপ্রভা প্রকাশ পাইতে

লাগিল। অনন্তর বিনোদিনী যেন কত চিরপরিচিতের ন্যায় নির্নিমেষে-লোচনে হৃদয়বল্লভের আপাদ মস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নারীস্বভাব বশতঃ যাব-তীয় বিয়োগশোচনবেগ সম্বরণ করিয়া যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভান করিয়া বাক্যকৌশলে সহচরীকে সহাস্যে কহিলেন, কি সখি! এই ঘোর রজনীতে এখানে কি মনে করে? ইনি কে? সহচরি! তোমার প্রাণবল্লভ নাকি? ইহা শ্রবণ করিয়া [illegible]াস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন,—

কেন প্রিয়ে হেন বাণী, বল অকস্মাৎ।
এ যে দেখি বিনা মেঘে হয় বজ্রাঘাত॥
হেন বাক্য বাণে কেন, দহিলে অন্তর।
তব প্রেমে ব্রতী আমি, জেন নিরন্তর॥
যে দুখ পায়েছি প্রাণ, থাকিয়ে অন্তরে।
সতত সে সব মম, জাগিছে অন্তরে॥
তব প্রেম তরুতলে, দিয়ে স্থানদান।
বিরহ ভাস্কর-করে কর পরিত্রাণ॥
হও প্রাণ কল্পতরু, পূরাইতে আশ।
নিজ গুণে অভাজনে, করুণা প্রকাশ॥
সরোবরে দিয়ে দেখা, মন প্রাণ হরি।
বিস্মৃতা কি হলে মোরে, ওহে প্রাণেশ্বরি॥
মম ভাগ্যদোষ প্রিয়ে, দোষ তব নয়।
সেই হেতু ভ্রম তব, হইল উদয়॥
নিজ দাসে কে কোথায়, অন্যে করে দান
বলিয়ে সখীর সখা, মোরে হলো জ্ঞান॥

কামিনী-কলঙ্ক।

যে ভাবে ছিলেম বসে, শুন প্রাণেশ্বরি।
স্বচক্ষে তা এলো দেখে, তব সহচরী॥
তব রূপ-সরোবরে, আমি প্রিয়ে মীন।
করিব আনন্দে কেলি, জীব যত দিন॥
ভরসা না ছিল মনে, শুন বিধুমুখি।
পুনঃ তব দরশনে হইব হে সুখী॥
বিধির কৃপায় যদি, হইল মিলন।
দয়া করি প্রেম ভিক্ষা, দেহ প্রাণধন॥
দুখ যত কব কত, কারে বা জানাই।
তোমা বিনে অন্যে কারে, দিবরে দোহাই॥
বিরহ আগুনে প্রিয়ে, দহে কলেবর।
প্রেমসুধা বরিষণে, মোরে স্নিগ্ধ কর॥
প্রণয় পরম ধনে, করো না বঞ্চিত।
আমি তব প্রেমদাস, জেনহ নিশ্চিত॥
ধনী কহে ওলো ধনি, ভুল না কথায়।
সাধিতে আপন কার্য্য, সবে ধরে পায়॥

বিনোদিনী অতঃপর, সম্ভাষিত প্রাণেশ্বর,
ধরাসন ত্যজিয়ে তখন।
বসাইতে সে নাগরে, সখীরে ইঙ্গিত করে,
আনিবারে বিচিত্র আসন॥
মুছে আঁখিনীরধার, নাথে কহে বারম্বার,
প্রাণেশ্বর আছ ত হে ভাল।

পেয়েছি যতেক দুখ, হেরিয়ে তোমার মুখ,
সব আজি বিমানে লুকাল॥
ভাগ্যবল ছিল যেই, দরশন পেনু তেই,
প্রাণনাথ তব শ্রীচরণ।
নতুবা দুখসাগরে, ভাসিতাম নিরন্তরে,
তব আসা আশারি কারণ॥
জানিয়াছি প্রাণেশ্বর, তুমি সেই নটবর,
কেন ভ্রম হবে রসময়।
দারুণ কটাক্ষবাণে, নাশিতে অবলা প্রাণে,
মনে কি হে, না কর সংশয়॥
বড় যে কঠিন প্রাণ, পাষাণ সমান জ্ঞান,
ছিল তাই তব আশা চেয়ে।
ভাল দেখা দিয়েছিলে, ভাল প্রাণে দাগা দিলে,
অনাথিনী অবলারে পেয়ে॥
এই রূপে কত ধনী, মজায়েছ গুণমণি
মজাও বল প্রাণধন।
প্রকৃতি না গড়ে বিধি, পুরুষ গড়িত যদি,
জানাতাম মনের বেদন॥
ভাল ভালবাসা প্রাণ, শিখেছ হে গুণধাম,
কিছুকাল মনেতে রহিবে।
যা হবার মোর হল, ভাবে বুঝিনু সকল,
আর কেবা ও ছলে ভুলিবে॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপ্রতনয় ও বিনোদিনী উভয়ের এইরূপে কথোপকথন হইতেছিল, ইত্যবসরে জ্ঞানদা তাহাদিগের নানাপ্রকার শুশ্রূষাকরণানন্তর পরিশেষে উভয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে বিনোদিনী কহিলেন, কি সহচরি! এত ব্যস্তা কেন? ভাল, তবে তুমি এক্ষণে গমন কর। আর অনর্থক যামিনী জাগরণে প্রয়োজন নাই। জ্ঞানদা এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আপন শয়নাগারে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বিপ্রতনয় বিনোদিনীমুখে এবম্বিধ বিরহানুরাগ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রেয়সি! আর বারম্বার তদীয় বাক্যবাণে মাদৃশ আশ্রিতের অন্তঃকরণ বিদগ্ধ করিও না, নিজগুণে অধীনের অপ-রাধ ক্ষমা কর। অভ্যাগত অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ হওয়া দানপরায়ণের যুক্তিবিরুদ্ধ। আর অনর্থক চিত্ত-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সদয় হইয়া অভিলষিতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করত অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত কর। পুষ্পকেতনের ত্রিভুবন-বিজয়ী-অমোঘশরপ্রভাবে আমার হৃদয় অহর্নিশি বিদগ্ধ ও কলেবর কম্পান্বিত হইতেছে। এক্ষণে ত্বদীয় সুকোমল-কমল-শ্রেষ্ঠ-শীতলাঙ্গ স্পর্শন দ্বারা আমাকে স্নিগ্ধ কর। এতচ্ছ্রবণে বিনোদিনী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক লজ্জায় অবনতবদনা হইয়া বার-ম্বার হৃদয়বল্লভের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বিনোদ প্রণয়িনীর এইরূপ ভাব সন্দর্শন করত " মৌনং

সম্মতিলক্ষণং” জানিয়া একেবারে প্রেমপূর্ণ অন্তঃকরণে অনিবার্য্য প্রমত্ত বারণ সদৃশ বিনোদিনীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

আবেশে অবশ ধনী, পড়িল শয়নে।
ললিত হইল বাস, ঘন আলিঙ্গনে ॥
বুক্ ফাটে তবু লাজে, বদন না ফুটে।
কি করো বলিয়া নাথে, শিহরিয়া উঠে ॥
না জানি রস সরসী, কিবা রূপ হয়।
কেমনে হইব পার, মনে লাগে ভয় ॥
শুনেছি তরণী নাকি তুফান্ ধমকে।
তরঙ্গবারিতে পূরে, ঝলক্ ঝলকে ॥
সেই ভয়ে রসনা, নিরস রসময়।
দুরু দুরু কাঁপে উরু, দেখ মহাশয় ॥
শুনিয়া নাগর মনে, করিল সিদ্ধান্ত।
আবেশে জরিত ধনী, হয়েছে নিতান্ত ॥
হাসি হাসি যুবা কয়, শুন প্রাণধন।
অকারণে কেন শঙ্কা করলো এখন ॥
কেমন কাণ্ডারী আমি, দেখ ধীরে ধীরে।
তোমারে করিব পার, প্রেম সিন্ধু নীরে ॥
সত্য বটে সেই নীর, তরঙ্গে পূর্ণিত।
তাহাতে না ভয় প্রিয়ে, করলো কিঞ্চিৎ ॥
স্থির হয়ে থাক ধনি, মোর কথা রেখ।
সবুরে ফলিবে ফল, দেখ দেখ দেখ ॥

অরিত্র ধারণ যদি করে লো আনাড়ি।
তা হলে সমস্ত দিনে, নাহি জমে পাড়ি ॥
সযতনে প্রেমনীরে, ভাষায়ে তরণী।
রসের গোড়েতে আমি, বেয়ে যাব ধনি ॥
বলিতে পারহে তব, নব অনুরাগ।
ভয় ত্যজি কর ধনি, মদনের যাগ ॥
ধনী কহে ওহে নেয়ে, হও সাবধান।
ঠেকিলে বিচ্ছেদ চরে, নাহি পরিত্রাণ ॥
নাগরের মুখে শুনি সরস-বচন।
মনে মনে পুলকিতা, হইয়া তখন।
বিচিত্র শয্যায় শুয়ে, স্বর্ণলতা প্রায়।
ভুজ প্রাশে নাথে ধনি বাঁন্ধিল গলায় ॥
কটিতট উরুযুগে, বান্ধিয়া ধরিল।
প্রেমাবেশে প্রাণকান্তে, হৃদয়ে লইল ॥
নাগর নাগরী হয়ে, প্রফুল্ল অন্তর।
মনসাধে দেয় দোঁহে, অনঙ্গের কর ॥
চূর্ণ কেশ বাস বেণী, এলায়ে পড়িল।
রসনায় রসনায়, বাসনা পূরিল ॥
অলসে অবশ তনু, ভাবে উত্তরোল।
কণ্ঠ হোল অবরোধ, মুখে নাহি বোল ॥
শুনহে রসিক সবে, নিবেদন করি।
ইহাদের রঙ্গ দেখে সরমেতে মরি ॥
রচিতে নারীর কথা, নারীতে কি পারে
ভারতী হইলে পর, সম্ভাবিত তারে ॥

চাঁদেতে ফেলিতে থুক্ পড়ে নিজ গায় ।
বড় খেদ রৈল মনে, হায় ! হায় ! হায় ! ।

প্রেমলীলা হলে শেষ, যুবতী পরিয়ে বেশ,
শ্লেষচ্ছলে নাগরেরে কয় ।
বুঝিলাম গুণমণি, তুমি নটচূড়ামণি,
এ কর্ম্ম উচিত তব নয় ॥
নাহি কর ভয় লাজ, সাধিতে আপন কাজ,
শোভে সব পুরুষ বলিয়ে ।
না বলে না কয়ে আগে, মাতিলে মদন যাগে,
অবলারে বিরলে পাইয়ে ॥
কেন প্রাণে দাগা দিলে, অনুরাগ বাড়াইলে,
ছি ছি নাথ ছাড়ো রসরঙ্গ ।
না বুঝিয়ে প্রেমতত্ব, আবেশে হইয়ে মত্ত,
মিছে কেন জ্বালাইলে অঙ্গ ॥
এ কথা হলে প্রচার, গৃহে থাকা হবে ভার,
প্রাণ নিয়ে হবে টানাটানি ।
লোকে দিবে অপবাদ, ঘটাইলে কি প্রমাদ,
পূর্ব্বাপর কিছুই না জানি ॥
গোপনে কি রহে প্রেম, সে সব মনের ভ্রম,
দিনেক দুদিনে রাষ্ট্র হয় ।
সুজনে সুজনে হলে, ভাসে দোঁহে কুতূহলে,
বিচ্ছেদেরে নাহি থাকে ভয় ॥

পুরুষ ভ্রমর প্রায়, সদা নব আশে ধায়,
কেবা তার পায় অন্বেষণ।
কামিনী মজায়ে ছলে, অনায়াসে যায় চলে,
বিচলিত করে প্রাণ মন॥
তার সাক্ষ্য সবে জানে, কমলিনী বিদ্যমানে,
অলি যে প্রাণের সখা তার।
নীরস কেতকী পাশে, যাইয়া প্রেমের আশে,
পুচ্ছ ভাঙ্গি দেখেন আঁধার॥
দয়া ধর্ম্ম নাহি জ্ঞান, দারুণ পুরুষ প্রাণ,
অবলারে আগে করে খুন্।
যে দিকেতে যায় আঁখি, সেদিক কি রাখে বাকী,
আর বা কি কব গুণাগুণ॥
প্রথমে প্রেমের ফাঁদে, করে ধরে দেয় চাঁদে,
পরেতে ভাসায় দুখনীরে।
সিদ্ধ হলে নিজ কাজ, তিলেক না করে ব্যাজ,
মরিলেও নাহি চাহে ফিরে॥
তাই বলি প্রাণ ধন, কেন কর অকারণ,
অবলায় বধিতে বাসনা।
এখন হে মানে মানে, ক্ষান্ত দেহ বাঁচি প্রাণে,
পায় ধরি করো না ছলনা॥
বিপাকে ফেলিয়ে শেষে, তুমি চলে গেলে দেশে,
পুন আর দেখা নাহি পাব।
তোমার কারণে প্রাণ, বৃথা গেল কুল মান,
রল প্রাণ তাহে কিবা লাভ॥

বিনোদিনীর ঈদৃশ বাক্যকৌশল শ্রবণ-গোচর করিয়া বিনোদ রহস্যচ্ছলে কহিতে লাগিলেন।

কি বলিলে বিধুমুখি শুনে হাসি পায়।
এমন চাতুরি প্রিয়ে পাইলে কোথায় ॥
দেখ দেখি নিজ মনে করিয়া বিচার।
মিছে কেন বল হেন, কিদোষ আমার ॥
অগ্নির নিকটে হবি হইলে মিলন।
দ্রব নাহি হয়ে প্রিয়ে, থাকে কত ক্ষণ ॥
পাইলে সুস্বাদ দ্রব্য, জানিতে আস্বাদ।
প্রাণী মাত্রে মনে প্রিয়ে, করে থাক সাধ ॥
এবে বুঝি মনসাধ, হয়েছে পূরণ।
তাই প্রাণ আর মোরে, নাহি প্রয়োজন ॥
এত যদি কুলভয়ে, আছিল ভাবনা।
কর নাই কেন প্রিয়ে, অগ্রে বিবেচনা ॥
শুন প্রাণাধিকে আমি, বলিহে তোমায়।
পুরুষের দোষ সদা, আছে পায় পায় ॥
নির্ম্মল বারিব প্রায়, নারী ত সরল।
তবে কেন মুখে সুধা, অন্তরে গরল ?
অমূল্য যৌবনরত্ন, মোরে করি দান।
পুন ফিরে চাহ প্রাণ, এ কোন বিধান ॥
দান করে দত্তহারী, যেই জন হয়।
অধোগতি হয় তার, শাস্ত্রমতে কয় ॥

পাইয়ে আপন করে, অমূল্য রতন।
জীবন থাকিতে আর, ছাড়ে কোন্ জন॥
এতে যদি যায় প্রাণ, তাহে নাহি ক্ষতি।
নিশানা রাখিয়ে যাব, শুন লো যুবতি॥
তা বলে কি বদনের, গ্রাস ছেড়ে যাব?
ছাড়িলে হাতের ধন, ফিরে নাহি পাব॥
আপন যৌবন-রাজ্য দিয়ে অধিকার।
মোহবশে ফিরে চাহ, এ কোন বিচার॥
এত যদি মায়া আছে, নিজ ধন বলে।
তবে কেন প্রেমব্রতে, বল ব্রতী হলে?
এখন আপন জোরে, লব নিজ ধন।
তাহে তব বাক্যশ্লেষে, কিবা প্রয়োজন॥

এইরূপ কথোপকথনান্তর বিলাসবিভোরে বিপ্রতনয় ও বিনোদিনী উভয়েই নিদ্রা যাইতেছিলেন, ইত্যবসরে জ্ঞানদা রজনী অবসানা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যগ্রচিত্তে বিনোদিনীর শয়নমন্দিরপার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া দ্বারপ্রদেশে অল্প অল্প করাঘাত করত মৃদুমন্দস্বরে বিনোদিনীকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে বিনোদ সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বীতনিদ্র হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক প্রিয়বাক্যে বারংবার বিনোদিনীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমে প্রত্যুত্তর না পাইয়া সেই বামনয়নার কোমলাঙ্গস্পন্দন পুরঃসর সুকুমারীর চেতনা সম্পাদান করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! আর নিদ্রা যাইও না, গাত্রোত্থান কর।

দেখ দেখি, আর যে চন্দ্রিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সুস্নিগ্ধ গন্ধবহ সঞ্চার দ্বারা অনুভব হইতেছে, বুঝি বা শর্ব্বরী অবসানা হইল। ঐ দেখ, বিহঙ্গকুল আনন্দমনে কলরব করিতেছে। এই বলিয়া উভয়ে শশব্যস্ত-চিত্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডলীসহ নিশাপতি অস্ত-গিরিচূড়াবলম্বন করিতেছেন। পূর্ব্বদিগঙ্গণাও ক্রমশঃ অরুণবর্ণা হইয়া আসিতেছে। এতদ্দর্শনে বিনোদ পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যোপরি উপবেশন করিলেন। অনতিবিলম্বে বিনোদিনীও তথায় আসিয়া হৃদয়বল্লভের উরুদেশে আপনার মস্তক সংস্থাপন করত শয়ন করিয়া সহাস্য আস্যে তাঁহার সহিত প্রণয়প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই রমণীরঞ্জন যুবা পুরুষ আপন প্রেয়সীর পাণি ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এক্ষণে সদয় হইয়া আমাকে বিদায় দেও।

তখন বিনোদিনী প্রাণবল্লভের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শূন্যহৃদয়ার ন্যায় বিষণ্ণান্তঃকরণে ভাবিলেন, প্রণনাথকে ত আর এ স্থানে রাখা কর্ত্তব্য নহে। কি জানি, জননী যদি নিদ্রাভঙ্গে কোন ছিদ্রে বা সন্দিহানপরতন্ত্রা হইয়া কোনরূপ অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে ঘোরতর অনর্থবাদ ও অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা। এই বিবেচনা করিয়া বিনোদিনী সাশ্রুলোচনে প্রাণকান্তের করাকর্ষণ পূর্ব্বক সবিনয়বচনে মৃদুমন্দস্বরে কহিতে লাগিলেন,—

এ দীনার নিবেদন, পুন দিও দরশন,
দেখ নাথ ভুলনা আমায়।
বিরহজ্বালায় আর, জ্বালাও না বার বার,
প্রাণনাথ ধরি তব পায়॥
শুন ওহে গুণময়, না করি কুলের ভয়,
তব করে সঁপিলাম প্রাণ।
কলঙ্কের হার গলে, পরিলাম কুতূহলে,
দেখ নাথ রেখ মোর মান॥
এই ভয় সদা করে, জননী জানিলে পরে,
গৃহে প্রাণ, থাকা হবে ভার।
এস নাথ সাবধানে, কেহ যেন নাহি জানে,
কভু যেন না হয় প্রচার॥
জানিলে হে প্রতিবাসী, মরিবে হে তব দাসী,
সবে মেলি দিবেক গঞ্জনা।
তুমি না আসিতে পাবে, হতাশে পরাণ যাবে,
উভয়ের হইবে লাঞ্ছনা॥
ধনী কহে শ্লেষ করে, না জানি কি কাল-করে,
দিতেছ আপন প্রাণ মন।
পর কি আপন হয়, কারে সঁপিছ হৃদয়,
ফেলে যায় লুটিয়ে যৌবন॥

বিনোদিনীকে এইরূপ চিন্তাকুলা দেখিয়া বিনোদ প্রিয়বাক্যে তাহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—

কেন প্রিয়ে বিধুমুখি, ভাব অনুক্ষণ।
শফরী কি থাকে কভু, ছাড়িয়ে জীবন ॥
হৃদয়ভাণ্ডারে মোর, তুমি প্রাণধন।
সতত রাখিব প্রাণ, করিয়ে যতন ॥
তব রূপ হৃদে মম, জাগে সর্ব্বক্ষণ।
কেমনে ভুলিব প্রিয়ে, থাকিতে জীবন ॥
প্রণয় পরমনিধি, পায় যেই জন।
সার্থক জীবন তার, সার্থক যৌবন ॥
প্রেমের ভিখারী আমি, হয়েছি এখন।
তোমারে লইয়ে এবে, করিব গমন ॥
কাহাকেও এ সংসারে, নাহি প্রয়োজন।
কেবলি তোমায় প্রাণ, চাহে সর্ব্বক্ষণ ॥
শুন বিনোদিনি মোর, হৃদয়রতন।
তোমার কলঙ্ক জেন, আমার ভূষণ ॥
তোমা বিনে প্রাণপ্রিয়ে, নিরখি আঁধার।
কি ফল জীবনে বল, বিহনে তোমার ॥
পরে পরে কলঙ্ক রটাবে যত সবে।
শ্রবণে শ্রবণে যেন, সুধা বরিষবে ॥
সে বাদে বাধিবে দৃঢ়, প্রণয়ের বাঁধ।
সাধেতে সাধিব কভু, না হইবে বাধ ॥

ধনি ধনী জেন আমি, তোমা ধন পায়ে।
অবিরত রত রব, তোমারি ও পায়ে ॥
প্রিয় জনে প্রয়োজন, না হয় কাহার।
তোমারে রাখিব প্রিয়ে, করি কণ্ঠহার ॥
হেন ধন পায়ে কে না, কেনা হয়ে রয়।
আমিত সতত রব, এই মনে রয় ॥
প্রেমসুধাপানে যেবা, পাইয়াছে তার।
অন্য ক্ষুধা একবারে, দূরে গেছে তার ॥
সত্য সত্য করে আমি, কহিলাম সার।
একান্ত এ কান্ত প্রিয়ে, জেনহ তোমার ॥

বিনোদ এইরূপে নানামত প্রিয়বাক্যে বিনোদিনীর সান্ত্বনা সম্পাদন করিয়া সেই সংগোপন পথ দিয়া আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর বিনোদ আবার সেই দিবস যামিনীযোগে সহচরী জ্ঞানদা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত মতে বিনোদিনীর শয়ন-মন্দিরে উপনীত হইয়া পূর্ব্বরজনীর প্রকরণ অনুসারে প্রেয়সীর সহিত বিলাসকৌতুকে যামিনী যাপন করত অতি প্রত্যূষে পুনর্ব্বার আপন আবাস-ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপ নিত্য নিত্য গমনাগমন ও পরস্পর সহবাসে যুবক যুবতী উভয়েই ক্রমশঃ অকপটপ্রণয়ের অকৃত্রিম সুখসম্ভোগে অনুরক্ত হইলেন। দিন দিন তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে নব নব অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রণয়পাশের দৃঢ় বন্ধনী জন্মাইতে লাগিল।

একদা প্রণয়-বাদিনী একান্ত-কান্তরতা বিনোদিনী প্রেমাবেশে হৃদয়বল্লভকে আপনার সুকোমল-হৃদয়সরোজে ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রাণেশ্বর! প্রকৃত প্রণয় যে

যাবতীয় কৃচ্ছ্রলব্ধ পদার্থ অপেক্ষা দুর্লভ বস্তু, তাহা পরমকারুণিক বিশ্বপতি পরম পিতার প্রীতিপ্রসাদে লাভ করিয়াও গৃহরূপপিঞ্জরাবদ্ধ থাকায় সম্যক্ রূপে সুখভোগে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না এবং মদীয় যাবতীয় অভিপ্রেত বস্তুশ্রেষ্ঠ যে আপনার চরণযুগল তাহাও ইচ্ছালব্ধ না হইয়া অহর্নিশি হতাশরূপ হুতাশন হৃদয়ে উদয় হওত অন্তঃকরণকে বিদগ্ধ করিতে থাকে; সুতরাং লোকলজ্জা কুলশীলমর্য্যাদাভয় ও গুরুজন গঞ্জনা প্রভৃতি সামাজিক অবগুণ্ঠনের বশংবদা হইয়া প্রকৃত অমূল্যপ্রণয়রত্নের যথার্থ ফলভোগে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কি? পরন্তু হে হৃদয়নাথ! আপনার সন্দর্শন সকৃন্মাত্র লাভ করণের অব্যবহিত পর হইতে যেরূপ অনিবার্য্য বিরহের দুঃসহ যন্ত্রণানুভব করিয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিব? এখনও স্মরণ হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

পরিশেষে যেরূপ কষ্ট অতিক্রম করত প্রণয়-স্বরূপ পরম পদার্থের অণুমাত্র সুখানুভব করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর;—

করিলে কটাক্ষ নাথ, যবে মোর পানে।
সে অবধি নহি সুখী, ভোজনে কি পানে॥
বাঞ্ছিতা হইয়ে তব, অধর সুধাতে।
তাই তব পাশে সখী, পাঠাই সুধাতে॥
শুনিয়া শ্রবণে তব, সুমধুর স্বর।
পশিল হৃদয়ে মোর, অনঙ্গের শর॥
সে বেদনে হলো মোর, বিরহের জ্বর।
ভাবিয়ে ভাবিয়ে তনু, হলো জর জর॥

নৈরাশ শ্লেষ্মার যোগে, হইল বিকার।
তোমা বৈদ্য বিহনে ঔষধি, সেবি কার॥
জ্ঞানহারা হয়েছিনু, মোহবশে ভোর।
অনুভব নাহি হতো, সন্ধ্যা কিবা ভোর॥
বিকার ধমকে কত, দেখেছি প্রলাপ।
করি নাই কার সহ, বাক্য বা আলাপ॥
মুহুর্মুহুঃ পেত তৃষ্ণা, হতো গাত্রদাহ।
তাহে জ্ঞান হতো যেন, করিতেছে দাহ॥
দারুণ দুখের ভরে, ডাকি কোথা হরি।
তব নাম করি ধ্যান, ছার প্রাণ হরি॥
দেহ ক্ষীণ দিন দিন, হলো যেন শব।
সুধায় "কি হলো" বলে, প্রতিবাসী সব॥
কটাক্ষ করিয়ে মোর, পুরবাসীগণে।
জ্ঞানহারা হয়ে তারা, পরমাদ গণে॥
সভয়ে বদন ঢাকি, ভাবি মনে কবে।
পোড়ালোকে ছল পেলে, কত কথা কবে॥
স্বপ্নে হেরি তব রূপ, ধরিবারে যাই।
অমনি চমকি উঠি, নেত্র মেলি চাই॥
হতাশ হইয়ে শেষে, মুদি আঁখিতারা।
আমি মরি মনোদুখে, নাহি বুঝে তারা॥
ফুকুরে কান্দিতে নারি, করি উচ্চ রব।
মনে হতো বিষ পানে, প্রাণে নাহি রব॥
সে রোগের বিধি কিছু, না পায়ে নিদান।
শেষেতে করিল শেষ, হয়েছে নিদান॥

সে চোরা বিকারে কেহ, না পারিয়ে চিন্তে।
আকুল হইয়ে সবে, মনে করে চিন্তে ॥
ক্রমেতে ব্যাপিল, রোগ, অন্তরে অন্তরে।
তোমারে না পেলে প্রাণ, যাইত অন্তরে ॥
সুরসিক বৈদ্য তুমি, বুঝিয়াছ ভাবে।
অন্য বৈদ্য হলে শুদ্ধ, নাড়ি ধরে ভাবে ॥
তব প্রেম-রসায়নে, পায়ে যেন যান্।
বিকার অপার-নীরে, পাইয়াছি জ্ঞান্ ॥
তোমার অধর-সুধা, পথ্য এবে পায়ে।
পূর্ব্বদুখ প্রাণকান্ত, নিবেদি ও পায়ে ॥
দিয়েছে যতেক দুখ, মোরে সেই মার।
জ্ঞানহারা হয়েছিনু, খেয়ে যেন মার ॥
সে পোড়া পোড়ালে যত, কহিতে না আসে।
শুদ্ধ প্রাণে বেঁচেছিনু, তব প্রেম আশে ॥
বারিতে বিরহানল, যদি যাই জলে।
কে বলে শীতল তাহা, চতুর্গুণ জ্বলে।
বাসে না বাসিত মন, না বাসিত বাসে।
দগ্ধ হয়েছিনু প্রাণ, গৃহ কারাবাসে ॥
প্রাণপাখি ধরেছিলে, কোন্ ফাঁদ্ পাতি।
তোমা চোরে ধরিবারে, খুঁজি পাতি পাতি ॥
তব লাগি ভারি জীর্ণা, হয়েছিনু কায়।
যে দুখ পেয়েছি নাথ, জানাইব কায় ॥
মনে হলে প্রাণ তব, বদনকমল।
হুতাশ গণিয়া ঝরে, নয়নকমল ॥

দিবানিশি রূপ তব, করিয়ে স্মরণ।
আছিল বাসনা হৃদে, লইতে শরণ ॥
তাই প্রাণ নিবেদন, করি যোড়-করে।
কি হবে দাসীর দশা, বল সত্য করে ॥
কাল প্রায় ফিরিতেছে, যত পুর-নারী।
এস্থানেতে প্রাণ আর, কদাচিত নারি ॥
কি জানি জননী, যদি জানিবারে পায়।
তবেত বিপদ ঘোর, হবে পায় পায় ॥
দুর্লভ প্রণয়ধনে, শত্রু পদে পদে।
সূচ্যগ্রে জানিলে মোরা, পড়িব বিপদে ॥
আসিতে না পাবে আর, তুমি প্রাণ-কান্ত।
তোমার বিরহে প্রাণ, ত্যজিব এ-কান্ত ॥
বিরহ-অপারনীরে, হইব আ-কুল।
তুমি বিনে সে অকুলে, কেবা দিবে কূল ॥
তুমি মোর ধন জন, তুমি মোর সব।
তোমার বিরহ বল, কিরূপেতে সব ॥
তুমি মোর গতি মতি, তুমি মোর বল।
তোমাবিনে অধীনীর, কেবা আছে বল ?
তুমি আমি হয়ে রব, একই অন্তর।
অন্তর অন্তরে প্রাণ, যাইবে অন্তর ॥
স্বতন্ত্রেতে স্বতন্ত্রেতে, রব নিরন্তর।
অবাধে স্বজন বাদে, পাইব অন্তর ॥
ভয় করে চক্রে ভদ্রা, প্রতিবাসী-চক্রে।
ভগবান ভূত হন দেখ দশচক্রে ॥

বাদে কিনা বাধে বল, ওহে প্রাণকান্ত?
সে দ্বেষে ত্যজিতে দেশ, বাসনা একান্ত॥
ইহা বিনা নাহি আর, দেখি অন্য বিধি।
পরে হবে যেবা ভাগ্যে, লিখেছেন বিধি॥
ধনী কহে কুলে ছাই, দিয়ে যাও ধনি।
শেষেতে করিতে হবে, হাহাকার ধ্বনি॥

অনন্তর বিনোদ হৃদয়-ধন প্রিয়তমার মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! প্রিয়তমে! অতল সাগরবারি সেচন করিয়া যে মহারত্ন আহরণ করিতে হয়, অনায়াসসাধ্য হইলে কে না তাহা লাভ করিতে উৎসাহিত হইয়া থাকে? করদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসাগ্রভাগ স্পর্শ করা কি সহজ উপায়? ইহা অপেক্ষা আর মহানন্দের বিষয় কি আছে? যদি অহর্নিশি তোমার মুখচন্দ্রমা বিলোকন করিয়া একত্র সহবাসে কালাতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে গিরিগহ্বর বা গহন কাননে বসতি করিয়াও সুরপুরবাসীর ন্যায় পরম সুখানুভব করিতে পারিব, যদিচ্ছালব্ধ যাবতীয় বনজ ফলমূল আহরণ করিয়া দিনান্তে যথাসাধ্য ভোজন পান পূর্ব্বক তোমার সহিত একত্র অবস্থান রাজভোগ অপেক্ষাও তৃপ্তিকর; অতএব প্রেয়সি! আমি তোমার নিকট ইতিপূর্ব্বে একপ্রকার প্রতিশ্রুত আছি, এখনও তোমার ইচ্ছাধীন কার্য্য নিষ্পাদন করিতে প্রাণপর্য্যন্ত ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এক্ষণে এতদ্বিষয়ে আমার সম্যক্ অভিমত আছে, অতএব তোমার প্রিয়সহচরী জ্ঞানদাকে একবার জিজ্ঞাসা কর, দেখ দেখি

তিনিই বা এবিষয়ে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা শ্রবণমাত্র বিনোদিনী অতিমাত্র ব্যগ্রা হইয়া তৎক্ষণাৎ সহচরীকে নিকটে আহ্বান করত আপনাদিগের মন্তব্য বিষয়টী আনু-পূর্ব্বিক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়সখি! আমরা ত এই পরামর্শই একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? তচ্ছ্রবণে জ্ঞানদা প্রত্যুত্তর করিল, ভর্ত্তৃদুহিতে। যাহা ব্যক্ত করিলেন, সকলই সত্য বটে, কেননা এই গুরুতর ব্যাপার সংগোপন থাকিবার ত আর উপায় দেখিতেছি না, কিন্তু ইহা প্রকাশ হইলেও সর্ব্ববিধায় অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা; অতএব তোমরা যদ্যপি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, আমিই বা তাহা হইলে কি প্রকারে এস্থানে অবস্থিতি করিব? কেননা তোমার জননী যখন তোমার অদর্শনবিরহে নিতান্ত অধীর হইবেন, আমি কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব, সুতরাং আমাকেও তোমাদিগের অনুগামিনী হইতে হইবে।

তখন বিনোদ জ্ঞানদাকে কহিলেন, সহচরি! ভাবী বিষয়ো-পলক্ষে এরূপ উদ্বিগ্ন হওয়া প্রজ্ঞাহীন লোকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এবিষয়ে আর অধিক বাক্যানুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। তুমি নিঃস-ন্দেহে ও নির্ভয়চিত্তে আমাদিগের অনুসরণ করিও। কেননা আমাদিগের সকলেরই এস্থান পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর আর ইহাও নিশ্চয় জানিবে, কালবিলম্বে সমূহ বিপদা-পন্ন হইবার সম্ভাবনা। দৈবদুর্ব্বিপাকে কখন কিরূপ সংঘটন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আজি বিধি সদয়, কালি বৈরি হইতে পারেন। বিপদ্গ্রস্থ হওয়া অপেক্ষা বিপদাশঙ্কার পূর্ব্বে

সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যাপার কখন অপরিজ্ঞাত থাকিবার নহে, তুমিত সকলি অবগতা আছ, তোমাকে অধিক বলা বৃথা। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপন ভবনে চলিলাম। আমরা তিনজনে এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিব। ইহা বলিয়া বিনোদ আপন আবাসে প্রস্থান করিলেন।

প্রাণকান্ত গেলে বাসে, যুবতী মন উল্লাসে,
সখী সহ বসি নিজাগারে।
ভাবে মনে কতক্ষণে, যাব প্রাণকান্ত সনে.
কাজ কিবা এ ছার সংসারে॥
কুলভয়ে অবিরত, হলো প্রাণ ওষ্ঠাগত,
সশঙ্কিত সদা পরিজনে।
যারে ভেবে নিশি দিন, শরীর করেছি ক্ষীণ,
তারে কি হারাব অযতনে॥
কৃপা করি যদি বিধি, মিলাইল গুণনিধি,
রব সদা তাহারি আশ্রয়।
নয়নের আড় করে, কি লাভ জীবন ধরে,
পরিহরি যাব লাজ ভয়॥
চিত যারে সদা চায়, না হেরে কেমনে তায়,
সুস্থিরা হইয়ে ঘরে রব।
হেরে যার চন্দ্রানন, আনন্দিত হয় মন,
দূরে যায় মনোদুখ সব॥

তার সহ করি বাস, পূরাব মনের আশ,
ঘুচিবেক মনের বেদনা।
তার দুখে হব দুখী, তার সুখে হব সুখী,
বিধি যদি পূরাণ বাসনা॥
সে জন হলে উদাসী, হয়ে রব তাঁর দাসী
তাহে চিন্তা আছে কি আমার।
বেঁচে রব যত দিন, হব তাঁর প্রেমাধীন,
রাখিব করিয়ে কণ্ঠহার॥
বিভূতি মাখায়ে কায়, যোগী সাজাইব তায়,
পরাইব অজিন—অম্বর।
যোগিনী সাজিব আমি, হয়ে তার অনুগামী,
বেড়াইব দেশ দেশান্তর॥
লোকে যত কুৎসা করে, সে সব ভূষণ হবে,
নাথ মোর হৃদয়রতন।
ইথে যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি করি তায়,
তথাপি সেবিব সে চরণ॥
প্রণয়ের অনুগত, হয়ে ধনী এই মত,
অবিরত কত মনে করে।
মাতা তার সকাতরা, হয়ে আছে জীর্ণ-জ্বরা,
বারেক না ভাবে তার তরে॥
আর যত পরিজন, সবে হয়ে বিস্মরণ,
কেবলি ভাবিছে কতক্ষণে।
ছাড়ি যাব গৃহবাস, ঘুচিবে মনের ত্রাস,
সুখে রব প্রাণকান্ত সনে॥

দিবা অবসান হল, রবি গেল অস্তাচল,
আগত যে হইল যামিনী।
কই এলো প্রাণকান্ত, মন নাহি মানে শান্ত,
অবিশ্রান্ত ভাবে বিনোদিনী॥

বিনোদিনী এইরূপ চিন্তায় অভিভূতা ছিলেন, এমন সময় বিনোদ তাঁহার শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, প্রিয়তমা প্রিয়সহচরী জ্ঞানদার সহিত পালঙ্কোপরি উপবেশন করত তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছেন। তদ্দর্শনে বিনোদ সহাস্য আস্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমাদিগের এস্থান হইতে প্রস্থান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এই নিশীথ সময়ে জনমানবের সমাগম নাই। আমাদিগের গমন করিবার নিমিত্ত শিবিকা প্রস্তুত আছে। বাহকগণ বহির্দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে। এতচ্ছ্রবণে জ্ঞানদা কহিলেন, মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন; আমি একবার বাটীর চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আসি। কি জানি যদি কোন পুরবাসী কিম্বা প্রিয়সখীর জননী জাগ্রতাবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া জ্ঞানদা সেই গৃহের চারিদিক্ উত্তমরূপে অবলোকন পূর্ব্বক পরিশেষে বিনোদিনীর জননীর শয়নাগারের দ্বারদেশে উপনীতা হইয়া দেখিলেন, তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা আছেন। নিদ্রাবেশে তাঁহার সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থা দেখিয়া জ্ঞানদা কহিতে লাগিলেন, জননি! তবে জন্মের মত বিদায় হই। হা মাতঃ! এখন ঘোর নিদ্রার

বশম্বদা হইয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না, পরন্তু ঈদৃশ গুরুতর অন্তর্ব্বেদনায় কি আর জীবিতা থাকিবে? হা পাষাণহৃদয়ে বিনোদিনি! তুমি কি ছার প্রণয়পক্ষের পক্ষপাতী হইয়া পরমারাধ্য জননীচরণ জন্মের মত বিসর্জ্জন করিলে? কি বিপ্রবালকের প্রণয়ভাজন হইবে বলিয়াই বুঝি লজ্জা, লোকাপবাদ সমস্তই একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া শোকবিদগ্ধা জননীবধে কৃতসংকল্পা হইয়াছ। এখনও বিষম বিষময় বিপর্য্যয় আচরণ হইতে বিরতা হও, আর বিহ্বলা হইও না। হা মাতঃ! একেত যমযন্ত্রণায় তোমার অস্থি জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, তাহাতে আবার ত্বদীয় প্রাণাধিকা বিনোদিনীর অননুভূতপূর্ব্ব ঈদৃশী অজ্ঞাত-বার্ত্তার কারণ না জানিয়া একেবারে হাহাকার ধ্বনিতে তোমার প্রাণ বহির্গত হইবে। আমি জীবিতাবস্থায় কোনক্রমে তোমার সেই হৃদয়ভেদী শোক দেখিতে পারিবনা বলিয়াই বিনোদিনীর অনুগামিনী হইলাম। জননি! এই হতভাগিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিও। হে বিধাতঃ! এই জন্মদুঃখিনী সতীকে সান্ত্বনা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই রক্ষা করিও। এই বলিয়া জ্ঞানদা আপনার গলদশ্রু-লোচন অঞ্চলদ্বারা উন্মোচন করত বিনোদিনীর গৃহে আসিয়া উপনীতা হইলেন।

অনন্তর বিনোদিনী সহচরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সখি! মঙ্গল ত? জ্ঞানদা উত্তর করিলেন; হাঁ—সকলেই নিদ্রিত আছেন। তখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নির্দ্দিষ্ট শিবিকারক্ষিত স্থানে নিঃশব্দে গমনানন্তর তিনজনে তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক এক সুদূরবর্ত্তী নগরে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নৃশংসিনী বিনোদিনী জননীকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে পরদিন প্রভাতে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া সহসা এবংবিধ হেয় ও সর্ব্বনাশ-ঘটিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করত প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, পরিশেষে দুহিতার অন্বেষণার্থ নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান না পাওয়াতে নিরাশা হইয়া আপনার বক্ষঃস্থলে করাঘাত করতঃ উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি অবিবেকিনি পাপ-কারিণি দুর্ব্বিনীতে বিনোদিনি! এতদিনে তুই কি আমার উদর-কণ্টক হইলি? হা বিধাতঃ! আমি কি না জানিয়া কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করতঃ বিষধরীকে জঠরে ধারণ করিয়া-ছিলাম? রে দুর্ব্বৃত্তে কুলকলঙ্কিনি! তুই কি এতদিনের পর আমাদিগের অকলঙ্ক কুলে কলঙ্কের ধ্বজা তুলিলি? অনাথিনী আজন্মদুঃখিনী জননীরে অবজ্ঞাস্পদ করত উপেক্ষা করিলি? কোন্ নৃশংসের চাটুবচনে বিমুগ্ধা হইয়া লোকাপবাদ, লজ্জা, কুলগৌরব, ভয় প্রভৃতি সমস্তই জলাঞ্জলি দিলি? রে দুর্হৃদয়ে! তুই কি, আমার নিদ্রাবস্থায় সম্পূর্ণ অবসর পাইয়া আমার অন্তঃকরণে দুর্নিবার শোকানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া নয়নের অন্তরাল হইলি? হায়! ঘোর নিদ্রাবেশে যার

পীযূষময় বচন-পরম্পরা স্মৃতিপথে পতিত হওয়াতে মধ্যে মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইত, আর কি জীবন সত্ত্বে তাহার সহাস্য বদন-কমল ও দর্শন পীযূষ-পরিপূরিত সুললিত বচনপরম্পরা একবারমাত্র আকর্ণন করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে না? রে কালনিদ্রে! তুই কি সময় বুঝিয়া আমার চৈতন্য হরণ করিয়াছিলি? হা মাতঃ বিনোদিনি! আমি ত কদাপি কোন কারণ বশতঃ তোমার এবম্বিধ কুৎসিত অনুরাগের কার্য্য করি নাই, তবে কেন তুই এরূপ লোকবিনিন্দিত ও বিগর্হিত বর্ত্মের অনুগামিনী হইলি? রে কৃতঘ্নে পাপীয়সি জ্ঞানদে! তোরে কি এই নিমিত্ত মহাদরে এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে আপন অন্তরে স্থান দান করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে প্রতিপালন করিয়াছিলাম? হা অদৃষ্ট! আমি কি না জানিয়া মায়াবিনী কুহকিনীর কালক্রোড়ে প্রাণসর্ব্বস্ব দুহিতা-রত্নকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তা ছিলাম? হা হত-ভাগিনি বিশ্বাসঘাতকিনি কঠিনহৃদয়ে! আমার ঈদৃশ অবস্থা লোচনগোচর করিয়াও তোর কি অন্তঃকরণে করুণার লেশ-মাত্র উদয় হইল না? রে বিনোদিনি! এতদিনে বুঝিলাম তুই আমার মৃত্যুর মুখ্য হেতু হইলি। একবার তোর জন্ম-দুঃখিনী জননীকে "মা" বলিয়া দেখা দে। বুঝি কেবল তোমারই বিশুদ্ধ মুখচন্দ্রিমা সন্দর্শন করিবার অভিলাষে এই হতভাগিনীর কঠিন প্রাণ এখনও অকিঞ্চিৎকর দেহ-কারা-গারে আবদ্ধ রহিয়াছে। একবার তোমার সুকোমল ভুজ-লতা দ্বারা আমার হৃদয়স্পর্শ করিয়া দেখ দেখি, অহর্নিশি মর্ম্মযন্ত্রণা বনবহ্নিসদৃশ আমার হৃদয় বিদগ্ধ করিতেছে। হা

মাতঃ! তদীয় বিরহাবেগ-সঞ্জাত দুরতিক্রমণীয় শোকসাগর নীরোচ্ছ্বলিত হইয়া আমার মানস-ক্ষেত্র-স্থিত আশা-শৈল-শেখর উপপ্লাবিত করিল। পরিণামে সুখসম্ভোগ-লালসা করিয়াছিলাম, সে আশা নিরাশা-স্বরূপ সোপান-বিহীন কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। এই বলিয়া পুনঃপুনঃ হৃদয়ে করাঘাত করত মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! বিদীর্ণ হও, কঠিন প্রাণ! তুমি আর কি সুখে এই পাপ-পূর্ণ দেহে অবস্থিতি করিতেছ? এখনি নিরাকৃত হও। হা মাতঃ বিনোদিনি! তুমি কি জান না, যে, তোমার অলৌকিক রূপবান্ অগ্রজ এবং সৌদামিনী সদৃশী সহোদরাত্রয়কে কৃতান্তের করাল-কবলে বিন্যস্ত করিয়া কেবল তোমারই মুখাবলোকন করত এতদিন জীবিতা রহিয়াছিলাম? এক্ষণে কিরূপে যাবতীয় মায়া অতিক্রম করিয়া জননী-হত্যারূপ পাপে আপনার পবিত্র দেহ কলুষিত করিলে? রে পাপ প্রাণ! তোর প্রাণ স্বরূপ প্রিয়তমাকে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিয়া এখনও কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? এই দণ্ডে ছার দেহমায়া পরিহার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে দুর্নিবার শোকানল অন্তরাল কর; নতুবা তোমার এতাদৃশ চিত্তবিকারের উপশম হইবার আর উপায়ান্তর লক্ষিত হইতেছে না।

বিনোদিনীর জননী দুহিতার অদর্শনে এইরূপ দুঃসহ শোকে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া পাগলিনীর ন্যায় উন্মাদিনী হওত অনতি-বিলম্বে সংসারের প্রতি একেবারে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া বিনোদিনীর অন্বেষণার্থ আপনিই গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন।

অনন্তর শূন্য-হৃদয়ে যতদূর গমন করেন, ততই বিনোদিনী-

রূপ মৃগতৃষ্ণিকায় বারম্বার আহূত হইতে থাকেন। যে স্থানে গমন করেন, দুহিতার অবয়ববিশিষ্টা কামিনী দর্শনগোচর হই-লেই অমনি বিনোদিনীভ্রমে আক্রমণপ্রত্যাশায় ধাবমানা হন; পরিশেষে হতাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নানাস্থান ও বিবিধ তীর্থ পর্য্যটনানন্তর পুনর্বায় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করত ন্যূনাধিক একাদশ দিবস অনশন করিয়া দুহিতা-শোকে শীর্ণা, জীর্ণা ও মলিনা হইয়া অহর্নিশি হাহাকার করত অবশেষে লৌকিক-লীলা সংবরণ করিলেন।

এইরূপে সেই সতী, ত্যজিল জীবন।
দেখিতে আইল যত, প্রতিবাসিগণ॥
হাহাকার রবে সবে, করে আর্ত্তনাদ।
বলে বিনোদিনি! একি, ঘটালি প্রমাদ॥
মা বলিতে তোমা বিনে, নাহি ছিল আর।
তোমারে করিয়াছিল, সংসারের সার॥
সেই ধর্ম্ম তুই ভাল, করিলি পালন।
কেমনে রহিলি ভুলে, লয়ে প্রাণধন॥
দুখিনী মা বলে মনে, নাহি হলো হায়!
তোমার বিরহে সতী, ত্যজিয়াছে কায়॥
হাহাকার রব করি পড়ি ধরাতলে।
করেছেন ধরা আর্দ্র নয়নের জলে॥
কতই বা করাঘাত করেছেন ভালে।
কতই বা গালি সতী, দিয়াছেন কালে॥

বদনের ভাব হেরে, মনে হয় জ্ঞান।
অর্দ্ধনাম উচ্চারিয়া, ত্যজেছেন প্রাণ॥
তোমা হারা হয়ে যেন, পাগলিনী মত।
কাননের তরুগণে সুধায়েছে কত॥
"তোমরা দেখেছ মোর, তনয়া রতন।
অনুরাগ ভরে কোথা করেছে গমন"?
আহা! আহা! মরি মরি, হায়! হায়! হায়!।
হেরিয়ে সতীর দশা, বুক ফেটে যায়॥
কুলের কামিনী হয়ে, কুলে দিলি ছাই।
তোর সম পাপমতি, আর হেরি নাই॥
তোর সমা নরাধমা, না দেখি সংসারে।
কোথায় তনয়া হয়ে, জননী সংহারে॥"
এইরূপে প্রতিবাসী, রোদন করিয়ে।
সকাতরে যায় সবে, নীরব হইয়ে॥
খেদেতে নবীন কয়, আর্ত্তনাদ শুনে।
দহিল আমার হৃদ, অন্তর আগুনে॥

অহো! প্রণয়ের কি ভীষণ মোহিনী শক্তি! যে বিনোদিনী অহর্নিশি কখন জননী ছাড়া থাকিত না, সতত মাতৃদুঃখে কাতরা এবং মাতৃ-অনুরাগে অনুরাগিণী ছিল, এক্ষণ মদনের মন্মোহন শরসন্ধানে সে সমস্ত মায়া অতিক্রম করত দিবস-যামিনী হৃদয়বল্লভের সহিত প্রণয়রসে নিমগ্না হইয়া একেবারে সকলি বিস্মৃত হইয়া গেল।

আহা! রতিপতি কি অসাধারণ প্রভাবশালী! লোকে যত শান্ত–স্বভাব–বিশিষ্ট হউক্ না কেন, প্রণয়ের পরবশ হইলে আর চৈতন্য থাকে না; সুতরাং তখন লঘুগুরু জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শীলতা প্রভৃতি সকলই একে একে অন্তরাল হয়। অন্তঃকরণে একবার অনঙ্গরসের আবির্ভাব হইলে, আর সহিষ্ণুতা থাকে না। প্রজ্জ্বলিত মন্মথবাণানল এমন কি, প্রগাঢ়-ধীশক্তিসম্পন্ন লোকেরও অন্তঃকরণ বিদগ্ধ করত যারপর নাই জনসমাজে অবজ্ঞাস্পদ ও অপদার্থ করিয়া ফেলে। অধিক কি, ইহলোকারাধ্য যে জনক জননী, তাঁহাদিগকেও বিস্মৃত হইতে হয়। ইহাতে না হয় কি? যে ভীষণ লজ্জার করাল গ্রাস হইতে অবসর পাইবার নিমিত্ত লোকে হতবুদ্ধি হইয়া যার পর নাই প্রণয়াশা পর্য্যন্ত পরিহার করে, এমন কি সে লজ্জাকেও অঙ্গের আভরণ জ্ঞান হয়। আহা! যে অনঙ্গের নাম শ্রবণে হৃৎকম্প সমুপস্থিত হয়; তাহার শরসন্ধানে এরূপ চিত্তবিকার হইবার অসম্ভবই বা কি? হায়; সেই জন্যই বিবেকী জিতেন্দ্রিয় সাধুরা যাবজ্জীবন এই বিগর্হিত বর্ত্মের অনুবর্ত্তী হন না। কি আশ্চর্য্য! একি স্বর্গের সোপান কিচ চতুর্ব্বর্গের মুখ্য ফল প্রাপ্তির উপায়? যে বিনোদিনীর পরম পবিত্র সাধু-স্বভাব বিলোকন করিয়া প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট প্রশংসা করিত ও যে সকলেরই আদর-ভাজন হইয়াছিল এবং শৈশবাবস্থাবধি যাহাকে অনুপম ধীরা ও জননীপ্রাণার আদর্শ বলিয়া সকলেরই হৃৎপ্রত্যয় হইত, এক্ষণে প্রণয়-পথের অনুগামিনী হইয়া সহসা তাহার ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকেতে বিনোদিনী, নাগরের সহ।
প্রেম আলাপনে ধনী, রত অহরহ॥
পলকের আড়্ নাহি, করে প্রাণধনে।
প্রমাদ ঘটিয়ে উঠে, ক্ষণ অদর্শনে॥
যৌবন কাননে দোঁহে, প্রমত্ত বারণ।
জ্ঞানহারা হয়ে করে, অনঙ্গ বারণ॥
নাগর নাগরী কভু, গিয়ে সরোবরে।
মরাল মরালী সম, জলকেলি করে॥
কখন বা গিয়ে দোঁহে, কুসুম-উদ্যান্।
পুষ্পহার গাঁথি ধনী, নাগরে সাজান॥
কখন প্রভাতে দোঁহে, শয্যাশায়ী হয়ে।
নানারঙ্গে গীত গান, সুমধুর লয়ে॥
কখন পিকের স্বরে, রহস্যের ছলে।
কি ডাকে বসিয়ে ধনী, ধরে নাথ গলে॥
কভু সুগভীর অভ্র, গর্জ্জন শ্রবণে।
উহু মরি মরি ধনী, বলে প্রাণধনে॥
কখন নবীন ঘন, হেরিয়ে আকাশে।
চাতকিনী সম মাতি, প্রেমসুধা আশে॥
নাগরের হৃদাকাশে করি আরোহণ।
অধরের সুধা পানে, যুড়ায় জীবন॥

কখন শয্যায় শুয়ে, নাগরের সনে।
রতিরঙ্গে ভুঞ্জে নিশি, আনন্দিত মনে॥
কখন তাম্বূল ধনী, দিয়ে কান্তমুখে।
কৌতুক করয়ে দোঁহে, অতি মনসুখে॥
শীতার্ত্ত হইয়ে ধনী, উষ্ণের কারণে।
তড়িতের প্রায় ধরে, রমণী রঞ্জনে॥
নাগরী নাগর পেয়ে, নিজ মনোমত।
অপার আনন্দ নীরে, ভাসে অবিরত॥
অনায়াসে বিদেশীর, প্রেমেতে মজিয়ে।
কুলে ছাই দিয়ে গেল, সকলি ত্যজিয়ে॥
ধন্য রে অনঙ্গ! তোরে, বলিহারি যাই।
অপার মহিমা তব, অঙ্গ তবু নাই॥
কহিছে নবীনকালী, কি কহিব আর।
দেখিতে দর্পণে মুখ, উচিত আমার॥

এই রূপে নব নাগর ও নাগরী উভয়ে অপার প্রেম-সিন্ধু-নীরে নিমগ্ন হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করত পরম সুখে কালাতিবাহিত করিতেছিলেন, দৈবাধীন এক দিবস বিনোদ কোন প্রিয়বান্ধবের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তথায় যামিনী যাপন করিয়া রহিলেন।

এ দিকে বিনোদিনা হৃদয়বল্লভের আশাপথ চাহিয়া কখন গবাক্ষদ্বারপ্রদেশ, কখন বা প্রাসাদোপরি, কখন শয্যায় এবং কখন বা ধরায়, এই রূপে সমস্ত যামিনী জাগরণ পূর্ব্বক প্রভাতে নিতান্ত হতাশ হইয়া বিষণ্ণ মনে অঙ্গাভরণ-নিকর গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং একখানি মলিন চীরবস্ত্র পরি-

ধান পূর্ব্বক সুদীনার বেশে ধরাসনে বাতাহত কদলি-বৃক্ষের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে সন্তাপাকুলা হইয়া শূন্যহৃদয়ার ন্যায় যুবতী আপন ললাটপ্রান্তে বামভুজলতা সংস্থাপন পূর্ব্বক লোচনযুগল মুদ্রিত করিয়া অসহ্য বিরহবেদনা অনুভব করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বিনোদ তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রেয়সী ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং মুদ্রিত নয়নদ্বয় হইতে ধারাবাহী অশ্রুধারা দর্ দর্ ধারে নিপতিত হইতেছে। প্রিয়তমার ঈদৃশ অননুভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর লোচনগোচর করিয়া বিনোদ মনে করিলেন, একি সর্ব্বনাশ! সহসা প্রিয়তমার এরূপ অবস্থান্তর হইল কেন? বুঝি মানভুজঙ্গিনী প্রেয়সীর কোমল হৃদয়ে দংশন করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এক্ষণে আত্মাপরাধ স্বীকার পুরঃসর প্রিয়তমার কোমল কর ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইহাই স্থির করিয়া বিনোদ বিনোদিনীর গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মানভঞ্জন করিবার অভিলাষে সস্মিত-মুখে কহিতে লাগিলেন।

কি কারণে ধরাসনে, করিয়ে শয়ন?
উঠ প্রাণ বিনোদিনি, হৃদয় রতন!
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, যেন ভস্ম কায়।
এলায়ে পড়েছে বেণী, ভুজঙ্গিনী প্রায়।
কি কারণে হররূপ, হরিয়াছ প্রাণ?
মান-গরলেতে কেন, বিবর্ণ বয়ান?
দুখরাজী বৃষপৃষ্ঠে, করি আরোহণ।
নিরাশ শ্মশানে কেন, করিছ শোচন?

ঔদাস্যের ভাঙ্গ পানে, মুদ্রিত নয়ন।
অকস্মাৎ কেন হেন, করি দরশন?
কররূপ বিল্বদলে, পূজি হে চরণে।
কৃপা করি এসো মোর, হৃদি-পদ্মাসনে॥
পদামৃতের কাজ কর, মুখামৃত দিয়ে।
দিগম্বর হয়ে রব, দেহ মোরে প্রিয়ে!
যদি কিছু অপরাধ, হয়ে থাকে প্রাণ!
নিজ দাসে কর দণ্ড, যে লয় বিধান॥
দেবী কয় রসময়! এ দুর্জ্জয় মানে।
সামান্য মুখের কথা কে, কোথায় মানে?
যে তোমারে পাইয়াছে, করিয়ে সাধনা।
এখন তাহার পায়ে, ধরিয়ে সাধ না॥

মানান্ধা বিনোদিনী প্রাণকান্ত-মুখে এইরূপ কৌশলপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরাগভরে কহিতে লাগিলেন;

যাও হে গুণমণি! কাল যথা রজনী,
পোহালে আপনি।
মোরে কেন জ্বালাও? প্রেমে অঙ্গ গালাও,
লইয়ে সে ধনী॥
পাইয়াছ নূতন, মোরে আর যতন,
আছে হে এখন?
এসেছ মন দিয়ে, এবে হের হে গিয়ে.
তার চন্দ্রানন॥

মোরে তোষ কথায়, মন তব সেথায়,
মজিয়াছে ভাবে।
এবে তারে লইয়ে, থাকিবে হে ভুলিয়ে,
মোরে নাহি চাবে॥
যেমন হে আপনি, পাইয়াছ তেমনি,
রসিকা কামিনী।
তুমি এসো এখানে, সে শুনিলে সেখানে,
হবে হে মানিনী॥
প্রাণে ব্যথা পারে হে! কথা নাহি করে সে,
নাথ তব সনে।
থেকো না এখানে, সে ভাবিলে সেখানে,
দুখ পাবে মনে॥
তুমি নাহি গেলে হে! ঝাঁপ দিবে জলে সে,
তব নাহি সবে।
তুমি যাও এখনি. নৈলে সেই রমণী,
কত মন্দ কবে॥
ছি ছুঁয়ো না আমায়, নাথ! হেরে তোমায়,
মরি অঙ্গ জ্বলে।
তুমি যত সুজন, জানিলাম এখন,
কাজ নাহি ছলে॥
ওহে শঠ-শেখর! আর রঙ্গ না কর,
এবে মোর সাথে।
ধনী এতেক বলে, ভাসে নয়ন জলে,
নাহি হেরে নাথে॥

আর করিয়ে মান, বাসে ঢাকি বয়ান.
রহে মৌন মনে।
হেরে নবীন কয়, শুন ও রসময়!
ধরহে! চরণে ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে, পরে নবীন সুজন।
ব্যথিত হইল হৃদে, প্রিয়ার কারণ ॥
ধনীর দারুণ মান, করি বিলোকন।
সজল নয়নে যুবা, ধরিয়ে চরণ ॥
বলে প্রাণ! ত্যজ মান, মোর বাক্য ধর।
তোমার বিরস আস্যে, জ্বালায় অন্তর ॥
তোমার দোহাই সত্য, কহি বিদ্যমান।
তোমা বিনে অন্য জনে, নাহি জানি প্রাণ!
প্রেমডোরে বান্ধিয়াছি, অনুরাগী মন।
তব প্রেমাধীন হয়ে, রব আজীবন ॥
তৃষিত চাতক সম, হয়েছি কাতর।
মুখ-বিধু সুধাদানে, মোরে স্নিগ্ধ কর ॥
দেবী কহে সুধা আশে, তুষিছ যাহায়।
অভিমান ভুজঙ্গিনী, দংশিয়াছে তায় ॥
সুধাকূপ মুখ রূপ, গরলে পূর্ণিত।
কেমতে চাহ হে সুধা, একি বিপরীত ॥

অনন্তর বিনোদ এইরূপ অশ্রুপূর্ণলোচনে বারংবার মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিনোদিনী সে সমস্ত কর্ণকুহরে স্থানদান না করিয়া অনুরাগভরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন;

ছাড় চতুরালি প্রাণ!
তুমি সুজন যেমন,
জানিয়াছি প্রানধন,
কেন কর জ্বালাতন,
বধিবারে প্রাণ?

আমি জেনেছি তোমায়।
মুখে বল ভাল বাসি,
হৃদয়ে গরল রাশি,
গলে দিয়ে ছল ফাঁশি,
মজালে আমায়॥

তব নিষ্ঠুর আচার।
আগে যদি জানিতাম,
তবে কি হে মজিতাম?
কভু নাহি হইতাম,
অধীনা তোমার॥

পোড়া প্রাণে সহে সব।
আগে নাহি বুঝে মর্ম্ম,
করিয়াছি যে কুকর্ম্ম,
ধিক রে নারীর জন্ম,
অধিক কি কব?

এত ছল নাহি সাজে।
লয়ে মন্ন মত ধন,
নিশি করি জাগরণ,
প্রভাতেতে জ্বালাতন,
বাজ হেন বাজে॥

পায়ে ছাড় নাহি সহে।
একে মনোদুখে মরি,
জ্বালাতন তদুপরি,
করো না মিনতি করি,
রঙ্গে অঙ্গ দহে॥

ওহে লম্পট শেখর!
মোরে দুখ দিলে যত,
প্রাণে সহিল তাবত,
এবে লয়ে মনগত,
থাক গুণাকর!

আমি জেনেছি হে কান্ত!
তুমি যত ভালবাস,
ব্যভারে হলো প্রকাশ,
করিতে সরলা নাশ,
বাসনা একান্ত॥

জানি যত গুণ ধর ।
কহিতে না পারি আই,
মরমেতে ব্যথা পাই,
এ আবার কি বালাই,
কেন ঠাট্ কর ?

যাও যথা ভালবাসা ।
কে তব কুহকে আর,
ভুলে নাথ ! বার বার,
আমি নাহি করি আর,
নাথ তব আশা ॥

কেন এত কর ছল ?
আগে লয়ে মন প্রাণ,
শেষে কর অপমান,
এ আবার কি বিধান,
কে শিখালে বল ?

যাও লোক হাসাও না ।
যারে হেরে দুখ হরে,
আজি তারে দৃষ্টি করে,
বাসি জলিছে অন্তরে,
দেখ না দেখ না ॥

যাও যথা ইচ্ছা যায়।
ছি মেনে আর এসো না,
ভালবাসা জানাও না,
প্রাণ থাকিতে ভুলিব না,
তোমার কথায়॥

বলি ওহে মনোচোর!
বন্দী ছিলে সত্যপাশে,
সদা রবে মোর পাশে,
এবে প্রাণ কার আশে,
নিশি কর ভোর?

মুখ, না চাহি দেখিতে।
বুঝিলাম ভাব ভক্তি,
করিও না পুনরুক্তি,
মনে কি করেছ যুক্তি,
অবলা বধিতে॥

মিথ্যা বল কি কারণ
দেখ দেখি হে দর্পণ,
চুম্বিয়াছে চন্দ্রানন,
তাম্বূলের নিদর্শন,
ঘুচেনি এখন॥

আমি জানিয়াছি সার।
রতি চুরি কাজ যার,
সে কি ধারে প্রেমধার,
মুখে এক হৃদে আর,
তার ব্যবহার ॥

শুন বলি হে তোমায়।
প্রেমব্রত আজি প্রাণ,
করিলাম সমাধান,
ইথে যদি যায় প্রাণ,
দুখ কি তাহায় ॥

অনন্তর বিনোদ প্রিয়তমার প্রচণ্ড মানভঞ্জন করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না, বরং তাঁহার প্রেয়সীর স্বভাবতঃ অভিমান ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আহা! বদ্ধমূল তরুবর কি অনায়াসে মূলোৎপাটিত হইয়া থাকে? ভূধর কি কখন সামান্য পরশু দ্বারা উৎসন্ন হয়?

পরিশেষে তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া সজলনয়নে প্রিয়তমার প্রতি নিরীক্ষণ করত বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধ, নিস্তব্ধ ও বিষণ্ণ চিত্তে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহ্যভবনে সমাগমন করিলেন। তথায় কেবল প্রিয়ারই ভাবরাশিতে অন্তঃকরণে দুঃখরাশি অনুভব করিতে করিতে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যার লাগি ছাড়িলাম, সংসার সমাজ।
সে বিহনে এ জীবনে, কিবা আছে কাজ।
কি কাল করিল প্রিয়া, নিদারুণ মানে।
পায়ে ধরে সাধিলাম, তবু নাহি মানে॥
হয় লয় করিব এ, জীবন জীবনে।
নতুবা যাইব তীর্থ, কাশী বৃন্দাবনে॥
কিম্বা আমি যত দিন, বাঁচিয়ে রহিব।
গৌরাঙ্গ চরণপদ্মে, মন প্রাণ দিব॥
প্রভাতে নাসার প্রান্তে, সেবিব তিলক।
অনুরাগী লোক হেরি, হইবে পুলক॥
লিখিব প্রিয়ার নাম, নামাবলী পরে।
মালায় জপিব প্রিয়া, যত গুণ ধরে॥
সযতনে শুক শিশু, পালন করিব।
প্রিয়ার মধুর নাম, তাহারে শিখাইব॥
প্রেয়সীর নাম-বুলি, বলিবে যখন।
শ্রবণে যুড়াবে মোর, এপাপ শ্রবণ॥
প্রিয়া যদি প্রতিকূল, হলো মোর প্রতি।
কে আর ধরায় মোরে, করিবেক প্রীতি॥
অভিমান সমাধান, হইবে কেমনে।
বুঝিতে না পারি হায়, ভাবি মনে মনে॥
মনে ছিল চির দিন, সুখে হবে পাত।
সে সাধে সাধিল বাদ, বিধি অকস্মাৎ॥
দারুণ দুঃখের ভরে, দহে প্রাণ মন।
কে জানে অমৃতে আছে গরল এমন॥

কালী কয় রসময়, মরি হে লজ্জায়।
সন্ন্যাসী হইতে হলো; নব প্রেম দায়॥

বিপ্রতনয়ের অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি বিরহতরঙ্গাকুল চিন্তাসাগারে নিমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে সন্নিহিত পথে আসিয়া মৃদুমন্দ-পদসঞ্চারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এদিকে বিনোদ পিত্রালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহার জনক জননী নিয়তই বিষাদসলিলে নিমগ্ন ছিলেন; পরন্তু পুত্র-বৎসল বিপ্রবর বহু দিবস আত্মজের কোন সম্বাদ না পাইয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হওত বার্দ্ধক্যদশার একমাত্র অবলম্বন তনয়রত্নের মুখচন্দ্রমা সন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া তদীয় অনুসন্ধানার্থ বাটী হইতে নিঃসৃত হইলেন। ক্রমে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ-চিত্তে নানা স্থান অন্বেষণ করত অভিলষিত বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িলেন। একেত বার্দ্ধক্য দশা এবং পুত্রবিরহে বিদগ্ধ-কলেবর, তদুপরি ভ্রমণজনিত অপরিসীম ক্লেশ, সুতরাং শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া মলিনবেশে পরিশেষে বিনোদের অধিবাসিত রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গৌরাঙ্গ-লোকাধিকৃত বিচিত্র নগরীর ইতস্ততঃ নানা

স্থান প্রকৃষ্টরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমশঃ ভান্তরীভূত এক জলাশয়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালনাদি সমাপনানন্তর তত্তীরবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাহ্য-ভবনে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়া কথঞ্চিৎ শ্রান্তি দূর করি-লেন। পরিশেষে দৈববলই বিশুদ্ধ বল ও সহায় এবং দেবপ্রসা-দই প্রকৃত অভিলাষসুসিদ্ধির সোপান, ইহা স্থির করিয়া তিনি বিমল অন্তঃকরণে ও সাত্ত্বিক ভাবে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করত তথা হইতে নিঃসৃত হইলেন।

অনন্তর যাইতে যাইতে যেমন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি সেই হারানিধি তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। দূর হইতে আত্মজের বদনকমল দর্শনমাত্র জন্মান্ধের চক্ষুলাভের ন্যায়, দরিদ্রের মহারত্ন প্রাপণের ন্যায় অপরিসীম আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। যেন গগনতলগত সুধাকর তাঁহার করতলে সমাগত হইল। তিনি পুত্রের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করত দক্ষিণ কর উত্তোলন পূর্ব্বক "দীর্ঘায়ুর্ভব" এই মাত্র সার্দ্ধোচ্চা-রিত বাক্য নিঃসরণ করিয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

আহা! অপত্যস্নেহ কি প্রবল! তিনি আপন পুত্রের অবসাদাবস্থা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত অন্তর্ব্বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক অত-র্কিতরূপে একবারে বিনোদের স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে নানামত প্রবোধ ও সান্ত্বনা বাক্যে বিনোদকে গৃহে যাইতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিনোদ পিতাকে সহসা

এরূপ অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন এবং অভিবাদন পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! একেত প্রিয়তমার বিরহাগ্নি অন্তঃ-করণকে দাবানলের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, তদুপরি ইনি আবার গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কি করি? লোকে বিপন্ন হইলে তদুপরি সমূহ বিপদ্‌পাতই হইয়া থাকে, নতুবা ইতি সহসা এ স্থানে উপস্থিত হইবেন কেন? এখন যদি পিতার আদেশে কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করি, তাহা হইলে অত্যাহিত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আবার পিতা যদ্যপি লোকপরম্পরায় আমাদিগের ঈদশী অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে যে আর কখন প্রিয়তমার সুধাসম সুকোমল মুখ-কমল দর্শন করিতে পারিব, এমন ভরসা থাকিবে না। আহা! যে প্রিয়-তমার অকৃত-অপরাধ-জনিত সামান্য অভিমান দেখিয়া অন্তঃ-করণ কোনমতে সুস্থির হইতেছে না এবং যিনি ক্ষণকাল দর্শ-নাভাবে যৎপরোনাস্তি বিরহবেদনা অনুভব করেন, তিনি যে দীর্ঘকাল অদর্শনে জীবিতা থাকিবেন, ইহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব ঈদৃশ অবস্থায় পিতার অনুগমন করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-বিরুদ্ধ, ইহাই স্থির করিয়া বিনোদ জনকের নিকট প্রিয়ার বিরহসম্ভূত যাবতীয় আন্তরিক দুঃখবেগ সঙ্গোপন করিয়া কহি-লেন, তাত! আপনি অনর্থক এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করি-তেছেন কেন? রোদন সম্বরণ করুন্। আমি পূর্ব্বোদ্দেশ্য প্রিয়-কার্য্য বিষয়ে আর কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করিলে, বলিতে হইবে কেন, সত্বরেই ভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া নয়ন মন সফল করিব।

দ্বিজবর পুত্রমুখে এবম্বিধ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করত অপার-সীম দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে ধারাবাহী অশ্রু-ধারা দর্ দর্ ধাবে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মজকে যথোচিত উত্তেজনাবাক্য পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং বিনোদ স্বীয় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যতই ছলনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা সে সমস্ত অনবধানতা পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরোধ ও যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিনোদ এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ বিপন্ন জ্ঞান করত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া নানা-প্রকার আধিভৌতিক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পরিশেষে অগত্যা পিতার নির্ব্বন্ধাতি-শয়ের পরবশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে দূর হইতে জ্ঞানদা এই সমস্ত সন্দর্শন ও শ্রবণ করত ঊর্দ্ধশ্বাসে বিনোদিনীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বিনোদিনী স্বীয় সখীকে সহসা তাদৃশ ভাবাপন্না দেখিয়া অবি-লম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সহচরি? কি হইয়াছে? কোন রূপ বিপদ্‌পাত ত হয় নাই? হঠাৎ তোমার ঈদৃশী অবস্থান্তর হইল কেন? কারণ কি? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তচ্ছ্রবণে জ্ঞানদা কিঞ্চিৎকাল কিছুই প্রত্যুত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরিশেষে বিনোদিনীকে নিতান্ত শ্রবণেচ্ছু দেখিয়া বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, সখি! বলব কি, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে

যে আশঙ্কার পরবশ হইয়া তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ এই বিগর্হিত পথানুবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, বুঝি বা দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগই করিতে হইল। এতদিনে বুঝিলাম, বিধাতা আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া এই স্বজনবিহীন স্থানে কিরূপে অধিবাস কার যাইতে পারে? এইরূপ বলিতে বলিতে জ্ঞানদার লোচনযুগল হইতে খেদাশ্রুপাত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিনোদিনী সঙ্কুচিতচিত্তে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, কি সখি! কি হইয়াছে? তোমার এবম্বিধ অভূতপূর্ব্ব দুঃখোদয়ের কারণ কি? শীঘ্র ব্যক্ত করিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ কর। জ্ঞানদা কহিল, সখি! দেখিলাম, বিপ্রতনয় তাঁহার পিতার সমভিব্যাহারে স্বদেশে গমন করিলেন।

আহা! ঘনীভূত প্রণয়ের কি অনির্ব্বচনীয় মহীয়সী ভাবমাধুরী! যে বিনোদিনী অনতিপূর্ব্বে অভিমান বশতঃ মনে মনে নানামত বিতর্ক করিতেছিলেন, এক্ষণে সহসা সহচরীর মুখে এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একেবারে যেন অন্ধকারময় পাতালতলে অবতীর্ণা হইলেন এবং বারম্বার শিরে করাঘাত করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন। হা নাথ! এ প্রপন্না হতভাগিনীর কি দুর্দ্দশা করিলেন? সখি। আমার কি ছার অভিমানই কাল হইল? এরূপ বিপদ্‌পাত হইবে জানিলে মনের দুঃখ মনেই রাখিতাম। হায়! আমি জাতি, কুল, মর্য্যাদা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যাহার আশ্রয় লইলাম, কি আশ্চর্য্য! তিনিই আমাকে উপেক্ষা করিলেন? সহচরি আমার আর এ ছার প্রাণে প্রয়োজন কি? হয় হলাহল পানে,

না হয় প্রজ্জলিত অনলশিখায় প্রবেশ করিয়া এই দুঃসহ দুঃখ-রাশির একশেষ করিব। নতুবা অন্তঃকরণে এরূপ বিরহাগ্নি থাকিতেই বা অন্য প্রকার মরণোপযোগী উপহারে প্রয়োজন কি? হায়! স্ত্রীলোকের হৃদয় কঠিন, এই জন্যই হউক, এই হতভাগিনীকে চিরকাল দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইবে বলিয়া হউক কিম্বা দৈবের প্রতিকূলতা বশতই হউক, না জানি কি নিমিত্ত এই হতভাগিনীর প্রাণ এখনও বহির্গত হইতেছে না। হা হৃদয়বল্লভ! এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথায় শিখিলে? হা নাথ! ছার নারীর অভিমান ব্যতীত আর অন্য ধন কি আছে? তুমি বিনা এ অভাগিনীর উপদ্রব আর কে সহ্য করিবে? আহা! যাহার নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, এমন কি, গুরুতর লোকবিনিন্দ্য কার্য্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আজীবন জন-সমাজে অবজ্ঞাস্পদ হইলাম, হা সখি! আমি কটাক্ষমাত্র যে অসামান্য রূপনিধান যুবা পুরুষের অলৌকিক ও অপার গুণগ্রাম বিষয়ে সংজ্ঞারহিত হইয়া অপ্রতিবাধে যাহার করগ্রাসে আপন যৌবনরথ সমর্পণ করিয়াছিলাম এবং যিনি আজীবন আমাকে আশ্রয় দানে বিরত হইবেন না বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ছিলেন; সহচরি! তিনি কি অবলাসুলভ জঘন্য অভিমান-রূপ ছিদ্র বিলোকনে আমাকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিলেন? হা নাথ! এ হতভাগিনী জীবন স্বত্বে কি আর তোমার চরণ সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না? হে জীবিতেশ্বর! এই যে আমার সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া অভাগিনীর অভিমান সংবর্দ্ধিত করিতেছিলে, আবার সহসা এরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিলে কেন?

জ্ঞান শূন্য হয়ে যেন, প্রমত্ত-হস্তিনী।
দিবসে যামিনী জ্ঞান, করে বিনোদিনী॥
কখন নাথেরে যেন, ধরি হৃদাসনে।
আত্মমনে মত্ত ধনী, প্রেম আলাপনে॥
কখন মানে মগনা, মুদিয়ে নয়ন।
জাগিয়ে জাগিয়ে যেন, দেখিছে স্বপন॥
ক্ষণেক দুখের ভরে, করিয়ে রোদন।
বলে নাথ! কৃপা করি, দেহ দরশন॥
সহেনা যাতনা আর, মরি প্রাণ যায়।
রসময়! নিরদয়, হওনা আমায়॥
তোমা বিনা ত্রিজগতে, কে আছে আমার।
তব নাম কণ্ঠে সদা, করিয়াছি সার॥
তুমি মোর প্রাণ নিধি, হৃদয় ঈশ্বর।
তুমি মম রতি মতি, গতি গুণাকর॥
পোড়া বিধি! হয়ে বাম, ঘটালে ব্যাঘাত।
ভাগ্য দোষে বিনা মেঘে, হলো বজ্রাঘাত॥
প্রেমরত্নহার হোব, গলে শোভে ছিল।
বিচ্ছেদ তস্করে তাহা, হরণ করিল॥
প্রণয় অমূল্য নিধি, যতন করিয়া।
হৃদয় মাঝারে রেখেছিনু, লুকাইয়া॥
নয়ন পাহারা ছিল, কেমনে হরিল।
অবলা নিধনে তার, ভয় না হইল॥
হৃদয় পিঞ্জরে মম, তুমি প্রাণ পাখি।
কোথায় পলালে উড়ে, দিয়ে মোরে ফাঁকি?

আসক্তি-শৃঙ্খলে ছিল, চরণ বন্ধন।
কেমনে কাটিয়া তাহা, করিলে গমন?
ওহে চাঁদ! সাধরিল, চকরিণী প্রাণে।
অমর হইব তব, প্রেমসুধা পানে॥
তাহাতে বিচ্ছেদ রাহু, পেয়ে অবসর।
গ্রাসিল নিদয় মোর, হৃদি শশধর॥
সেই হেতু ক্রমে দেহে, দীপ্তি হ্রাস হয়।
নিরাশ তিমিরে প্রাণ, কাঁপিছে সভয়॥
হায় সখি! উপায় কি, করিব এখন।
প্রাণধন বিনে প্রাণে, না মানে বারণ॥
যে মলয় পরিমলে, স্নিগ্ধ করে কায়।
আজি তাহা বাজে হৃদে, হুতাশন প্রায়॥
হরিষে বিষাদ হলো, মনাগুণে মরি।
অবলা এ দুখ জ্বালা, কেমনে সম্বরি॥
ব্যাধের স্বভাব সে যে, স্বপনে কে জানে।
নাশিবে অবলা মৃগী, অদর্শন বাণে?
ঘুচাইল ছিল যত, মন অভিলাষ।
হতাশ কাননে মোরে, দিল বনবাস॥
আর কি পাইব সখি! সেই মনচোরে?
আর কি বান্ধিব তারে, মম প্রেমডোরে?
মেদিনী না ধরে আর, মম দুখ ভার।
কে জানে এরূপ তার, নিষ্ঠুর ব্যভার॥
সরল স্বভাবে আগে, বান্ধি প্রেম-গুণে।
চিত্তে জ্বালাইল চিতা, বিরহ আগুনে॥

দারুণ মনের দুখ, কব আর কায়।
কলঙ্ক হইল সার হায়! হায়! হায়!
এই রূপে বিনোদিনী, বিরহজ্বালায়।
প্রমদাগণেরে কহে, মনের ঘৃণায়॥
শুন শুন নারী সবে, করি নিবেদন।
এমন গর্হিত কার্য্যে, নাহি দিও মন॥
আমার মিনতি সবে, হৃদে স্থান দিবে।
পরপুরুষের সঙ্গ, কভু না করিবে॥
যে রমণী করে তার, দুর্গতি অশেষ।
দুখ বিনা ইহাতে নাহিক সুখলেশ॥
অনন্ত জীবন হয়, নরক যন্ত্রণা।
এরূপ গর্হিত কার্য্যে, কি ফল বল না?
পতি যদি অন্ধ কিম্বা. হয় গো কুৎসিত।
তথাপি তাহার পদ, সেবিবে নিশ্চিত॥
সুদীন, অক্ষম যদি, হয় সেই জন।
দীনভাবে তার সহ. ধরিবে জীবন॥
কদাচ মনের ভ্রমে, ঘৃণা না করিবে।
সদায় পতির ভাব. হৃদয়ে ভাবিবে॥
তপ জপ অনশন, ব্রত কর্ম্ম যত।
ইষ্ট, নিষ্ঠ, দান, ধ্যানে, রত অবিরত॥
অভাবের অভাব যে, করে বিমোচন।
এ হতে অধিক নিষ্ঠা, পতিপরায়ণ॥
পতিনাম জপ আর, পতি ধ্যান জ্ঞান।
পতি বিনা কামিনীর, নাহি পরিত্রাণ।

যে নারী পতির পদে, রাখে রতি মতি।
শমনেরে ডঙ্কা মেরে, যায় সেই সতী ॥
ভর্ত্তারূপ আভরণে, ভূষিত যে জন।
সার্থক জীবন তার, সার্থক যৌবন ॥
ইহকালে মনোসুখে, রহিবে নিশ্চয়।
চরমে পাইবে ত্রাণ, শাস্ত্রে এই কয় ॥
সীতাসতী দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি।
স্বর্গবাসী হল মন, সঁপে পতি প্রতি ॥
আর কত সতী দেখ, পতির কারণ।
অনলে পতির সহ, ত্যজেছে জীবন ॥
নিজ ভর্ত্তা পরিহরি, অন্যে উপাসনা।
যে নারী করিবে শেষে, পাইবে যাতনা ॥
আমিত প্রত্যক্ষ ফল, পাইতেছি তার।
আর কত শত আছে, প্রমাণ প্রচার ॥
অতএব সাবধানে, কর অবধান।
বিপাকে পড়িয়ে যেন, হারাও না প্রাণ ॥
নিশ্চয় জানিহ পর, না হয় আপন।
পরেরে সঁপিলে প্রাণ, হবে জ্বালাতন ॥
দেবী বলে বিনোদিনি! মিছে ভাব আর।
জাননা কি এ পথের, সার হাহাকার?
প্রণয় পরম নিধি, সুখের হইত।
বিচ্ছেদ আতঙ্গে, অঙ্গ যদি না দহিত ॥
সে যাহক্ ধৈর্য্য ধর, করো না রোদন।
কভু যদি তোর ভাগ্যে, হয় লো মিলন ॥

এই রূপে বিনোদিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।
বলে বিধি হায়! হায়! ঘটাইলি একি দায়,
কিরূপেতে ধরিব জীবন?
বিনে সেই চিত্তচোর, কি ফল জীবনে মোর,
অনিবার দুখে তনু দহে।
যার লাগি প্রাণ ধরি, সেই গেল পরিহরি,
অবলার প্রাণে কত সহে?
করিয়ে যাহার আশ, ছাড়িলাম গৃহবাস,
সঁপিলাম যারে রতি মতি।
তাহারে করিয়ে সার, না হইনু অন্য কার,
না করিনু মায়েরে ভকতি॥
কুলে দিয়ে চুন কালি, মাথায় কলঙ্ক-ডালি,
নিশি দিন ধরি যার তরে।
ধিক্ রে অদৃষ্ট! তোরে, কত দুখ দিবি মোরে,
সেই গেল মোরে পরিহরে॥
এই মতে নিশি দিন, ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ,
অশ্রুজলে বক্ষ ভেসে যায়।
দ্বিগুণ হয়ে প্রবল, বাড়িল বিরহানল,
খেদে সদা করে হায়! হয়!!
নাহি জ্ঞান পূর্ব্বাপর, ব্যথিত হয়ে অন্তর,
বলে সখি! বিফল এ প্রাণ।
না হেরে সে প্রাণধন, উচাটন প্রাণ মন,
কিসে দুখ হবে অবসান॥

সহে না যাতনা মোর, চরণে ধরি গো তোর,
দেহ বিষ করিব ভক্ষণ ॥
সখীর বচন শুনি, জ্ঞানদা প্রমাদ গণি,
বিষাদিতা হইয়ে তখন।
ধরি তার যুগ্মকর, বলে সখি ধৈর্য্য ধর,
অনর্থক করো না রোদন ॥
বিধাতার লিপি যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা,
কেন বৃদ্ধি কর দুখানল ?
গুরু জন পরিহরি, যে আশ্রমে ঘর করি,
পাইতেছি তার প্রতিফল ॥
করিছিনু কত পাপ, সেই হেতু মনস্তাপ,
পাইতেছি মোরা পুনঃ পুনঃ।
কেন থাক দুখ ভরে, উঠ সখি ! ত্বরা করে,
মাথা খাও মোর বাক্য শুন ॥
নাহি মানহ নিষেধ, কেবলি করিছে খেদ,
কেন কর দেহ অবসান।
দূর কর মনঃভ্রম, দুখ কর অতিক্রম,
বিপদেতে হারাও না জ্ঞান ॥
দ্বিগুণ করহ বল, নিভাও বিরহানল,
আশাবারি সেচন করিয়ে।
শমগুণে বান্ধ চিত, কেন কর বিপরীত,
কি হইবে অনর্থ ভাবিয়ে ॥
বিষম পিরিতিবনে, দুখরাশি ব্যাঘ্রগণে,
অনশনে করিছে ভ্রমণ।

পাইলে বিচ্ছেদ-প্রাণী, জীবনে করিতে হানি,
প্রাণপনে হয় সযতন ॥
এই কর প্রণিধান, হও সখি সাবধান,
উতলার কর্ম্ম এই নয়।
খেদ কর অকারণ, পাবে তব প্রাণধন,
বিধি যদি হন্ গো সদয় ॥
আমি জানি বিপ্রসুত, অসামান্য গুণযুত,
শান্তমতি সুশীল সুজন।
আকুল হেরে পিতায়, ভাবি চিন্তি নিরুপায়,
তার সহ করেন গমন ॥
তোমার বিরহে যার, হয়েছিল শীর্ণাকার
সে কভু কি আছয়ে সুস্থির।
যে জন সুজন হয়, সদা ধর্ম্মপথে রয়,
পরদুখে সর্ব্বদা অস্থির।
মহৎ উচ্ছিষ্ট স্থান, হয় অতীব প্রধান
এই জন্য সর্ব্বলোকে কয়।
তাই বলি বিনোদিনি, হইও না সন্তাপিনী,
ত্যজ তব মনের সংশয় ॥
বিপদে পড়িলে পরে, জ্ঞান বুদ্ধি যায় হরে,
সুঘটেতে কুবুদ্ধি ঘটায়।
তার সাক্ষ্য মহাবল, বিচক্ষণ নৃপ নল,
রাজ্য ছাড়ি যবে বনে যায় ॥
দময়ন্তী তার সতী, সাধ্বী, শুদ্ধা পতিমতি,
স্বামী সহ করিল গমন।
কলিকোপে সে ভূপতি, হইয়ে ব্যাকুল অতি,
যুবতীরে করিল বর্জ্জন ॥

ক্ষুধিত নির্ব্বোধ-সহ, কেন ভাব অহরহ,
বিপাকে পড়িয়ে লোকে দেখ।
এমন যে নিজ সতী, তাহাকেও ত্যজি পতি,
অধিক কি করিব উল্লেখ ॥
মোর মনে এই লয়, বিপাকে বিপ্রতনয়,
করেছেন অগত্যা গমন।
এই মোর যুক্তি ধর, পত্র লিখিয়ে সত্বর,
যথা তিনি করহ প্রেরণ ॥
লিখ সব সমাচার, ইহাতে অবশ্য তাঁর,
সমুচিত কৃপা উপজিবে।
পরেতে নিতান্ত বাম, হন যদি গুণধাম,
অবিরাম কত বা ভাবিবে ॥
অদৃষ্টের ফল যাহা, আছে গো ঘটিবে তাহা,
এ পথের জেন এই রীত।
শুনিয়া নবীন কয়, যুক্তি বড় মন্দ নয়,
এ সময় এইত বিহিত ॥

অনন্তর বিনোদিনী অভিনিবেশ পূর্ব্বক সখী-মুখে এই সমস্ত হিতোপদেশ বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করত মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সহচরী যেরূপ অভিসন্ধি অবধারণ করিয়াছে, বোধ করি, ইহা এই অবসন্ন অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে অনুরূপই বলিতে হইবে, কোনক্রমে অশ্রদ্ধেয় বা অবজ্ঞাস্পদ হইতে পারে না। ইহাই অবধারিত করিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে যাবতীয় আন্তরিক অভিপ্রায় সকল, হৃদয়-রাজের নিকট আবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রী—নাথ! সতত ভাবি শ্রীপদের—শ্রী।
জ্বলিছে বিরহানল বল না কি করি?
ম—রি হায়! প্রাণ যায় ওহে গুণ ধা—ম।
কি দোষে দাসীর প্রতি হলে এত বাম!
তী—ক্ষ্ণ বাণে নাশে মার পাইয়ে যুব—তি।
কি হবে বলনা নাথ! দুখিনীর গতি॥
ন—বীন নীরদ জালে ব্যাপৃত গগ—ন।
বরষা বরশা জ্ঞান হতেছে এখন॥
বা—রণ সমান তনু হলো ভাবি ভা—বী।
কেমনে ধরিব ধৈর্য্য সদা মনে ভাবি॥
ন—হেক সুস্থির চিত্ত চপলা যেন—ন।
প্রাণ ধন তোমা বিনে কে করে সান্ত্বন॥
কা—মিনী কমল বনে ফুটিল কলি—কা।
তুমি অলি বিনে হৃদে জ্বলে দুখ শিখা॥
লী—লা করে চাতকিনী হেরে নব-কা—লী।
হে নাথ! বিরহে তব দেহ করি কালি॥
দে—হ ক্ষীণ দিন দিন দারুণ বিচ্ছে—দে।
নিরধার নীরধার বহে মন খেদে॥
বী—তি হীনা আমি নাথ! তব অনুজী—বী।
তব অদর্শনে ভাবি ভবন অটবী॥
র—মণীর হৃদীশ্বর বিনে ধন আ—র।
অন্যে নাহি হেরি প্রাণ! অবনী মাঝার॥
চি—ত্ত তব সহবাসে সদা থাকে শু—চি।
তোমা বিনে ছার প্রাণে নাহি প্রাণ রুচি॥
ত—ব পদ সেবিতে বাসনা অবির—ত।
অধীনীর নিবেদন জেন মনোমত॥

শিরীষসুকোমলা নবযৌবনা বিপ্র-নন্দিনী বিনোদিনী নব-বিরহ-বেগ সম্ভূত ভাবরাশি দ্বারা দুর্নিবার দুঃখবেগ পত্র-প্রবন্ধে সুসম্পন্ন করত পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিগোচর করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখ-শশী যেন প্রগাঢ় দুঃখরূপ রাহু-গ্রাসাচ্ছন্ন হইয়া, একেবারে মলিন হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ দুর্নিবার দুঃখবেগ পরিবর্দ্ধিত হওত নিতান্ত উদাসীন ভাবাপন্না হইয়া নানা প্রবন্ধে পুনরায় পত্রোপরি বিরহাধিক্য-সম্ভূত ভাবসমূহ সংযম করিতে আরম্ভ করিলেন।

দুখিনীর নিবেদন, শুন প্রাণেশ্বর!
লিপি দৃষ্টে কৃপা দৃষ্টি, করিবে সত্বর॥
দরশন দিয়ে দেখ, দুখিনীর দশা।
তোমা বিনে ছাড়িয়াছে, জীবন লালসা॥
মরি তাহে নাহি খেদ, ওহে গুণময়।
বড় খেদ রহিবেক, নিদেন সময়॥
দর্শন বিহীনা হয়ে, আরাধ্য চরণে।
কিফল আছয়ে মোর, মরণ জীবনে॥
তব করে প্রাণকান্ত! সঁপিয়াছি মতি।
তোমা বিনা অধীনীর, নাহি অন্য গতি॥
অভিমান ছিদ্রে বুঝি, পেয়ে অবসর।
কাটিলে প্রণয় প্লাশ, ওহে প্রাণেশ্বর॥
দুখের সাগরে প্রাণ, রাখিতে না পারি।
রক্ষা কর ওহে সখা! হৃদয়কাণ্ডারি॥
বিচ্ছেদ তরঙ্গে এবে, যায় প্রাণ, প্রাণ।
শীঘ্র আসি গুণমণি, কর পরিত্রাণ॥

আমার মনের দুখ, কারে আর কব।
অবলা বিরহ জ্বালা, বল কত সব ॥
তোমা বিনে কে জানিবে, ওহে মহাশয়!
বিরহ যাতনা আর, প্রাণে নাহি সয় ॥
তোমা বিনে দুখিনীর, এতেক দুর্গতি।
তোমার কারণে সদা, আছি দুঃখমতি ॥
সতত জ্বলিছে হৃদে, বিরহের রাশি।
কেমনে ধরিয়া ধৈর্য্য, হব গৃহবাসী?
দিন দিন দুখবেগ, হতেছে প্রবল।
কদিন এ ক্ষীণ দেহে, রহে বল বল?
কৃপা করি কৃপা কর, এই নিবেদন।
দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ, সহেনা বেদন ॥
সত্য সত্য ত্রিসত্য, করিয়ে নাথ বলি।
তব নাম স্মরি প্রাণ! প্রাণ দিব বলি ॥
প্রমদায় প্রেমদায়, ঘটিল এখন।
তব অদর্শন বাণে, দহিছে জীবন ॥
হেরিতে বাসনা হৃদে, তব চন্দ্রানন।
কৃপা করি দরশন, দেহ শ্রীচরণ ॥
দেবী কহে কেন ভেবে, হও শীর্ণাকার।
সে নাগর তোমা বিনা, নহে অন্য কার ॥
অতি মানে হারায়েছ, হৃদয়ের ধন।
কি হবে এখন মিছে, করিলে রোদন?

বিনোদিনী এইরূপ বিষাদিতচিত্তে ও অতিশয় অধ্যবসায়

সহকারে বিরহপ্রকাশক লিপি সহচরীর নিকট অধ্যয়ন করিয়া অবিলম্বে প্রাণবল্লভের নিকট প্রেরণ করিলেন।

যথাকালে বিপ্রতনয় প্রিয়তমার পত্রিকা প্রাপ্ত একেবারে মহোল্লাসে হতজ্ঞানের ন্যায় লিপিখানি কথন বা হৃদয়ে এবং কথন বা শীর্ষোপরি সংস্থাপন করিয়া বারংবার চুম্বন করিতে-ছিলেন; ইত্যবসরে তদীয় লোচনযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগ-লিত হইতে লাগিল।

পরিশেষে তিনি পত্রের আদ্যোপান্ত অবধান পূর্ব্বক দৃষ্টি-গোচর করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন; প্রিয়-তমা মদীয় অদর্শনে যেরূপ বিরহবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে ত্বরায় তৎসন্নিধানে গমন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আপাততঃ তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করি। বোধ করি, তাহাতে তদীয় বিরহজাত যাতনারাশি কথঞ্চিৎ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। নতুবা কি জানি যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ আমার গমনের কালবিলম্ব হয়, তাহা হইলে প্রেয়সী অধৈর্য্যা হইয়া কোনরূপ অত্যাহিতও ঘটাইতে পারেন; ইহাই ভাবিয়া বিপ্রতনয় বিনোদিনী-প্রদত্ত পত্রিকার প্রত্যুত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

হায় প্রিয়ে! লিখি কি, পত্রের উত্তর।
কেবলি বাড়িছে দুখ, উত্তর উত্তর॥
তোমার বিরহ ভাব, প্রণিধান করি।
উথলিল দুখসিন্ধু, কেমনে সম্বরি॥
কি করিব বিধুমুখি, ভেবে প্রাণাকুল।
কালী বিনা অকূলের, কেবা দেয় কূল॥

দুনয়নে ধারা বারি, বহে অনিবার।
যে দিকে নিরখি সব, হেরি শূন্যাকার।
দুখ-কর পত্র হেরি, বিরহ আগুন।
জ্বলিল আমার হৃদে, হইয়ে ত্রিগুণ॥
তোমাময় রূপ হেরি, অনলে সলিলে।
হৃদয়ে দেখিতে পাই, নয়ন মুদিলে॥
একেত বিরহে তব, দুখিত অন্তর।
তাহাতে বিষাদ পুন, বাড়িল বিস্তর॥
অভিমান সমাধান, করিতে অক্ষম।
হইয়ে পেতেছি যত, দুখ অনুপম॥
লিখিয়া সে সব প্রিয়ে, জানাইব কত।
জানেন অন্তরযামী, মম সে ভাবত॥
দৈব হলে প্রতিকূল, কে করে বারণ।
নতুবা এরূপ কেন, হইবে ঘটন॥
এরূপ বিচ্ছেদ কভু, হবে বলে প্রাণ।
ধর্ম্ম জানে স্বপনেও, নাহি ছিল জ্ঞান॥
বন্দী প্রায় নিরুপায়, করি বিলোকন।
নিদয় নিষ্ঠুর সম, করেছি বর্জ্জন॥
বিরস বদন হেরি, আসি গৃহবাস।
যে দুখে দহিছে চিত, না হয় প্রকাশ॥
শয়নে স্বপনে সদা, ভোজনে গমনে।
হৃদয় ব্যথিত মম, তোমার কারণে॥
হায়! হায়! কব কায়, মনেরি বেদনা॥
তোমা বই প্রেমময়ি, কে করে সান্ত্বনা।

অবিরত দুখ যত, পেতেছি ভবনে।
তোমা বিনে অন্য জনে, জানাব কেমনে॥
দাবানল সমানল, হৃদিমাঝে জ্বলে।
দিন দিন তনু ক্ষীণ, বিরহ অনলে॥
তোমা হারা হয়ে সারা, হলো প্রাণ প্রাণ।
শেল হেন হানে যেন, অদর্শন বাণ॥
পিতা হয়ে প্রতিকূল আনিল আমায়।
প্রাণ! প্রাণ ছাড়ি আমি, আছি শূন্য কায়॥
কিরূপে যাইব প্রিয়ে, তোমার সদনে।
উপায় না দেখি হায়, ভাবি মনে মনে॥
পিতা মাতা রাখিয়াছে, মোরে বন্দি-প্রায়।
নয়নের আড় কভু, না করে আমায়॥
যে দুখ পেয়েছি প্রাণ, বর্ণিতে বিস্তর।
পুন তব সহবাসে, করিব অন্তর॥
ঘরে পরে যে যন্ত্রণা, সদা সহ্য করি।
তোমা বিনে কে জানিবে, আহা! মরি মরি
বন্ধু যারা ছিল তারা, এবে শত্রু প্রায়।
হতাশ অর্ণবে মোরে, ডুবাইতে চায়॥
শতেক বৃশ্চিকে যদি করয়ে দংশন।
যদি হতে হয় মোরে, অনলে নিধন॥
যদি মোর যায় প্রাণ, করীর দলনে।
যদি মোর প্রাণ বধে, পাষাণ চাপনে॥
যদি গিরি হতে মোরে, করয়ে নিক্ষেপ।
তাহে প্রিয়ে অণুমাত্র, না করি আক্ষেপ॥

যদি মোর সিন্ধু নীরে, হয় রে মরণ।
তব নাম স্মরণেতে, ত্যজিব জীবন ॥
কায়মনে সনাতনে, সদা করি ধ্যান।
প্রেমসুখে তব সহ, যায় যেন প্রাণ ॥
অধীরা হয়েছ কেন, বিধুমুখি প্রাণ।
তব দুখ উক্তি হেরি, হরে মোর জ্ঞান ॥
দিন দিন দেহানল, হতেছে প্রবল।
গুমায়ে গুমায়ে যেন, জ্বলে তুষানল ॥
তোমার বিষাদে ভাবি জ্বালা যে পড়িল।
কেমনে ভবনে রব, প্রমাদ ঘটিল ॥
কিন্তু এই নিবেদন, শুন প্রাণপ্রিয়ে!
মিলন সলিলে যেন, স্নিগ্ধ হই গিয়ে ॥
অন্য কোন ধনে মম, অভিলাষ নাই।
যোড় করে শুদ্ধ তব, মান ভিক্ষা চাই ॥
চরণের রেণু হয়ে, রহে যেই জন।
দেখ প্রিয়ে তাহা যেন, করো না বঞ্চন ॥
ধরণীতে তুমি ধন্যা তুমি ধন্যা ধনি।
ঘোষণা রাখিবে প্রেম, শিখিবে অবনী ॥
নিজ গুণে ক্ষম যদি, মম অপরাধ।
তবেত ঘুচিতে প্রিয়ে, মনের বিষাদ ॥
অনুগত শত দোষে, দোষী হলে প্রাণ!
ঠেলিতে তাহারে পায়, হয় না বিধান ॥
আর কি লিখিব প্রিয়ে, দুখে তনু দহে।
তব অদর্শন বাণ, প্রাণে নাহি সহে ॥

না হেরে ও চন্দ্রানন, হেরি শূন্যময়।
অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ বিদরে হৃদয় ॥
মাথা খাও স্থির হয়ে, থেক প্রেমময়ি।
অবিলম্বে যাব আমি, সত্য করে কই ॥
একাননে কি বলিব, হারে পঞ্চানন।
কানন সমান জ্ঞান, হতেছে কানন ॥

বিপ্র-তনয় উল্লিখিত ছন্দপ্রবন্ধে পত্রিকা লিখিয়া অবিলম্বে প্রিয়তমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু কি করেন, পিত্রালয়ে একপ্রকার বন্দীভাবাপন্ন হইয়া কালাতিবাহিত করিতেছেন, সুতরাং আপনাকে নিরুপায় ভাবিয়া বারম্বার হুতাশ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তদীয় হৃদয়স্থিত বিয়োগাগ্নি এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি কোনক্রমে সেই অনিবার্য্য বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পাষাণের প্রায় ফেলে, এসেছি প্রিয়ায়।
মোর সম কঠিন কে, আছে এ ধরায় ॥
দিবা নিশি সুখী চিত, যার সহবাসে।
কিরূপে না হেরে তারে, প্রাণ বাসে বাসে ॥
চন্দ্র জিনি মুখপদ্ম, হৃদে বিদ্যমান
সুধা জিনি মুখামৃত, যার হয় জ্ঞান ॥
কেমনে ধরিব প্রাণ, না হেরে তাহায়।
প্রেমদায় প্রমদায়, প্রাণ যায় হায়!
হায় প্রিয়ে কোথা প্রিয়ে কবে প্রিয়ে পাব ॥

তোমার বিরহ জ্বালা, হেরিয়া যুড়াব ॥
আহা ! আহা ! মরি মরি, স্মরি তব গুণ ।
আর কি থাকিতে প্রাণ, দেখা পাব পুন ?
পিতঃ মাতা রাখিয়াছে, মোরে বন্দী প্রায় ।
কেমতে সদনে যাব, না দেখি উপায় ॥
এত দিনে বুঝি মোর, সত্য ভ্রষ্ট হয় ।
পলকে পলকে জ্ঞান, হতেছে প্রলয় ॥
আর কি থাকিতে প্রাণ, সে বিধুবদন ।
হেরিয়া হইবে স্নিগ্ধ, মম প্রাণ মন ॥
হায় ! প্রিয়ে ফাটে হিয়ে, না হেরে তোমায় ।
তোমার বিরহতাপে, বুঝি প্রাণ যায় ॥
আহা ! আহা ! উহু উহু মরি মরি মরি ।
কেমনে থাকিতে প্রাণ, সে ধনে পাসরি ॥
রে অদৃষ্ট ! কি অনিষ্ট, ঘটালি আমায় ।
এ দায়ে বিদায় প্রাণ, চাহে প্রিয়া দায় ॥

এদিকে বিনোদিনী প্রাণবল্লভের বিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া অহর্নিশি ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ অন্তঃকরণে কালযাপন করিতে থাকেন। একদা তিনি আপন প্রিয়সহচরী জ্ঞানদার সহিত অনন্যমনে বিপ্রতনয়ের প্রেমময় সাধু স্বভাবের গুণানুবাদ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহারই করাঙ্কিত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর বিনোদিনী সহসা প্রাণকান্তপ্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে ব্যস্তসমস্তা হইয়া মুদ্রা-ভঞ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু খুলিবেন কি ? একে-

বারে, জ্ঞানশূন্যা হইয়া কর-কম্পন প্রযুক্ত লিপিখানি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে তিনি সাতিশয় প্রযত্ন সহকারে পত্রখানি খুলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিপ্র তনয়ের আশ্বাসকৃত বচন পরম্পরায় যথোচিত বিশ্বাস করিয়া মহোৎসাহে তাপিত প্রেম-তরুমূলে আশাবারি সেচন করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

একদা বিনোদিনী দিবাবসানকালে সহচরী জ্ঞানদার সহিত বাটীর সন্নিহিত এক কুসুমকাননে স্নিগ্ধকর পবিত্র পরিমল সেবন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তরু ও পুষ্পগণের পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে প্রাণবল্লভের বিরহাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হওয়াতে তিনি চপলাচল-চিত্তে সত্বরে ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বিষণ্ণ অন্তঃকরণে শয্যোপরি শয়ন করিয়া সহচরীকে সম্বোধন করত কহিতে আরম্ভ করিলেন, সখিরে!

আইল বসন্তরাজ, কান্ত নাহি আসিছে।
ওলো জ্ঞানোদিনি মোর, ভয়ে প্রাণ কাঁপিছে॥
পিক আদি সেনাচয়ে, সাজ সাজ কহিছে।
রাজা হয়ে কেবা কোথা, হেন কর্ম্ম করিছে॥
ফুলবাণ দিয়া টান, শেল হেন হানিছে।
কুরঙ্গিণী সম প্রাণী, বিরহিণী বধিছে॥

হরকোপানলে ভস্ম, কেবা বলে হয়েছে।
নাথহীনা হেরে মোরে, সদা জ্বালা দিতেছে॥
শাখী পরে পিকবর, কুহুরব করিছে।
শ্রবণেতে বাজ সম, মম হৃদে বাজিছে॥
কাননেতে শুকশারী, সদা গান করিছে।
নাথের মধুর স্বর, মম মনে পড়িছে॥
মন্দ মন্দ সমীরণে, মম অঙ্গ দহিছে।
পুষ্প সব বিকসিত, মোরে দেখি হাসিছে॥
হংস হংসী সরোবরে, সদা কেলি করিছে
কুমুদিনী বঁধূ লয়ে সুখ-নীরে ভাসিছে॥
মোরে হেরি বলে গোর, নাথ পানে চাহিছে।
তাহা শুনি চক্রবাক্, করতালি করিছে॥
হায় সখি! নাথ বিনে, কত প্রাণে সহিছে।
অনিবার মম হৃদে, হুতাশন জ্বলিছে॥
দেবী শুনি বলে ধনী, ব্যস্ত কেন হইছে।
ওলো জ্ঞানদা ধনি বল, বিপ্রসুত আসিছে॥

অনন্তর বিয়োগবিহ্বলা বিনোদিনী হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রাণকান্তের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় নিরাশ্বাসিনী হওত প্রিয়সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখিরে! বুঝি জীবিতেশ্বর এ অধিনীকে কেবল লেখনী দ্বারাই বিমুগ্ধ করিয়াই রাখিলেন। নতুবা এরূপ কালবিলম্ব হইবারই কারণ কি? হায়, এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার আসার আশারূপ জলদ-জাল মদীয় হৃদয়াকাশে উদিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুর্ভাগ্য স্বরূপ প্রবল প্রতিকূল বায়ু প্রভাবে সে সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দেখিয়া আমার নীরা-

কাঙ্ক্ষিণী শুষ্ককণ্ঠা আশাচাতকিনী নিরাশ্বাসিনী হইয়া নৈরাশ্য স্বরূপ শূন্যমার্গে নিয়ত পরিভ্রমণ করত বুঝিবা সেই জীবন আশয়ে জীবন পরিহার করে।

বিনোদিনী এইরূপ দুর্নিবার-বিরহ-বেদনায় আকুলা হইয়া পুনরায় জ্ঞানদাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সহচরি!

(ন) ব অনুরাগে হলো বিরহ ঘটন।
ন (বী) ন কালেতে যেন, প্রবীণ লক্ষণ॥
যৌব (ন) বিফল ভাবি, প্রাণ নাহি রয়।
কোমল (কা) মিনী প্রাণে, কত জ্বালা সয়॥
যে বলে ব (লী) রে আমি, শূলীদেব জানে।
তাহার বিচ্ছে (দে) প্রাণ, প্রবোধ না মানে॥
শঠ-বাদী মায়া (বী) র, মায়া বোঝা ভার।
মুখে সুধা লম্পটে (র) হৃদে হয় আর॥
প্রেম-বনে বধে প্রাণে (বি) চ্ছেদ ভুজঙ্গ।
এবে যাতে পাই ত্রাণ, ক (র) সে প্রসঙ্গ॥
হইল কর্ম্মের গুণে, সমু (চি) ত ফল।
এখন উচিত যেবা, সুবিহি (ত) বল?
হা অদৃষ্ট! ভাগ্যদোষে, হলো কি (কা) ব্য?
দেবী কহে যাবে দূরে, তব ভাব ভা (ব্য)॥

বিরহ-তাপিতা বিনোদিনী সখী-সন্নিধানে প্রতি নিয়তই এবম্প্রকার দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু এই অবধিই তাঁহার আশালতা গভীর সাগর গর্ভে নিহিত হইল; যাহার প্রণয়বশে ডুবিয়া কুল, শীল, লজ্জা, জননী, বন্ধু সকলকেই পরিত্যাগ করিলেন, আর তাহার মুখ কমল দেখিবার আশা রহিল

না। ক্রমে ক্রমে বিনোদের হৃদয় হইতে সেই প্রগাঢ় প্রণয় অন্তর্হিত হইয়া গেল; আর তিনি বিনোদিনীর নাম মাত্রও স্মরণ করিতেন না সুতরাং বিনোদিনী আপন মনোদুঃখে কালযাপন করত স্বকৃত কর্ম্মের অনুসোচনা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একদা হেমন্তের সূর্য্যোদয়কালে বিনোদিনী অতিশয় শাতার্ত্তা হইয়া প্রাসাদশিখরোপরিভাগে উপবেশন পূর্ব্বক গ্রাম্য প্রমদাগণের পদ্ধতিক্রমে সুখ-সেব্য আতপতাপে কলেবর উষ্ণ করিবার অভিলাষে এক যোড়া উর্ণার উপানৎ প্রস্তুত করিতেছেন, এই অবকাশে সৌদামিনী নাম্নী জ্ঞানোদিনীর বর্ষীয়সী সহোদরা লোকপরম্পরায় তাহাদিগের অনুসন্ধান করত, তথায় আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। বিনোদিনী সহসা তাহাকে বিলোকন করিয়া আস্তে ব্যস্তে প্রাসাদোপরি হইতে অবতীর্ণা হইয়া মহাসাদরে আহ্বান করিলেন এবং উপবেশন করিবার নিমিত্ত একখানি আসন নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। অনন্তর বিনোদিনী তাহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌদামিনি! আমার জননী এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় আছেন? তিনি শারীরিক ভাল আছেন ত? ইহা শ্রবণ করিয়া সৌদামিনী ক্ষণকাল কিছুই প্রত্যুত্তর না দিয়া নিস্তব্ধা রহিলেন। এতদ্দর্শনে বিনোদিনী সাতিশয় সঙ্কুচিতা হইয়া এরূপ আগ্রহ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন যে, সৌদামিনী কোন ক্রমে সেই কথা সংগোপন রাখিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন, ঠাকুরাণি! সে কথা অনর্থক কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া আসিলে পর, তিনি আপনার অনুসন্ধান না পাইয়া তদীয় উদ্দেশেই তীর্থপর্য্যাটন উপলক্ষে নানাস্থান পরিভ্রমণ করত প্রায় বর্ষত্রয় পরে শীর্ণা, ক্ষীণা ও মলিনা হইয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে শোকে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া, প্রায় অনবরত একাদশ দিবস অনশনে হাহাকার ধ্বনি করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে ২ লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব ঠাকুরাণি! সে সমস্ত মর্ম্মভেদী কথা আর কি বলিব! ইহা শ্রবণমাত্র বিনোদিনী অপরিস্ফুট বচনে কহিয়া উঠিলেন, সৌদামিনি! কি কহিলে? তবে কি জননী জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন? বলিতে বলিতে বিনোদিনী একেবারে জ্ঞানশূন্যা হওত ধরাতলে পতিতা হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরঅন্তরীক্ষ যেন মেঘ-মালায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, মধ্যে মধ্যে খঞ্জন-লাঞ্ছিত বিমুদ্রিত নয়নদ্বয় উন্মীলিত হওয়াতে অপূর্ব্ব প্রভা লক্ষিত হইতে লাগিল এবং বিন্দুপাতের ন্যায় লোচন-বারি-বিন্দু উপর্য্যোপরি পতিত হইতে আরম্ভ করিল।

আহা মাতৃবাৎসল্য কি প্রবল! লোকে যত কেন দূরদেশে থাকুক না এবং যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক না, এমত কি ভীষণ হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার কালেও অপরিস্ফুট বচনে সকলেই "মা" বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া

থাকে সুতরাং বিনোদিনী যদিও যৌবনমদে মত্ত হইয়া প্রথমাবস্থায় জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল বটে, তথাপি শোণিত সম্পর্কের এরূপ বলবতী আকর্ষণী শক্তি, যে বিনোদিনী সৌদামিনীমুখে জননীর মৃত্যু সম্বাদ আকর্ণন করিয়া একেবারে মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হইলেন। এতদ্দর্শনে জ্ঞানদা রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ব্যজন প্রভৃতি নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, ক্ষণপরে বিনোদিনী সংজ্ঞা প্রাপ্তা হইয়া, ঘূর্ণায়মান আরক্তনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টি-পাত করত মৃদুস্বরে জ্ঞানদাকে কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি আর অনর্থক এ হতভাগিনীর নিমিত্ত এত কষ্ট করিতেছ কেন? আমার এ পাপপ্রাণ কি যাইবার আশঙ্কা আছে? এইরূপ বলিতে বলিতে বিনোদিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা সতি বসুন্ধরে! তুমি মাদৃশী হতভাগিনী পাপকারিণীকে উদরপ্রান্তে স্থান দান করিয়া কি আপন রত্ন-গর্ভা নাম কলঙ্কাঙ্কে অঙ্কিত করিলে? কি এই হতভাগিনীকে জননী-হত্যা-রূপ পাপ-পঙ্কে বিলিপ্তা করিবে বলিয়াই এই উদর-কালকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলে? হা মাতঃ! তুমিই বা কেন অনর্থক স্বেচ্ছাচারে এই হতস্বিনীর শোকে আপনার প্রাণ পরিহার করিলে?

এইরূপে বিনোদিনী, জননীর তরে।
ধরায় বিধরা হয়ে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
বলে কোথা গেলে আ গো জননি আমার।
তোমা বিনা হেরি মা গো, সকলি আঁধার॥

তোমা বিনা ত্রিজগতে, কেহ নাহি মোর।
কেমনে কাটিলে মাগো, হেন মায়া ডোর?
অপরাধী বলে কি মা, ফেলিয়া আমায়।
স্বইচ্ছায় অনশনে, ত্যজিয়াছ কায়?
আগে যদি জানিতাম, ঘটীবে এমন॥
তা হলে কি "মা" তোমারে, করি গো বর্জ্জন॥
অভাগিনী মোর সম, কে আছে ধরায়।
হারাইনু মা তোমারে, আপন ইচ্ছায়॥
আহা! কোথা আছ মোর জননি এখন।
তোমার কারণে মাতঃ! দহিছে জীবন॥
মধুময় বাক্য মোরে, কে বলিবে আর।
তোমা বিনে হেরি "মা" গো সকলি আন্ধার॥
সন্তানে যদি গো মাতঃ, শত দোষ করে।
কুত্রাপি জননী তাহে, নাহি পরিহরে॥
আর কি জননী তব, পাব দরশন?
আর কি তোমার বাক্যে, যুড়াবে শ্রবণ॥
আর কি আমার লাগি, ভ্রমণ করিয়ে।
আর কি ফিরিবে মাতঃ! কান্দিয়ে কান্দিয়ে॥
আর কি আমার নাম, করি উচ্চারণ।
উচ্চৈঃস্বরে জননি গো, করিবে রোদন॥
কেন গো জননী মোরে, নিদয়া হইলে।
অপরাধী বলে কি মা, চরণে ঠেলিলে॥
কত লাজ পাইয়াছ, আমার কারণ।
কত সহিয়াছ মাতা, লোকেরি গঞ্জন॥

কৃপা করি আসি মাগো, হের একবার।
কি দশা হয়েছে দেখ, কন্যার তোমার॥
এত যে করিতে স্নেহ, কেমনে ভুলিলে।
আমার কপাল ক্রমে, পাষাণী হইলে।
আমারে রাখিয়ে মাতঃ! গৃহেরি ভিতরে।
কভু না যাইতে কোথা, তিলেকের তরে॥
কেমনে সে সব মায়া, পাসরি এখন।
একেবারে জননি গো, করিলে বর্জ্জন॥
আমারে উদরে মাতঃ, করিয়ে ধারণ।
কত আশা করে তুমি, করিলে পালন॥
দুরাচার মন মম, সাধিল কি বাদ!
অকস্মাৎ ঘটাইল, হেন পরমাদ॥
নয়ন থাকিতে আমি, হয়ে অন্ধ প্রায়।
পাষাণ হৃদয় সম, ত্যজেছি তোমায়॥
অলীক মায়ায় মজে, হারা হয়ে জ্ঞান।
তব পদ কোকনদ, না করি সন্ধান॥
আসিয়া পাইনু মাগো, প্রতিফল তার।
কেমনে এ ঘোর পাপে, পাইব নিস্তার॥
হায়! হায়! কি কঠিন, আমার জীবন।
কি সুখে আমার দেহে, রহেছে এখন॥
হৃদয়! এখনি তুই, হরে বিদারণ।
জননীর শোক আমি, করি নিবারণ॥
শমন আমারে ভুলে, রহিলি কোথায়।
লয়ে যা আমারে আছে, জননী যথায়॥

জননী যেখানে গেছে, গণিয়া হতাশ।
ওথায় যাইয়া প্রাণ, দেহ তাঁরে আশ॥
বিষয় বিষম বিষ, করিয়া ভক্ষণ।
কেমনে রহিলি ভুলে, দুর্লভ চরণ॥
আর কেন মোহ বশে, হও হারা জ্ঞান।
দিবানিশি সেই পদ, কর মন ধ্যান॥
জননী বিহনে জীবে, গতি নাহি আর।
তাঁর পদ সদা মন কর, জ্ঞান সার॥
এখন সেখানে যারে, ও পামর প্রাণ।
নতুবা তোমার আর, নাহি পরিত্রাণ॥
কেমনে নৃশংস সম, করি ব্যবহার।
খাইলি মায়ের মাথা, ওরে দুরাচার॥
আরো কি বাসনা তব, আছেরে অধিক।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ তোরে, ধিক্ শত ধিক্॥
দশ মাস উদরে যে, করিল ধারণ।
কঠোর যন্ত্রণা পেয়ে, করিল পালন॥
করিলেন মোর লাগি, যত অভিলাষ।
তুই বাদী হয়ে তাহে, করিলি নিরাশ॥
হায়! কোথা গেলে মাতঃ! তব দেখা পাব।
মনের বেদনা মোর, তোমারে জানাব॥
হায়! হায়! কি হবে গো, আমার দুর্গতি।
করি নাই মা তোমার, চরণে ভকতি॥
হায়! হায়! মোর ভাগ্যে এই ছিল লেখা।
তব মৃত্যুকালে মোর, না হইল দেখা॥

জনমের তরে মনে রহিল যে খেদ।
মৃত্যু বিনা সেই দুঃখ, না হবে উচ্ছেদ।
হায়! হায়! মাতা কত, পাইয়াছ দুখ॥
এড়ায়েছ দেখিবারে, কলঙ্কীর মুখ॥
কোথা গো জননি! মোর সংসারের সার।
তোমা বিনা এজগতে, কে আছে আমার॥
আমারে আমার বলে, নাহি কোন জন।
অসার সংসারে জ্ঞান, হয় গো বিজন॥
তোমা হারা হয়ে মাতঃ; কারে মা বলিব।
অনশনে ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিব॥
কন্যা পুত্র আদি মাতঃ, প্রসবিলে যত॥
কৃতান্তকরাল গ্রাসে, সব হলো হত।
সে শোক সাগরে মাতঃ, হয়ে নিমগন॥
দিবানিশি জননি গো, করিতে রোদন।
আমারে হেরিয়ে মাতঃ, সেই দুখ হ্রাস।
করে ছিলে কথঞ্চিৎ, ধরে ছিলে আশ॥
ক্ষণকাল তরে মাতঃ, না পাইলে সুখ।
মনে হলে তব দুখ, ফেটে যায় বুক॥
অহি সম আমারে "মা" করিয়ে পালন॥
আপনি সাধিলে মাতঃ, আপন নিধন।
ধরায় আসিয়া মাতঃ, যে দুখ পাইলে।
জীবন ত্যজিয়া বুঝি, সব যুড়াইলে॥
তোমার কপালে বিধি, এই লিখেছিল।
যাবত জীবন তব, দুখেতে কাটিল॥

শোকের সাগরে প্রাণ, ত্যজিলে আপনি।
আমারে ফেলিয়ে কোথা, গেলে গো জননি।
এত যে আমাতে মায়া, আছিল প্রবল।
দোষে রোষ করে মাতঃ ভুলিলে সকল॥
এত যে আমারে তুমি, করিতে যতন।
সে সব তোমার কোথা, গেলো গো এখন॥
তব শোকবাণ আর, না পারি সহিতে।
আমারে ডাকিয়ে মাতঃ, লহ গো ত্বরিতে॥
এই রূপে বিনোদিনী, জননী কারণ।
মুক্তকণ্ঠে অবিশ্রান্ত, করেন রোদন॥
থাকিয়া থাকিয়া ধনী, হয় হারাজ্ঞান।
হেরিয়া তাহার দুখ, বিদরে পাষাণ॥
রচিল নবীনকালী, কালীপদে স্মরি।
গ্রহণ করিবে সবে, কৃপাদৃষ্টি করি॥
জননী অমূল্য নিধি, সংসারের সার।
জীবন থাকিতে তাঁর, ঋণ শোধা ভার॥
হেন ধন ছাড়া হয়, যেই দুরাশয়।
জীবনে কি ফল তার, মৃত্যু হয় শ্রেয়॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর বিনোদিনীকে মাতৃবিয়োগ-শোকে সাতিশয় ব্যাকুলা দেখিয়া জ্ঞানদা প্রতিনিবৃত্তা ও অনন্যমনা করিবার অভিলাষে বিনীতবচনে তাঁহাকে নানাপ্রকার শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাক্য

পরম্পরায় কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি বিনোদিনি! তুমি এক্ষণে আর অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করিও না ইতিপূর্ব্বে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অবিবেচনা পূর্ব্বক মদমত্ত কুঞ্জরী সদৃশ যে বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে জগদীশ্বর তদুপযোগী প্রতিফল স্বরূপ দণ্ডবিধান করিতেছেন। অতএব এখন আর সে সমস্ত দুঃখসূচক ব্যাপার প্রতিনিয়ত পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তঃকরণকে বিদগ্ধ করা কোন ক্রমে শ্রেয়ঃ নহে। এক্ষণে অহর্নিশি অনুনয় ভাবে সেই অদ্বৈত ও অনাদি মহাপুরুষের অচিন্ত্য, অভাবনীয় ও জ্ঞানাতীত মহিমাশক্তির গুণানুকীর্ত্তন করত যাবতীয় দুঃখাবেগ সম্বরণ কর। অনুতাপ স্বরূপ উপহার ব্যতীত কৃতাপরাধের অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত লক্ষিত হইতেছে না।

সেই করুণাময় জগৎকারণের কৃপাবারি ভিন্ন এই কঠোর পাপপঙ্করাশি হইতে বিমুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই মায়াময় দুস্তর ভবার্ণব অতিক্রম করিতে সেই জগৎকাণ্ডারীর চরণতরণী ব্যতীত অন্য কোন উপায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অতএব প্রিয়সখি বিনোদিনি! আমার বাক্য অবধান কর, আর অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করত এই প্রপঞ্চিত ক্লেদপূর্ণ দেহকে ক্লিষ্ট করিও না। সেই অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির নামামৃত পান করিয়া অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ কর এবং পরিণামে শুভফল সম্ভোগে বিলাসিত করিতে যত্নশীলা হও। প্রমত্ত অন্তঃকরণ-করীকে ভক্তিরূপ আলান দ্বারা বন্ধন কর, এবং এখনও অজ্ঞানরূপ বলবান্ শত্রুকে জ্ঞান-অসি দ্বারা নিপাত করত এই কঠোর পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সদুপায় অনুধাবন কর।

বিনোদিনী, সখীমুখে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন করত মনে মনে সেই সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিয়া ক্ষণপরে কহিলেন, সহচরি! তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তুমি যাথা বিহিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া আমার অজ্ঞান তিমির নাশ কর। এতচ্ছ্রবণে জ্ঞানদা কহিলেন, প্রিয়সখি বিনোদিনি! তোমার প্রস্তাবিত বিষয়টি কি? আমার নিকট প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যাধীন উত্তর দিতে কোন ক্রমে ত্রুটি করিব না।

তদনন্তর বিনোদিনী জ্ঞানদাকে কহিলেন, সহচরি! পরমকরুণাময় পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী। এই মায়াময় জগৎসংসার তিনিই সৃজন করিয়াছেন, জীবের জন্ম, মৃত্যু, শুভাশুভ ফলভোগ, পাপ, পুণ্য, দিবা, রাত্র এবং অন্যান্য নৈসর্গিক ব্যাপার ব্যূহ তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সৃজন হইয়াছে। যাবতীয় সৃজ্যবস্তুমাত্রেই সেই অখণ্ড নিয়মাধীনে প্রতিপালিত ও পরিচালিত হইতেছে। পশু, পক্ষী এবং কীট পতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণী মাত্রেই তাঁহার কৌশল ক্রমে এই চরাচরে চলাচল করিতেছে। সুতরাং বিশ্বপতির বিশ্বকৌশল সন্দর্শন করিলে প্রতিপদে কেবল তাঁহরই অপরিসীম শক্তি, অসাধারণ সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং জ্ঞানাতীত মহিমা দেদীপ্যমান হইতে থাকে। অধিক কি এই জগৎযন্ত্র তদীয় নিয়ম প্রণালীর আজ্ঞাবহ হইয়া প্রতি নিয়ত সমভাবে চলিতেছে। যেরূপ মনুষ্যকর্ত্তৃক একটি সময়নিরূপকযন্ত্র প্রস্তুত হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে নিয়মিত রূপে না চালাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সুচারুরূপে চলিবার সম্ভাবনা নহে এবং নিয়ত যে দিকে ফিরাইবে সে সেই

দিকেই ফিরিবে, যন্ত্র কখন আপন স্বেচ্ছানুসারে চলিতে সক্ষম হয় না এবং মনে করিলে তাহাকে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারি; সেইরূপ পরম কারুণিক বিশ্ব-পরমপিতা আমাদিগের এই মায়াভিভূত সংসারে সৃজন করিয়া অবিরত তাঁহার কৌশল দ্বারা পরিচালন করাইতেছেন এবং এরূপ কি স্বেচ্ছাক্রমে প্রলয়াদি দ্বারা এই অপরিসীম বিশ্বরাজ্য বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট করিয়া একবারে চিহ্নরহিতও করিতে পারেন। যাবতীয় সৃজ্য-বস্তুমাত্রেরই কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই, তাহারা আপন ইচ্ছা-ক্রমে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, কেন না প্রাণী মাত্রের অন্তঃকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত এরূপ চঞ্চল যে, কোন মতে এক বিষয়ের প্রতি স্থির থাকা স্বাভাবসিদ্ধ নিয়ম নহে, যেহেতু আমা-দিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিবিধ নৈসর্গিক চিন্তায় অনুরক্ত থাকে, সুতরাং তিনি আমাদিগের যে দিকে পরিচালিত করি-তেছেন, আমারও সেই দিকে তাঁহার স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া চলি-তেছি, এ বিধায়ে কাহার কোন কৌশল প্রকাশ করণের ক্ষমতা নাই।

অপিচ প্রাণীমাত্রেরই সামান্য জ্ঞান দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সর্ব্বদা বিগর্হিত বলিয়া হৃৎপ্রত্যয় হয়, আমরা তাহা স্বেচ্ছা-ক্রমে অনায়াসে রাশি রাশি পরিমাণে করিতে পারি। পুনরপি সেই সামান্য জ্ঞানসম্ভূত যে সমস্ত বিষয় জীব মাত্রেরই সর্ব্বদা হিতকারী বলিয়া প্রতীত হয়, ফলতঃ তাহার শুভাশুভ ফললাভ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক অর্থাৎ সেই বস্তুটির কিম্বা বিষয়টির প্রকৃতরূপ মর্ম্মসংগ্রহ সক্ষম হই বা অপারকই হই এবং তাহাতে আমাদিগের হিতই হউক বা গর্হিতই হউক,

কি নিমিত্ত আমরা ইচ্ছানুসারে জানিতে অথবা করিতে পারি না? তাহার প্রমাণ এই, আমরা ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডে অনায়াসে অসংখ্য জীবসংহার করিতে পারি, কিন্তু বহু ক্লেশেও একটা মৃতদেহে জীবনদান করিতে পারি না। যাহা হউক, ঈদৃশ অভিলাষ যখন আমরা সুসম্পন্ন করিতে পারি না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হইতেছে, যে আমরা বিশুদ্ধ সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাধীন হইয়া যাবতীয় কার্য্য করিতেছি, আমরা স্বেচ্ছাপর বশ হইয়া করি না এবং করিতেও সক্ষম হই না।

যেরূপ রাজসৈন্যদল সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সম্যক্রূপে বিপদাপন্ন হইলেও কোন দিকে দৃষ্টিপাত ও পলায়ন করিতে সক্ষম হয় না, অশ্ব যেমন যানে চারি দিকে আবদ্ধ হইয়া আপন ইচ্ছাধীন অক্ষম হয়, সারথী যে দিকে গমনেচ্ছু হইয়া রজ্জু ধারণ করে সে সেই দিকেই গমন করে, এবম্বিধ নানা প্রকার ভীষণ জন্তু, মনুষ্যকর্তৃক ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যেমন স্ব স্ব স্বাধীনতায় বঞ্চিত হওত আমাদিগের প্রয়োজনোপযোগী কার্য্য সমূহে নিয়োজিত আছে, আমারাও সেইরূপ ঈশ্বরের এই সংসার স্বরূপ মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আপন আপন ইচ্ছাধীন কার্য্য করণে সক্ষম নহি।

শিশুকে অভিলেখন প্রণালী শিখাইবার মানসে যেরূপ শিক্ষক তাহার কর-ধারণ পূর্ব্বক পত্রোপরি যে দিকে পরিচালন করায়, সুকোমল মতি বালক ও অন্ধের ন্যায় আপনার কোমলকর সেই দিকে পরিণত করিতে থাকে। কিন্তু সে তখন কি করিতেছে অথবা কি লিখিতেছে, কিছুই অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বরও আমাদিগকে যে

দিকে লওয়াইতেছেন, এবং যেরূপ মতি প্রদান করিতেছেন অথবা করেন, আমরাও অন্ধের ন্যায় সেই দিকে গমন করি এবং তাঁহারই ইচ্ছাপরবশ হইয়া তদীয় অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী কার্য্য করিয়া থাকি। সুপথ কুপথ কিছুই অনুধাবন করি না এবং আমাদিগের সে বিবেচনা করিবারই বা সাধ্য কি আছে ?

অতএব যখন পরমেশ্বর উত্তম ও অধম উভয় পদার্থের সৃজন করিয়া আমাদিগকে সুমতি দুর্ম্মতি সকলই প্রদান করিতেছেন এবং যেহেতু সেই অদ্বৈত, অনাদি, অচিন্ত্য, অজর, নিগুর্ণ, বিশ্বনিধান, ব্রহ্মাণ্ডময় ও অসারসার মহাপুরুষ ব্যতীত সুমতি অথবা দুর্ম্মতিদাতা বা ইহা সৃজনকর্ত্তা বিধতা কেহ স্বতন্ত্র নাই, তখন আর আমরা যে হিত অথবা গর্হিত কার্য্য করি, ইহা কিরূপে প্রমাণ্য হইতে পারে, এবং তাহাতেই বা কিরূপে আমাদিগের পাপ স্পর্শিবার সম্ভাবনা ? আর কি কারণেই বা তিনি জীবের অহিতকারিণী দুর্ম্মতির সৃষ্টি করিলেন ? তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট অর্থাৎ জীবের হিতকারী পদার্থ সৃজন করিলে ত আমাদিগের পক্ষে উত্তমই হইত ? পরমেশ্বর উত্তম ও অধম, উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি বিধাতা হইয়া যখন আমাদিগের শুভাশুভ উভয়ই লক্ষ্য এবং চেষ্টা করিতেছেন, তখন যে আমরা বিশুদ্ধ হিতকার্য্যই করিব ইহা কিপ্রকারে ভরসা করা যাইতে পারে ? এবং কি নিমিত্তই বা শুভাশুভ-কার্য্য-জনিত পাপ পুণ্য হেতু তাঁহার নিকট প্রতিভূ ও দণ্ডার্হ হইব ? কেন না তিনি কি নিমিত্ত জীবের পাপপ্রদ অহিতকারিণী দুর্ম্মতির সৃজন করিলেন ?

পুনরপি আমারা শ্রুত আছি যে, জীবহিংসায় মহাপাপ।

কিন্তু যদি আমি বলশক্তিরহিত হইয়া ভূতলশায়ী থাকি, এমন সময় একটা আশীবিষ বা বিষধর সহসা আসিয়া আমাকে দংশন করিবার উপক্রম করে, আমিও নিশ্চয় জানিতেছি, যে ঐ ভুজঙ্গম দংশন করিলেই আমার প্রাণ বিনাশ হইবে, এতদবস্থায় আমি আপন জীবনাশঙ্কায় তাহাকে সংহার না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত অথবা লোচন মুদ্রিত করিয়া থাকিব। কেন না "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" অর্থাৎ শাস্ত্রমতে আপন জীবন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অধিকন্তু ঈশ্বর আমাকে এবং ঐ ভুজঙ্গ, উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষধর আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, আমি প্রাণপণে তাহাকে সংহার করিলাম। এই নিবন্ধনই যে আমার অব্যর্থ পাপ স্পর্শিল কিম্বা হিংসার প্রতিশোধ হইল, ইহা কি প্রকারে প্রতীত হইবে?

অথবা ঈশ্বর যাহাকে দণ্ড বিধানার্থ অন্ধ, আতুর, অথবা অন্য কোনরূপ বিকলাঙ্গ করিয়া ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, আমি তদুপরি কর্ত্তৃত্ব বিধান করিয়া তাহাকে দয়া প্রকাশ অর্থাৎ সাধ্যাধীন সাহায্য করিলেই যে তাহাতে অব্যর্থ পুণ্য হইবে ইহাই বা কিরূপে হৃৎপ্রত্যয় হইতে পারে? বরং ঈশ্বর যাহাকে শাস্তি প্রদান করিতেছেন, তাহাকে করুণা প্রকাশ অর্থাৎ কোন প্রকার সাহায্য বা আশ্রয় দানে ত পাপও স্পর্শিবার সম্ভাবনা?

অতএব কি কার্য্য করিলে পাপ এবং কিরূপ আচরণে পুণ্য হইবে ইহা কি প্রকারে প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে? অধিকন্তু শুভাশুভ কার্য্যের ফলোপভোগ বিষয়ে ইহলোক অথবা পরলোকে কোন বিশেষ নিদর্শন নাই এবং কেহ পুন-

অবগত হয়েন নাই যে, তৎপ্রমুখাৎ সর্লোকবার্ত্তা অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিব। সুতরাং শুভাশুভ কার্য্যজনিত পাপ ও পুণ্য এবং পরিণামে তাহাদিগের ফললাভ অর্থাৎ স্বর্গভোগ অথবা তদ্বিপরীতে নরকগমন প্রভৃতি বিষয়ের কোন প্রকার প্রকৃত ও প্রকৃষ্টরূপ নির্ণয় হইতে পারে না।

অতএব প্রিয়সখি! এই সমস্ত যখন আমারা কিছুই অবগত নহি, তখন আর কি প্রকারে আমাদিগের পাপ, পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায় বিষয়ে হৃদ্বোধ হইবার সম্ভাবনা? এবং যখন আমরা জড়ের ন্যায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিয়মাবলির আজ্ঞাবহ, তখন আর কি কার্য্য করিলে আমরা পরিণামে পাপ ও পুণ্যজনিত শুভাশুভ ফলভোগে কৃতকার্য্য হইব? এ সমস্ত যাবতীয় বিষয় আমাদিগের চিন্তা পথাতীত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমাদিগকে পূর্ব্বকথিত বিষয়সমূহ জানিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রদানকরেন নাই।

পরন্তু যদি আমাদিগকে সেইরূপ সূক্ষ্ম বিবেচনা করণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা বস্তুতঃ হিতাহিত কার্য্যসমূহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বকই করিতেছি ও করিতেও পারি। পরন্তু যদি আমরা স্বেচ্ছাক্রমে কোন কার্য্য করিতে পারিতাম কিম্বা পারি, তবে জন্ম মৃত্যু এবং অন্যান্য অদ্ভুত ব্যাপার যে দিনে যাহা ঘটিবে সমস্তই অবগত হইতে পারিতাম। এক্ষণে এই সমস্ত যাবতীয় বিষয় যখন আমাদিগের মনের অতীত এবং কোনক্রমে হৃদয়ঙ্গমও হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর অমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সকল কর্ম্মই করিতেছি বলিয়া কি রূপে হৃৎপ্রত্যয় হইতে পারে?

অপিচ যদি আমাদিগের সেই শুভাশুভ বিষয়ে অভিজ্ঞান-বৃত্তিই থাকে, তাহা হইলেত আমাদিগের আমিত্ব অর্থাৎ অস্মো-দ্বোধই আছে এবং সেই পদার্থটি আমাদিগের মনজ ও জীবা-ত্মাসম্ভূত, অথবা সয়ম্ভূ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অথবা যদি দুর্ম্মতিদাতা বিধাতা কেহ স্বতন্ত্র থাকেন আমরা তদনুবর্ত্তী হইয়া যাবতীয় কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছি। তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যানুবর্ত্তী ফলোপ-ভোগী হইব। অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়া যদি কোন বিগর্হিত বা বিপরীতাচরণ করি, কিম্বা করিয়া থাকি, তাহা হইলে অব-শ্যই তাঁহার নিকট গুরুতর রূপে দণ্ডার্হ হইব এবং উত্তম কার্য্য করিয়া থাকি কিম্বা করি, তাহা হইলেও অবশ্যই তাঁহার নিকট যথেষ্টরূপে আদরভাজন হইয়া প্রিয় সেবক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব। অতএব প্রিয়সখি জ্ঞানদা! তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কি রূপে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? অথবা তিনিই যদ্যপি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী; আত্মারূপে আমাদিগের যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেছেন আমরাও তদনুবর্ত্তী হইয়া অন্ধের ন্যায় সেই সকল কার্য্য করিতেছি। সুপথ কুপথ কিছুই বিবে-চনা করিতে পারি না, অধিকন্তু তিনি মুখ্য পদার্থ, আমরা তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে সংসারকাননে পরিভ্রমণমাত্র করি-তেছি সুতরাং দেহান্তে তাঁহার মায়া ও তাঁহার ছায়া, দিবাকর কর-সদৃশ তাঁহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে পাপ পুণ্য ও অহং জ্ঞানপদার্থাদি বিষয় কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে?

যাহা হউক প্রিয়সহচরি! তুমি মদীয় প্রশ্নটির প্রকৃতরূপ

মীমাংসা করিয়া আমার সংশয় দূরীকরণ কর। অর্থাৎ আমাদিগের যাবতীয় কার্য্যের আমরা আপন আপন কর্ত্তা, অথবা পরম করুণাময় বিশ্বপতি পরমপিতা আমাদিগের এই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেছেন, কিম্বা কুমতি-প্রদা বিধাতা কেহ স্বতন্ত্র আছেন?

তদনন্তর জ্ঞানদা, প্রিয়সখী বিনোদিনীর নিকট এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিচ্ছেদ বাগ্বিতণ্ডা এবং প্রকৃত প্রাকৃতিক ন্যায়বিরুদ্ধ বচনপরম্পরা শ্রবণ পুরঃসর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যাহাহউক সহচরীর ঈদৃশী নিরন্তর একনিষ্ঠা ও অপ্রতিবিধেয় শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন প্রকারে অন্যমনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে।

অনন্তর জ্ঞানদা মনে মনে এইরূপ স্থির করত আপন প্রিয়সহচরী বিনোদিনীর ঈদৃক্ সংশয়জনিত হৃদয়ব্রণ দূর করিবার মানসে কহিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়সখি বিনোদিনি! তুমি যে গুরুতর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছ, ইহার প্রকৃতরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সুকর ব্যাপার নহে। কেন না সেই অদ্বৈত করুণাময় মহাপুরুষ যে কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ এবং তাহার জ্ঞানাতীত মহিমা ও লোকাতীত ভাব পরম্পরারনিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান ও স্থিরমীমাংসা করণে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞান-বেত্তা ব্রহ্মপরায়ণ মগ্নচিন্ত্য দূরদর্শী বিচক্ষণগণও এক গুরুতর শ্রেষ্ঠ অচিন্তনীয় নৈসর্গিক বিষয়ের সমালোচনায় বিপদাপন্ন হইয়া আপন আপন অভিমত রক্ষণ ও প্রতিপোষনার্থ অশেষবিধ হেতুবাদ দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন,

কিন্তু কোন মহাত্মা যে কতদূরপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা নির্ণয় করা দুরূহ।

পুনরপি ঈদৃশ সুকঠিন বিষয়ের বিতর্কে প্রায় অধিকাংশই জন্মান্ধ ও জাতবধিরের তুমুল বিরোধ সদৃশ ঘটনা উপস্থিত হইয়া উঠে।

এই কথা আকর্ণন করিয়া বিস্মিতচেতা বিনোদিনীর অনিবার্য্য ঔৎসুক্যবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা শত সহস্র গুণে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি প্রয়োজন শুশ্রূষু হইয়া বারম্বার সখীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সখি! সে আবার কি প্রকার? অগ্রে বলিয়া আমার কৌতূহলানল নির্ব্বাণ কর। পরিশেষে প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করিও।

এতচ্ছ্রবণে জ্ঞানদা কহিতেলাগিল, একদা কোন জনসমাজে এক মহোৎসব উপলক্ষে নৃত্য গীতাদি সুচারু তৌর্য্যত্রিক হইতেছিল, তচ্ছ্রবণ ও সন্দর্শন মানসে দুইজন বান্ধবে গমন করেন। ঐ মিত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন জন্মান্ধ ও অপরজন জাতবধির। নিজনিজ উদ্ভূত কৌতূহলতরঙ্গ প্রমোদিত করণাভিলাষে প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে সারানিশি তথা জাগরণ করিয়া রহিল।

অনন্তর প্রত্যূষে আপন আপন দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে দৃঢ় প্রতীত করত প্রহৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে উৎসবসঞ্জাত বিবিধ বিষয়ের বিতর্ক করিতেছিল। ইত্যবসরে শ্রবণখর্ব্ব সহসা ঈষদঙ্কুচিতচিত্তে দর্শন বঞ্চিত ব্যক্তিকে কহিল, দেখ ভাই! বুঝি উৎসবকারিগণের মধ্যে কেহই সঙ্গীত বিষয়ে নিপুণ নহে, কেন না আমি দেখিলাম তাহারা কেবল মধ্যে মধ্যে নৃত্য এবং তৎসহ অঙ্গভঙ্গীতেই যামিনী অতিবাহিত করিয়াছে।

বধিরের এইরূপ বাক্যাবশেষ হইতে না হইতেই তৎসহচর অন্ধ সস্মিতবদনে কহিল, সখে! তোমার বাক্য নিতান্ত বিপরীত বোধ হইতেছে, কেন না আমি উহাদিগের সঙ্গীত ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবান্তর প্রত্যক্ষ করি নাই। মিত্রদ্বয়ের মধ্যে এই রূপ মতবিভিন্নতা প্রযুক্ত মহাবিরোধ উপস্থিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই স্থানে বস্তুতঃ নৃত্য ও গীত দুই প্রকারই হই-য়াছিল, কিন্তু ঐ বান্ধবদ্বয়ের মধ্যে একজন জাত্যান্ধ, অপর জন জাতবধির। পরস্পর শ্রবণ ও দর্শনরসে বঞ্চিত থাকা প্রযুক্ত উল্লিখিত বিষয়ের প্রকৃতরূপ মীমাংসা করণে সক্ষম না হইয়া নিজ নিজ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ের যথার্থ নির্ণয় কাহারই হইল না।

সেইরূপ আমাদিগের মধ্যেও অখিল ব্রহ্মাণ্ডবিধাতা পরমে-শ্বর বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ জন্মান্ধ ও জাতবধিরের ন্যায় যাহার যেরূপ হৃৎপ্রত্যয় হয়, তিনি সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ঈশ্বর নিরাকার ও অদ্বৈত অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং ও বিকাররহিত। কেহ বলেন ঈশ্বর মায়াময় ও নির্গুণ কেহ বা স্বভাবকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি ও সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ঈশ্বর সাকার ও সাধনাসাধ্য এবং কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানাতীত ও ধ্যানাতীত বলিয়া থাকেন।

এইরূপ বিচক্ষণগণের নানাপ্রকার মতের অনৈক্য প্রযুক্ত অশেষবিধ মতবিশ্বাস অর্থাৎ শাস্ত্র প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। হায়! দুঃখের বিষয় এই, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই করুণাময় পরমেশ্বরের অলৌকিক ভাবসমূহের কোনরূপ স্থির নির্ণয়

হইল না। এক্ষণে মাদৃশ হীনপ্রজ্ঞা, দুর্ব্বিধা ও পাপমতির পক্ষে এই গুরুতর জ্ঞানাতীত বিষয়ে বিতর্ক করা একপ্রকার বিগর্হিত কার্য্য, কেননা সেই সর্ব্বশক্তিমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডবিধাতা এবং পরাৎপর পরমব্রহ্মের বিধানপ্রণালীর প্রতি অন্তঃকরণে সংশয় স্থানদান করায় অথবা তদুদ্দেশে বিতণ্ডা করণে অপরাধিনী হইবার সম্ভাবনা।

যাহা হউক এ বিষয়ে আমার সামান্য-জ্ঞানসম্ভূত হেতুবাদ দ্বারা তোমার ঔৎসুক্য দূরীকরণ করিতে কোনক্রমে শিথিল-প্রযত্ন হইব না, এক্ষণে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

পরমকরুণাময় পরমব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বনিয়ন্তা ইহার আর সন্দেহ কি? আমরা জ্ঞান পূর্ব্বক কিম্বা অজ্ঞানতা পরতন্ত্র হইয়া যে সমস্ত হিতাহিত কার্য্য করিয়া থাকি তিনি সমস্তই বিদিত আছেন, অধিক কি আমাদিগের মন্তব্য বিষয় সমূহ বস্তুতঃ শুভই হউক বা পাপান্তর্ভূত কিংবা অকল্যাণপ্রদই হউক তিনি যে দিব্য-জ্ঞান দ্বারা সকল জানিতে পারিতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে তিনি আমাদিগকে কোন কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেছেন না। তিনি সৃষ্টিকালে এককালীন যাবতীয় নিয়মাবলী সৃজন করিয়া দিয়াছেন এবং অদ্যাবধি সেই অখণ্ড ও অচল প্রাকৃতিক নিয়মনিচয়ের পরবশ হইয়া বিশ্বরাজ্য সমভাবে চলিতেছে। দিবারাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য এবং জীবের জন্ম মৃত্যু, পাপ, পুণ্য ও শুভাশুভ প্রভৃতি যাবতীয় লোক অভাবনীয়, জ্ঞানাতীত ও অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার ব্যূহ তিনি আপন জ্ঞান-দর্পণে দিব্য চক্ষু দ্বারা প্রতিনিয়ত বিলোকন করিতেছেন।

অমৃত ও হলাহল, তিক্ত ও মিষ্ট প্রভৃতি ষড়রসাক্ত দ্রব্য সৃজন করিয়া তাহাদের আস্বাদভেদ করিয়া দিয়াছেন এবং যাবতীয় বস্তুমাত্রেরই এক একটী স্বতন্ত্র ও বিপরীত গুণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ উত্তম ও অধম উভয় পদার্থেরই সৃজন করিয়াছেন, এবিষয়ের বিশেষরূপ নির্ণয় করা দুরূহ। বোধ করি তিক্ত না থাকিলে কেহ মিষ্ট প্রভৃতি রসের স্বাদগ্রহণে সক্ষম হইতেন না। মৃত্যু না থাকিলে কোন জীবই বা জীবিত থাকিবার জন্য সর্ব্বদা শরীরের প্রতি প্রযত্ন প্রকার করিত? এবং অন্ধকার না থাকিলে, কেই বা আলোকের সমাদর করিত।

অতএব যে সমস্ত বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই এক একটী পৃথক পৃথক গুণ ও আস্বাদন ভেদ আছে।

তাহার প্রমাণ এই যে বিষ অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিলে জীবন বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহাও গুরুতর রোগে ব্যবহৃত হইয়া জীব আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

অনন্তর যেরূপ বহুমূল্য রত্ন দুস্তরঅপারনীরে অবস্থিতি করে, মহামূল্য পদার্থ মণি যেরূপ বিষধরের শিরে অবস্থিতি করে, সুতরাং কোন ক্রমে অনায়াসে লাভ করিবার সম্ভাবনা নহে। এই জন্য সকলেই তাহাদিগকে মহারত্ন বলিয়া মহা সমাদর করিয়া থাকে। অনায়াসলব্ধ হইলে বোধ করি উল্লিখিত পদার্থদ্বয় এরূপ গুরুতররূপে অত্যাদরণীয় হইত না। সেইরূপ, সুদূরদর্শী ও ত্রিকালজ্ঞ পরমাত্মা পরমেশ্বর যাবতীয় দুর্দ্দম ষড়রিপুগণের মধ্যে অণুমাত্র জ্ঞানরূপ সারপদার্থ মনুষ্য মাত্রেরই শরীরে প্রদান করিয়াছেন। এবং সেই জ্ঞানরূপ

জীবাত্মা সার পদার্থ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও পাণিপাদাদি যাবতীয় বাহ্যিন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং অনায়াসে লাভসাধ্য নহে বলিয়াই পরম পদার্থ ও পরমাত্মা স্বরূপে পরিগণিত হয়।

মানব জাতি এতদ্দ্বারা হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন। জীবের সৃষ্টিকালে ইহারও সৃষ্টি হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং যতই সুচারুরূপে সমালোচনা করা যায়, ততই ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল ফলিতে আরম্ভ করে।

ইহার সামান্য প্রমাণ এই, ইক্ষুকে প্রথমে দলন করিলে সও অর্থাৎ রস নিঃসৃত হয়, পরে যতই তাহাকে উত্তমরূপে পাক করিবে ততই তাহাহইতে সুস্বাদু ও সার পদাথ উৎপন্ন হইতে থাকে। সেইরূপ এই জীবাত্মা সম্ভূত যে জ্ঞান পদার্থ, ইহাকে যতই সূক্ষ্মবর্ত্মে নিয়োজিত করিবে, ততই তাহাহইতে সারপদার্থ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিবে। আর যেরূপ প্রস্তরের স্বাভাবিক গুণ শীতল, কিন্তু যদ্যপি দুইখানি উপলখণ্ড উপর্য্যুপরি ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে; সেই রূপ ঐ জ্ঞান-বৃত্তিকে ক্রমশঃ সুচারু সমালোচনা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরনাশক তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ জ্যোতিঃ সমুদয় হইয়া পরম কারুণিক পরমপিতার মহিমা সূক্ষ্মরূপে উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অন্তর্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর সেই অভিজ্ঞান বৃত্তিতে এক্ষণে এরূপ সুদূরদর্শী স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারশক্তি প্রদান করেন নাই, যে তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার করণীয় কার্য্য অথবা পরিণামে তিনি যে কি

করিবেন, তাহা জানিতে সক্ষম হইতে পারি। তিনি যে কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ! কি করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেই বা কি করিবেন অথবা কোন সময় কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন, ইহা কাহার জানিবার সাধ্য নাই। অধিকন্তু তাঁহার উদ্দেশ কোনরূপ বিতণ্ডা করায় বা তদীয় বিশ্বশাসন-প্রাণালীর প্রতি কোন প্রকার সংশয় করণে পাপ স্পর্শিবার সম্ভাবনা।

পরন্তু ঈশ্বর যে জীবকে যখন যে অবস্থা প্রদান করেন, তখন তাহার সেই অবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদর্থে তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করা উচিত নহে, কেননা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুবর্ত্তী ফলোপভোগী হইবেন।

অনন্তর প্রিয়সখি বিনোদিনি! যে জীব কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য প্রভৃতি দুর্দ্দম ষড়্রিপু অতিক্রম করত সেই সার জ্ঞানপদার্থটিকে উদ্ধার করিয়া তদনুবর্ত্তী হিতাহিত বিবেচনানুসারে কার্য্য করণে সক্ষম হন, তিনিই ধন্য এবং পরম-পিতা পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করত প্রিয়সেবক বলিয়া পরিগণিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। সেই অপরিসীমকরুণানিধন পরাৎপর পরমব্রহ্মের বিচার সূক্ষ্ম এবং পক্ষপাতপরিবর্জ্জিত, তাঁহার সদনে অপীব্য, কুৎসিত, ধনী, নির্ধনী, ক্লিষ্ট ও সবল সকলই সমান। নিজ নিজ শুভাশুভ কার্য্যানুযায়িক পরীক্ষিত হইয়া দণ্ডার্হ অথবা পুরস্কৃত হইবেন।

অপিচ, যে জীব অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন হওত তাঁহার নামামৃত পানে বঞ্চিত হন এবং অহরহ কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ পরবশ হইয়া তাঁহার বিপক্ষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিগর্হিত কার্য্য

করেন, তাঁহাকে পরিণামে পরমাত্মা পরমেশ্বরের নিকট দণ্ড-নীয় হইতে হইবে; অধিকন্তু হিতাহিত বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর মানবজাতির জীবাত্মার স্বরূপ যাবতীয় শারীরিক পদার্থশ্রেষ্ঠ জ্ঞানরত্নকে প্রদান করিয়া তাহাতে অত্যল্পমাত্র স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা যে আমরা স্বেচ্ছাধীন সাধ্যাতীত কার্য্যসমূহ সুসম্পন্ন করিতে পারিব এরূপ নহে, তথাপি তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা জীবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরমাত্মা পরমেশ্বর কৃপাময়! তাঁহার অনির্ব্বচনীয় করুণা-প্রভাবে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। তিনি পৃথিবীকে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগের যাবতীয় অভাব বিমোচন করত পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি পাণিপাদাদি দ্বারা কোন কার্য্য করেন না। অতর্কিত ও অলক্ষিতভাবে উপায়ান্তর দ্বারা সৃষ্টিধরের কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব স্থিরচিত্তে তাঁহার বিধানপ্রণালীর প্রতি অচল ভক্তি রাখিলেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী সহচরী-মুখে এই সমস্ত হিতোপদেশ-পূ জ্ঞানগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞানজনিত বদ্ধমূল কুসংস্কারবিটপী অন্তঃকরণ হইতে একবারে সমূলোৎপাটিত করিবার মানসে বারিবিগলিত-লোচনে অনুনয়ভাবে মনে মনে

ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিলেন, পরিশেষে সহসা তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় অত্যদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন।

আগম নিগম আদি, তুমি বিশ্বতাত।
তোমার চরণে প্রভো! হই প্রণিপাত॥
আমি দুরাচারী ছার, কি জানি ভজনা।
কৃপা গুণে গুণাকর, পূরাও বাসনা॥
অপরাধ তব পদে, করেছি প্রচুর।
আমি হে দুর্ব্বোধা দীনা, দুখ কর দূর॥
ষড়রিপু দেহে মম, বিষম দুর্ব্বার।
কেমনে জানিব নাথ! ভকতি তোমার॥
কি দিয়ে পূজিব হেরি, তোমারি সকল।
ভকতি আমার মাত্র, আছিল সম্বল॥
সেই পুষ্পে প্রণয়, নৈবেদ্য সাজাইয়ে।
আসক্তির উপহার, তাহাতে সঁপিয়ে॥
ভেবেছিনু মনসাধে, পূজিব তোমায়।
কুমতি তাহাতে বাদী কি করি উপায়?
এমন দুর্দ্দম অরি, না হেরি কখন।
জ্ঞান-অসি নাহি মম, কে করে ছেদন॥
বিঘ্নহর বিঘ্ন হর, মোরে কৃপা কর।
অজ্ঞান তিমির নাশ, অহে গুণাকর!
এ দেহ হয়েছে প্রভো! অরণ্যের প্রায়।
রিপু ছয় সিংহ প্রায়, ভ্রমিতেছে তায়॥

মন মতি জীব আদি, গ্রাস করিবারে।
সতত ফিরিছে যেন, কত অনাহারে।
কি করি উপায় নাথ! বলনা এখন?
সভয়ে কম্পিত কায়, সংশয় জীবন॥
আসন্ন শমন হেরি, ব্যথিত হৃদয়।
রক্ষা কর দীননাথ! দিয়ে পদাশ্রয়॥
কি বলে ডাকিব বলো, বল বুদ্ধি হীনা।
অপার জলধি ভেবে, হইতেছি ক্ষীণা॥
চরণ তরণী দিয়ে, দীন হীন জনে।
পার কর গুণাকর, এ ভব জীবনে॥
ভবের কাণ্ডারী তুমি, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি, তোমা হতে হয়॥
তুমি সত্য তুমি নিত্য, তুমি নিরঞ্জন।
সগুণ নির্গুণ তুমি, ত্রিগুণ ধারণ॥
তুমি হে দেবের দেব, ত্রিলোক ঈশ্বর।
অজর অমর তুমি, তুমি সৃষ্টিধর॥
তুমি হে ত্রিতাপ-হারি কলুষ নাশক।
ভূলোক স্বর্লোক তুমি, ত্রিলোক পালক॥
এক দেহে তিন দশা, তোমা হতে হয়।
তুমি জীব তুমি শিব, তুমি সর্ব্বময়॥
অবলারে দেহ বল, অজ্ঞানেরে জ্ঞান।
নির্গুণের গুণ বিভো! তুমি বিশ্বপ্রাণ॥
পুরুষ প্রকৃতি কি বা, কিবা রূপ ধর?
কি ভাবে তোমারে ভাবি, ওহে গুণাকর॥

সাকার কি নিরাকার, কি আকার তব ?
বুঝিতে না পারি প্রভো ! তোমার সম্ভব।
কে জানে তোমার নাথ ! মহিমা অপার।
তন্ত্র মন্ত্র ফাঁকি যুকি, তুমিমাত্র সার ॥
"আমি" "আমি" এই বোল কে মোরে বলায় ?
কোথা হতে এলো "আমি" বুঝা নাহি যায় ॥
এ "আমি" আমার কিম্বা, তোমার এ ধন ?
আমার হইলে কেন, না শুনে বচন ?
তোমার হইলে কেন, পাপ দেহে রয় ?
বুঝিতে না পারি প্রভো ! 'আমি' কার হয় ॥
এমনি তোমার সত্য, ভাব বুঝা ভার।
কি ভাবে কাহারে রাখ, ওহে গুণাধার।
তুমি যে কিরূপ ধর, ওহে বিশ্বস্বামি ॥
কেমনে বুঝিব বল, মূঢ়মতি আমি।
কেন যে দুর্ম্মতি হৃদে, হয় হে উদয় ?
কি কারণে ঘটে ঘটে, এরূপ সংশয় ?
তুমি যে বিশ্বের ধাতা, জগতে প্রচার।
তবে কেন নাহি জান, মন দুরাচার ?
এই ভর্ত্তা এই পুত্র, এই "আমি" হই।
নয়ন মুদিলে আর, "আমি" আমি নই ॥
এই যে ভবের রীতি, কেবা নাহি জানে ?
তথাপি না পাপ মতি, ধায় তব পানে ॥
বিভব সন্ততি প্রভো ! দেহ যারে যত।
কেবলি দুখের ভোগ, হয় তার তত ॥

যারে তুমি দয়া করে, দেহ উচ্চপদ।
সংসারের রীতি এই, বাড়ে তার মদ॥
দেহ গৃহে ছয় জন, করে অধিবাস।
সতত বাসনা মোর, করে সর্ব্বনাশ॥
পঞ্চগ্রামে রাজা হয়ে, রহে ছয় জনে।
সতত রেখেছে মনে, আপন শাসনে।
আমার হইয়ে তারা, আমারে মজায়।
দিন গেল মিছে ঘুরে, ভবের মেলায়॥
না ভজিনু না জানিনু, তোমার চরণ।
কেমনে এ দুখ ভার, হবে বিমোচন॥
তুমি সার সবাকার, বিধাতা বিধান?
তোমা বিনে এ জগতে, কে করিবে ত্রাণ॥
কাল গেল কাল এলো, না হলো সাধন।
মিছে ছার দেহ ভার হইল বহন॥
ওরে মন! বলি শুন, যাতে হয় হিত।
বেলা বেলি এই বেলা, কর সে বিহিত॥
আমার হইয়ে কেন, মজাও আমায়?
যেতে হবে ভব পারে, কর সে উপায়॥
হুতাশ তরঙ্গ হেরি, হইলে আতঙ্গ।
হাসিবে নাচিবে শত্রু, হেরে তব রঙ্গ॥
বিষয় বালিসে মন! আলিস্ রাখিয়া।
মোহ নিদ্রাবেশে কেন, থাক ঘুমাইযা॥
সম্বল কি বল তব, আছে ওরে আর?
কেমনে হইবি পার, ভব পারাবার?

মানস তরণী তাহে, সাধু কর্ণধার।
তার কাছে লুকোচুরি, খাটিবেনা আর ॥
পাঁচে সাধ ছয়ে বাঁধ, হ'ও না বিপথ।
মরিবি মরিবি সেই, গ্রন্থি হলে শ্লথ ॥
তুমি রে চতুর যদি, হও সদাচার।
ভ্রমেতেও নাহি ভেব, আসা যাওয়া সার ॥
মিলিবে কার্য্যের ফলে, ফল সমতুল।
ইহাতে,নাহিক আন, হবে একচুল ॥
অচল ভকতি আর, হলে শুদ্ধ মন।
ব্রত যজ্ঞ অনশনে, কিবা প্রয়োজন?
হইলে নিভাঁজ স্বর্ণ, কিকাজ রসানে।
কষা মনে কষো যদি, সারিবে পাষাণে ॥
যে জন বাসনা ত্যাগী, হয় শুদ্ধ মন।
অনায়াসে মুক্তি পদ পায় সেই জন ॥
তুমি কার কে তোমার সকলি অসার।
জগতের মোহ হ্রদে, ডুবিও না আর ॥
ধন জন যৌবনের গর্ব্ব ছাড় মন।
ইন্দ্রিয়াদি ভোগবাস করহ বর্জ্জন ॥
স্বামী, পুত্র, জ্ঞাতী, ভ্রাতা, আদি যত হয়।
মুদিলে নয়ন তারা, কে কোথায় রয় ॥
কঠোর জঠর জ্বালা, করিয়ে সহন।
দুর্লভ মানব জন্ম, করেছ গ্রহণ ॥
কেবল আহার নিদ্রা, বিহারের বশে।
অবিরত থাক রত, ভোগাদির রসে ॥

তবে এ দুর্লভ জন্মে, আছয়ে কি ফল ?
তোমাতে পশুতে আর, ভেদ কোথা বল ?
বারেক নয়ন মেলি, কর বিলোকন।
কিবা শোভা মনোলোভা, বিশ্বের সৃজন ॥
কি নিয়ম কি কৌশল, প্রকাশিছে তায়।
হেরিলে না রহে জ্ঞান, বাক্ হরে যায় ॥
করম ধরিয়ে কর, কার্য্যের নির্ণয়।
কর্ত্তা বিনা ক্রিয়া কভু, সম্ভব না হয় ॥
তবে যদি বল বিশ্ব, আপনি উদ্ভব।
অবোধ তোমারে বই, আর কারে কব ?
কায়মনে সনাতনে, ভাব মূঢ় মন।
অনায়াসে এড়াইবে, ভবের বন্ধন ॥
নয়ন থাকিতে মন, হয়ে অন্ধ প্রায়।
না দেখিলে না শুনিলে, কি হবে উপায় ॥
দীনবন্ধো! কৃপাসিন্ধো! সুঠাম নয়নে।
বারেক করুণা কর, অকিঞ্চন জনে ॥
এ পাপীর ভার বিভো! তোমা বই আর।
কে বল লইবে নাথ! সাধ্য আছে কার ?
ঠেকিয়া সঙ্কটে প্রভো! তব নাম স্মরি।
পাপভরে ভরা ডুবি, হয় দেহতরী ॥
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে, আসিয়ে ধরায়।
কেবলি ভূতের বোঝা, বহিনু মাথায় ॥
তোমার প্রপঞ্চে নাথ! পঞ্চভূ সময়।
দয়া করে স্থান দান, দিও দয়াময় ॥

আমি ত শতেক দোষে দোষী বটি বটে।
দেখ নাথ! তব নামে, কলঙ্ক না রটে ॥
কাতরে নবীন ভণে, বৃথা গেল দিন।
দিবা বিভাবরী ভেবে, তনু হলো ক্ষীণ ॥
না হলো সাধন মম, করে আজ কাল।
শিয়োরে ঘূনায়ে এলো, নিদারুণ কাল ॥
আপন করম দোষে, ভোগি বারে বারে।
ডুবিলাম পাপকূপে, আসিয়ে সংসারে ॥
ষড়রিপুগণে বাঁদী, তব সাধনায়।
মোহন রূপেতে "মায়া" আমারে ভুলায় ॥
পড়ে দায় স্মেরি তাই, তোমার চরণে।
রক্ষা কর দীননাথ, কৃপা বিলোকনে ॥

বিনোদিনী এইরূপ মাতৃ-বিয়োগ-শোকে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া প্রতিনিয়ত বিষণ্ণচিত্তে বিনোদ ও প্রিয়-সহচরী জ্ঞানদার সহিত নানাপ্রকার শাস্ত্রপ্রসঙ্গে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয়।

শুন শুন সভাজন, করি নিবেদন।
সংক্ষেপেতে মম দুঃখ, করিব বর্ণন ॥
বারাশত গ্রামে মোর, হয় পিতৃ-ধাম।
দ্বিজের তনয়া আমি, নবীনাদ্যা নাম ॥

সে ছিল পিতার মম প্রভূত প্রতাপ।
অদ্যাপি স্মরণে, লোক পায় মনস্তাপ ॥
অতুল সংসার সুখ, করিয়ে সম্ভোগ।
শেষেতে হইল তাঁর উদরের রোগ ॥
সে রোগে লৌকিক লীলা, পিতা সম্বরিল।
সাধ্বী সতী মাতা মোর শোকেতে ভাসিল ॥
সে শোক সম্বরি মাতা, ধরেছিল আশ।
দৈব তাহে হয়ে বাদী, করিল নিরাশ ॥
শ্বশুর আলয়ে মোর, ছিল যত সুখ।
সে সুখে বিধাতা মোরে, করিল বিমুখ ॥
অবলার পতি-রত্ন সাধনের ধন।
যে ধন বিহনে বলে, সংসার বিজন ॥
হেন ধন পরিহরি, ভ্রমি নানা দেশ।
আমি অতি পাপমতি, অধমের শেষ ॥
দশ মাস উদরে যে, করিল ধারণ।
বারেক তাঁহার দশা, না করি দর্শন ॥
দেখহ মায়ের মায়া, কতই প্রবল।
আমার কারণে মাতা, হয়ে হীনবল ॥
হাহাকার ধ্বনি করি, সদা সর্ব্বক্ষণ।
ফিরেছেন মোরে কত, করি অন্বেষণ ॥
আমা হারা হয়ে মাতা, উন্মাদিনী প্রায়।
অনশনে পর্য্যটনে, ত্যজেছেন কায় ॥
মনে হলে তাঁর দুখ, আঁখিধারা বহে।
সেই দুখানলে মোর, সদা হৃদি দহে ॥

মায়ের সমান মায়া, কে করে সংসারে।
কুপুত্র হইলে কভু, ত্যজিতে না পারে॥
জীব জন্তু আদি যত, আছে অবনীতে।
মুখেতে আহার আনে, সন্তানে পালিতে॥
এ হেন জননী ধনে, হইয়ে বঞ্চিত।
ধরায় জীবন ধরা, বিফল নিশ্চিত॥
ভুলিয়ে সে নিত্য ধনে, অনিত্য চিন্তায়।
জীর্ণ কলেবরা হয়ে, আছি গো ধরায়॥
দুখের সাগরে আমি, ভাসি নিরন্তর।
সতত চঞ্চল চিত, ব্যথিত অন্তর॥
হায়! হায়! কব কায়, দুখের কাহিনী।
জানেন আমার দুখ অন্তর যামিনী॥
জগত জননী ত্যজি, জগতেতে বাস।
এ ছার জীবনে মম, নাহিক প্রয়াস॥
যে দুখে দহিছে প্রাণ, কি কহিব আর।
এখন রোদন আমি, করিয়াছি সার॥

কালীর স্তব।

শ্রী　কালী যুগলপদ, করি আরাধনা।
ম　ম হৃদিপদ্মে আসি, পূরাও বাসনা॥
তী　ক্ষ্ণ রূপা ক্ষরধরা, নীরদ বরণী।
ন　খরে নলিনী শোভে, কোটিতে কিঙ্কিনী॥
বী　তি হীনে গতি দেহি, ত্বংহি কাত্যায়নি।
ন　গেন্দ্র নন্দিনি গিরি-সুতা ত্রিনয়নি!
কা　ল ভয় বিনাশিনি, করাল-বদনি!
লী　ন হতে তব পদে, বাসনা জননি।
ত　ব কটাক্ষেতে হয়, শমন-দমন।
ব　গলা বিমলা ময়ি! শিবারাধ্য ধন॥
দা　ক্ষায়নি দিগম্বরি,! অসি ধরি করে।
সী　মা নাই শূর কত, বধেছ সমরে॥
শ্রী　নাম স্মরিবে জীবে, তন্ত্রমতে বলে।
চ　রমে পরম পদ, পায় কুতূহলে।
র　ক্ষা কর মুক্তকেশী, ওগো মহামায়া
ণ　স্বরূপা সনাতনি! দিয়ে পদ-ছায়া॥
অ　বনীতে অরি মম, ষড়-রিপুগণ।
ভি　দি সম পরাক্রম, ধরে অনুক্ষণ॥
লা　লসা করি গো, তেই চরণ-কমলে।
সি　দ্ধি কর মনস্কাম, নিজ সুতা বলে।